Contents

দ্বিতীয় বর্ষ

৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা

ترجمان الحديث

بنگال و آسام میں تحریک اہل حدیث کا واحد ترجمان

তর্জুমানুল হাদিছ

আহলে হাদিছ আন্দোলনের মুখ পত্র

সম্পাদক- মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদিছ প্রধান কার্য্যালয়
পাবনা, পাক বাঙ্গালা

প্রতি সংখ্যা ।|০ আনা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৷৷০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদিছ

জমাদিল্ আখেরা ও রজবুল্ মুরাজ্জব, ১৩৭০ হিঃ।

চৈত্র ১৩৫৭ ও বৈশাখ ১৩৫৮ বাং

বিষয়—সূচী

বিষয় :—	লেখক :—	পৃষ্ঠা :—
১। ছুরত-আল্ ফাতিহার তফ্ছীর	...	২২৯
২। জীবন-দিশারী (২য় তরংগ)	আশরাফ ফারুকী	২৪১
৩। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা	কে, এম, আবুবকর	২৪৪
৪। সৈয়দ জামালউদ্দিন আফ্গানী	[এম, সেরাজুল হক্ তাড়াশী]	২৫১
৫। বিশ্ব সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে ইছলামের সাধনা	অধ্যাপক মুহম্মদ মনছুর উদ্দীন, এম, এ	২৫৩
৬। যিক্রে ইক্বাল	...	২৫৮
৭। ফুলের আঘাত	—মুফাখ্খারুল ইস্লাম	২৭০
৮। হে রসুল এস ফিরে	—মির্জ্জা আবু নঈম মুহাম্মদ শামসুল হুদা	২৭২
৯। পাকিস্তানের শাসন-সংবিধান (পূর্বানুবৃত্তি)	...	২৭৩
১০। সাময়িক প্রসঙ্গ	...	৩০৪

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

দ্বিতীয় বর্ষ | জমাদিল্ আখেরা ও রজবুল্ মুরাজ্জব, ১৩৭০ হিঃ। চৈত্র ১৩৫৭ ও বৈশাখ ১৩৫৮ বাং। | ৬ ও ৭ সংখ্যা

تفسیرالقرآن العظیم —

কোর্‌আন-মজীদের ভাষ্য

ছুরত-আল ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فی تفسیر ام الکتاب

(১৩)

ভাষা বৈচিত্র্য

আল্লাহর রহ্‌মতের নিদর্শন শুধু দিবস-যামিনীর আবির্ভাব ও তিরোভাবেই সীমাবদ্ধ নাই। লক্ষ করিলে বৈচিত্রের এই বিধানকে স্বষ্টির সর্বক্ষেত্রে ও সকল স্তরেই বিরাজিত দেখিতে পাওয়া যাইবে। ভাষা ও বর্ণের— বৈচিত্র আল্লাহর রহ্‌মতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ— প্রতীক, সুতরাং কোর্‌আনের নানাস্থানে ইহার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। ছুরত-আর্‌রূমে বলা হইয়াছে - আকাশ-সমূহের এবং পৃথিবীর স্বষ্টি এবং — তোমাদের ভাষাদি ও বর্ণসমূহের —

ومن آیاته خلق السموات والارض واختلاف السنتکم والوانکم' ان فی ذلک لآیات للعالمین —

বৈষম্য আল্লাহর রহ্‌মতের অন্যতম প্রমাণ। বিদ্বানগণের জন্য এগুলির অভ্যন্তরে স্পষ্ট — নিদর্শনসমূহ বিরাজ করিতেছে———২২শ— আয়ত।

www.ahlehadeethbd.org

ভাষা আর রঙের রকমারিত্ব প্রকৃতির সৌন্দর্য-সম্পদ। যেসকল প্রসাধনীর সাহায্যে প্রকৃতি সুন্দরী বপুলা বসুন্ধরাকে সুরচিতা ও কমনীয়া করিয়া রাখিয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষার লালিত্য এবং নানারূপী বর্ণের ও রঙের আভরণ সেগুলির অন্যতম। দুন্‌য়ার গোল্‌বাগীচায় পাপিয়ার তান, কোকিলের কলধ্বনি আর বায়সের কা কা তুল্যভাবে উপভোগ্য। বীণার সুর উচ্চ ও নিম্নগ্রামে ঝংকৃত নাহইয়া যদি শুধু একটানা বাজিতে থাকে, তাহাহইলে উহা সুরলহরীর ইন্দ্রজাল রচনা করিতে পারিবেনা। মানুষের কণ্ঠদিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সাহায্যে ধরণীর উদ্যানে সুর ও স্বরের এই অভিনব খেলাই চলিতেছে। মানুষের দুর্ভাগ্য যে, আল্লাহর রহ্‌মতের অবদান ভাষাবৈচিত্রকেও তাহারা শ্রেণী সংগ্রামের উপাদানে পরিণত করিয়াছে। একএকটী ভাষাকে ভিত্তি করিয়া বিভিন্নরূপী জাতীয়তার গোড়াপত্তন করা হইয়াছে, একটীকে নির্মূল—করিয়া অপরটীকে যবরদস্তি মানুষের ঘাড়ে চাপাইয়া দিবার জন্য তাহারা বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে। সৌন্দর্য ও রূপের প্রসাধনীকে কলহ ও অশান্তির মারণযন্ত্রে পরিণত করিয়াছে। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে স্বরের—বৈচিত্র যতই অগণিত হউক, সুর সৃষ্টির উদ্দেশ্য সকল সময়ে অভিন্ন এবং সংগীতের লক্ষ সর্বক্ষেত্রে—ভেদ-জ্ঞান বিবর্জিত!

سخن کز بهر دیں گوئی چه عبرانی چه سریانی !
مکاں کز بهر حق باشد چه جا بلقا چه جا بلسا !

বর্ণ বৈচিত্র্য

চেতন ও অচেতন পদার্থে রঙের যে সুসজ্জা করা হইয়াছে কোর্‌আন তাহার দিকে মানুষের মনোযোগ গভীর ভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। কোর্‌আন বলিয়াছে—তোমরা কি দেখিতে পাওনা যে, আল্লাহ আকাশ হইতে (বর্ণ ও গন্ধ—বিহীন) পানী অবতীর্ণ করেন এবং—আমরা তদ্বারা বহুবিধ মেওয়া উৎপাদিত—করিয়া থাকি, অথচ সে গুলির রঙ ভিন্ন ভিন্ন! পাহাড়ের টুক্‌রাগুলিকে দেখ, কতক উহাদের শুভ্র আর কতক রক্তিমাভ, বিচিত্র বর্ণসমন্বিত আর কতক কাক-কাল! আবার মানুষ, চতুষ্পদ প্রাণী এবং পশুগুলির রঙও ভিন্ন ভিন্ন। বস্তুতঃ এই ভাবে আল্লাহর প্রজ্ঞাবান দাসরাই শুধু তাঁহাকে সমীহ—করিয়া চলে, ফাতের, ২৭ ও ২৮ আয়ত:

الم تـران الله انزل مـن
السماء ماء' فاخرجنا به
ثمرات مختلفا الوانها'
ومـن الجبال جدد بيض
وحمر مختلف الوانها و
غرابيب سود - ومـن
الـناس والدواب و
الانعام مختلف الوانه'
كذلک انما يخشى الله
من عباده العلماء !

পত্র পল্লব ও শস্যের বর্ণ বৈচিত্র সম্বন্ধে কোর্‌আনে কথিত হইয়াছে, তোমাদের জন্য যে উদ্ভিদ আল্লাহ ভূপৃষ্ঠে সম্প্রসারিত করিয়াছেন, সেগুলির রঙও ভিন্ন ভিন্ন। শিক্ষা গ্রহণকারীদের জন্য এই ব্যাপারে আল্লাহর মহিমার মহান নিদর্শন রহিয়াছে— আন্‌নহল, ১৩ আয়ত।

وما ذرا لـكم فى الارض
مختلفا الوانه' ان فى
ذلک لايـات لـقوم
يذكرون -

ভোজ্য বৈচিত্র্য

আল্লাহর রহ্‌মতের অভিব্যক্তি কেবল ভাষা ও বর্ণ বৈষম্যের বিচিত্রতায় সীমাবদ্ধ নাই; বৈচিত্রের এই নিপুণতা ভোজ্য সামগ্রীর উৎপাদন ব্যবস্থা ও আস্বাদনের মধ্যেও বর্তমান রহিয়াছে।

এই জাতীয় বৈচিত্র সম্বন্ধে কোরআনে বলা হইয়াছে— সেই (কৃপানিধান ও দয়াময়) বিভিন্ন প্রকার শস্য-ভূমি সৃষ্টি করিয়াছেন। উদ্যানমালার কতক বৃক্ষ জাংলায় আর কতক বিনা জাংলায় পরিবর্ধিত হইতেছে, আবার খেজুর ও খাদ্য শস্যগুলির আস্বাদও ভিন্ন ভিন্ন। যইতুন ও ডালিমগুলির কতক পরস্পরের অনুরূপ আবার কতকগুলি বিভিন্নরূপী,— আল্‌আন্‌আম : ১৪২।

و هوالذى انشا جنات
معروشات وغيرمعروشات
والنخل والزرع مختلف
اكله والزيتون والرمان
متشابها وغير متشابه -

দ্বিত্বের বিধান

বৈচিত্র বিধানেরই অন্যতম শাখারূপে আর একটী

www.ahlehadeethbd.org

নিয়ম বিশ্ব চরাচরে বলবৎ রহিয়াছে, ইহাকে 'দ্বিত্ব বিধান' রূপে অভিহিত করা যাইতে পারে। সৃষ্টির যে কোন প্রান্তে আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করিনা কেন, কোন স্থানে কোন বস্তুকেই আমরা একক বা দ্বিত্বহীন দেখিতে পাইব না। প্রত্যেক বস্তু জোড়া জোড়া— আকারে অথবা প্রতিপক্ষ রূপে সর্বত্র বিরাজ করিতেছে। রাত্রির জন্য দিবস, প্রভাতের জন্য সন্ধ্যা, পুংজীবের জন্য নারী জীব আর পুরুষ মানবের জন্য স্ত্রী মানবী এই দ্বিত্ব বিধানেরই বহিঃপ্রকাশ!

এই বিধানের রূপায়ণ সম্পর্কে কোরআনের— প্রকাশ ভংগী অনবদ্য ও অনুপম! ছুরত আশ্‌শম্‌ছ পাঠ করুন,— শপথ والشمس وضحاها والقمر সূর্যের এবং তাহার اذا تلاها والنهار اذا প্রদীপ্ত কিরণমালার! جلاها والليل اذا يغشاها শপথ চন্দ্রের, যখন— والسماء وما بناها والارض উহা সূর্যের পশ্চাতে وما طحاها! উদিত হয়! শপথ দিবাকালের, যখন উহা দেদীপ্যমান হইয়া ওঠে! শপথ যামিনীর যখন দিবসের আলোককে আবৃত করিয়া ফেলে। শপথ নভোমণ্ডলের এবং যত কিছু উহাতে খচিত হইয়াছে! শপথ মৃত্তিকার এবং উহাতে যাহা সম্প্রসারিত হইয়াছে— ১—৬ আয়ত।

আল্লাহ বলেন,— আমরা সকল বস্তুর জোড়া সৃজন করিয়াছি,— ومن كل شئ خلقنا অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুকে زوجين لعلكم تذكرون দুই প্রকারে অথবা একের প্রতিপক্ষ স্বরূপ অন্যটী সৃষ্টি করিয়াছি, যাহাতে তোমরা উপদেশ লাভ করিতে পার— যারিয়াত: ৪৯ আয়ত। পুনশ্চ ছুরত-ইয়াছিনে বলা হইয়াছে,— মহিমান্বিত সেই প্রভু, যিনি ভূমির উৎপন্ন سبحان الذى خلق সমুদয় বস্তুকে এবং الازواج كلها مما تنبت স্বয়ং মানুষকে এবং الارض ومن انفسهم و যে সকল বস্তু সম্বন্ধে مما لا يعلمون — মানুষ অবগত নয়, সমস্তকেই জোড়া জোড়া আকারে সৃজন করিয়াছেন— ৩৬ আয়ত।

স্ত্রী ও পুরুষ,

প্রকৃতির এই অপরূপ বিধানের অধীনেই মানুষকে পুরুষ ও স্ত্রীরূপে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের এবং কর্তৃ ও কর্মের এমন এক সহজাত বৃত্তি বিতরিত হইয়াছে যে, এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর সহিত সংযুক্ত হইবার দুর্নিবার আকাংখা পোষণ করিয়া থাকে এবং উভয়ের সংযোগ দ্বারা পারিবারিক জীবন সার্থকতা লাভ করে। সমাজ ব্যবস্থার এই রীতির দিকে কোরআনে নিম্ন বর্ণিত ভাষায় ইংগিত দান করা হইয়াছে, —আল্লাহ, যিনি আকাশ সমূহ এবং— فاطر السموات والارض পৃথিবীর নিয়ামক, جعل لكم من انفسكم তিনি তোমাদের জন্য ازواجا ومن الانعام তোমাদের মধ্য হইতে ازواجا — তেই জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অনুরূপভাবে তিনি চতুষ্পদ জন্তুসমূহেরও জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন - আশ্‌শুরা: ১১শ আয়ত।

কোরআনের ছাত্রগণের নিকট ইহা অবিদিত নাই যে, পুরুষের জন্য স্ত্রীর Husband বা স্বামীর— মর্যাদা কোরআন স্বীকার করেনাই। কোরআনে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়কেই পরস্পরের জোড়া (যওজ) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। আবার দ্বিত্ব বিধানের আলোচ্য ব্যবস্থা দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পুরুষ ও স্ত্রীরূপে মানব-গোষ্ঠির বিভাগ প্রাকৃতিক ও নিয়মতান্ত্রিক। সুতরাং পুরুষ ও স্ত্রীর আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে বিপর্যয় ঘটাইবার ষড়যন্ত্র প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার নামান্তর মাত্র।

দ্বিত্ব বিধানের তাৎপর্য,

দ্বিত্ব বিধানের অধীনে মানুষকে স্ত্রী ও পুরুষরূপে সৃজন করা হইল কেন? কোরআনের নির্দেশ যে,— যেহেতু আল্লোহ স্বয়ং রহ্‌মত ও প্রেমের আধার (রহীম ও ওদুদ), সুতরাং কর্মক্লান্ত মানুষের জীবনকে শান্তি ও সান্ত্বনার প্রলেপ দ্বারা কর্মচঞ্চল করিয়া— তোলার জন্য তিনি পুরুষ ও স্ত্রীকে পরস্পরের সহিত প্রণয় ও রহ্‌মতের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন। জীবনের উদ্দেশ্য যদি কর্মসাধনা হয়, তাহাহইলে উহার

www.ahlehadeethbd.org

জন্য উৎসাহ ও প্রেরণার উৎসরূপে বিশ্রাম এবং সান্ত্বনাও অনিবার্যভাবে আবশ্যক। কোর্‌আন স্ত্রীলোককে প্রবৃত্তিপরায়ণদের জন্য বিলাস ও উপভোগের সামগ্রী করেনাই এবং স্বার্থপরদের নিমিত্ত উপার্জনের মেশিনারীও সাব্যস্ত করেনাই। কোর্‌আন স্ত্রীকে জীবনের ভারকেন্দ্ররূপে সান্ত্বনা ও প্রেরণার উৎসরূপে নির্দেশিত করিয়াছে। কোর্‌আনের এই নির্দেশকে বিস্মৃত হইয়া পাশ্চাত্য রীতির অন্ধ অনুকরণে মাতিয়া যাহারা—স্ত্রী ও পুরুষের শ্রেণীগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে সমরসজ্জা করিতেছে, তাহারা মূলতঃ কোর্‌আনের দ্বিত্ব বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার সংগে সংগে প্রাকৃতিক বিধানকেই চ্যালেঞ্জ করিতেছে! কোর্‌আনের স্পষ্ট ঘোষণা যে, আল্লাহর রহ্‌মতের ভূয়সী নিদর্শনের অন্যতম এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন,—যাহাতে তাহাদের নিকট হইতে তোমরা শান্তি ও সান্ত্বনালাভ করিতে পার এবং (এই জন্য) আল্লাহ তোমাদের স্ত্রী ও পুরুষকে অনুরাগ ও রহ্‌মতের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই ঘটনার মধ্যে চিন্তাশীল জাতির জন্য আল্লাহর (রবুবীয়ত ও রহ্‌মতের) বহু নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে— আর্‌রূম : ২১ আয়ত।

ومن ايٰته ان خلق لكم
من انفسكم ازواجا
لتسكنوا اليها وجعل بينكم
مودة و رحمة ' ان فى
ذلك لايات لقوم
يتفكرون !

পারিবারিক জীবনে দ্বিত্ব বিধানের প্রভাব,

দ্বিত্বের বৈচিত্র মানব গোষ্ঠীকে পারিবারিক জীবন পদ্ধতির সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পুরুষ ও স্ত্রীর যৌনসংযোগ দ্বারা জন্ম ও জননের এমন এক সীমাহীন প্রক্রিয়া প্রবর্তিত হইয়াছে যে, প্রত্যেকটী সত্তা যেরূপ স্বয়ং জন্মলাভ করিতেছে, তেমনি—প্রত্যেকটী সত্তাকে আবার জন্মদানও করিতেছে। পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা মানুষকে একদিকে তাহার পূর্বপুরুষগণের সহিত জড়িত করিয়া রাখিয়াছে, অপরদিকে জামাতৃ সম্পর্কের সাহায্যে উহা মানুষকে তাহার ভাবী বংশধরদের সহিত যুক্ত করিতেছে। এইভাবে দ্বিত্ব বিধানের বৈচিত্র দ্বারা প্রত্যেক সত্তার একত্ব বহুলত্বের আকার পরিগ্রহ করিতেছে এবং সম্পর্ক ও আত্মীয়তার বিশাল পরিধির সহিত মানুষের বন্ধন সুদৃঢ় হইয়া চলিয়াছে। কোর্‌আন পারিবারিক জীবনের এই বিচিত্র রূপকে তাহার স্বভাবসিদ্ধ ভংগিমায় প্রচার করিয়াছে—— এবং তিনি সেই (প্রজ্ঞাবান রব্ব) যিনি (স্বীয় রহমতে) পানী হইতে মানবকে সৃজন করিয়াছেন, অতঃপর (উহার বিস্তৃতি ও সম্প্রসারণকল্পে) বংশ ও জামাতৃ সম্পর্ক প্রবর্তিত করিয়াছেন—আল্‌ফুর্কান, ৫৪ আয়ত।

وهو الذى خلق من الماء
بشرا فجعله نسبا وصهرا -

ইহা লক্ষ করা আবশ্যক যে, বংশ ও জামাতৃ সম্পর্ক দ্বারা কেমন সুন্দর ও সুষ্ঠু ভাবে পারিবারিক ও গোত্রীয় জীবনের উদ্ভব ঘটিয়াছে। রক্ত ও কুটুম্বিতার সম্পর্কবন্ধন কিরূপ ভাবে মানুষকে পরস্পরের সহিত গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে এবং উহা কর্ম ও উপার্জনের কেমন প্রেরণা যোগাইতেছে? পরিবার ও সমাজ মানুষের মধ্যে স্নেহমমতা ও সহযোগের মধুর বন্ধনকে দৃঢ়তর করিতেছে। বৈবাহিক সম্পর্ক ও সমাজ বন্ধনের দৃঢ়তাকে শিথিল করার অসাধু ও অনৈছ্‌লামিক প্রচেষ্টার ফলে পৃথিবীতে মানব সভ্যতা আজ বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। প্রাকৃতিক বিধানের বিরুদ্ধে উত্থান করার বিষময় ফল বিদ্রোহীদিগকে ভোগ করিতে হইবেই! আল্লাহর নির্দেশ এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন,— হে মানব সমাজ, তোমাদের রব্বের (বিধানের—বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—ঘোষণা করা) সম্পর্কে সতর্ক হও! সেই প্রভু তোমাদিগকে—একক সত্তা হইতে—সৃজন করিয়াছেন এবং উহার ঔরস হইতে স্ত্রী ও পুরুষের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এতদুভয়ের (যৌন সংযোগ) দ্বারা পুরুষ ও স্ত্রীর বিরাট দল

يا ايها الناس اتقوا ربكم
الذى خلقكم من نفس
واحدة و خلق منها
زوجها وبث منهما رجالا
كثيرا و نساء' و اتقوالله
الذى تساءلون به
والارحام' ان الله كان
عليكم رقيبا !

www.ahlehadeethbd.org

উদ্‌ভূত হইয়াছে (এবং সেই একক সত্তা হইতে বংশ ও গোত্রের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে)। অতএব—ইলাহী বিধানের অন্যথাচরণ করিতে বিরত হও, কারণ এই নামেই তোমরা (স্নেহ ও প্রীতি) যাচ্ঞা করিয়া থাক আর রক্ত ও কুটুম্বিতার বন্ধনকে কর্তন করার কার্য হইতেও ক্ষান্ত থাক। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সমুদয় কার্যকলাপের প্রহরী—আন্‌নিছা : ১ম আয়ত।

বয়ঃক্রমের বৈচিত্র,

জীবনকালের বৈষম্য ও বৈচিত্রও এই ভাবে—জীবনকে সুখময় ও সান্ত্বনা পূর্ণ করার উপায়ে পরিণত হইয়াছে। মানব জীবনকে শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যের বিভিন্ন রূপী স্তর অতিক্রম করিতে হয়, যদি সমস্ত জীবনকাল একভাবেই কাটাইতে হইত, তাহা হইলে মানব জীবন দুর্বিষহ হইয়া পড়িত। বয়ঃক্রমের প্রত্যেকটী স্তর নূতন নূতন অনুভূতি, আশা আকাংখা ও কর্মবৈচিত্রে পরিপূর্ণ! দৃশ্যপটের একটী চিত্র ভাল ভাবে দেখিতে না দেখিতে আর একটী নূতন চিত্র চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, ফলে জীবন পথের যাত্রীরা সতত পরিবর্তিত পরিবেশের ভিতর দিয়া তাহাদের ছফর শেষ করিয়া ফেলে, অপরিবর্তিত অবস্থা ও পরিবেশের একঘেয়েমী তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয় না, জীবন মধুর ও উপভোগ্য মনে হয় এবং চরম মুহূর্ত যখন ঘনাইয়া আসে তখন সুদীর্ঘ ও অসহনীয় জীবনকেও মনোরম স্বপ্ন বলিয়া ধারণা জন্মে। কোর্‌আন বয়ঃক্রমের এই বৈচিত্রকে কেমন সুন্দর ভাবে বিবৃত করিয়াছে?—তিনি সেই প্রতিপালক রব্ব, যিনি তোমাদিগকে (প্রথমে) মৃত্তিকা জাতীয় বস্তু হইতে অতঃপর বীর্যবিন্দু হইতে, তারপর জমাট রক্ত কিংবা—জোঁক জাতীয় জীবাণু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তারপর তিনি তোমাদিগকে মাতৃগর্ভ হইতে শিশুর আকারে নিষ্ক্রান্ত—করেন, অতঃপর তোমরা যৌবনের দৃঢ়তা লাভ কর, তারপর বৃদ্ধ হইয়া যাও। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ বয়ঃক্রমের এই সকল স্তর অতিক্রম করার—পূর্বেই পঞ্চত্ব লাভ করে আর কাহাকেও নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বয়ঃক্রমের এই বৈচিত্র তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তির—স্ফুরণের জন্যই সংঘটিত হইয়া থাকে।

هوالذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون –

জীবন সংগ্রাম ও জীবিকার বৈচিত্র,

বৈচিত্রের এই বিধান মানুষের জীবিকা এবং তাহা অর্জন করার সংগ্রামেও সমভাবে কার্যকরী—হইয়া রহিয়াছে। দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতার বৈষম্য জীবিকার পন্থা ও ফলাফলকে বিচিত্রতা দান করিয়াছে এবং ইহার ফলে মানব গোষ্ঠির মধ্যে—বিভিন্ন রূপী অবস্থা ও স্তরের উদ্‌ভব ঘটিয়াছে। এই অবস্থা ও স্তরভেদ জীবনকে সার্থক করার জন্য প্রতিযোগিতার সংগ্রাম সৃষ্টি করিয়াছে। জীবিকার—বৈচিত্র নিবন্ধন জীবন যুদ্ধের দুঃখ ও শ্রম স্বীকার করা মানুষের পক্ষে সুসাধ্য ও সহনীয় হইয়াছে।—জীবিকা ও অবস্থার তারতম্য প্রকৃতির বিচিত্র স্বভাবের রূপায়ণ। এই বিধান কৃত্রিম ও অসংগত ন। মানুষের জীবিকা ও অবস্থা যদি বৈচিত্রহীন হইত, তাহা হইলে জীবন সংগ্রামের পিছনে কোন প্রেরণাই বিদ্যমান থাকিত না। এ সম্পর্কে কোর্‌আনের—ঘোষণা যে, তিনি সেই প্রজ্ঞাবান দয়াময়, যিনি পৃথিবীতে তোমাদিগকে পূর্ববর্তীগণের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন—এবং তোমাদের মধ্যে কাহাকেও অন্য কাহারো—অপেক্ষা উন্নত আসন দান করিয়াছেন। এই বৈষম্যের কারণ হইতেছে তোমাদিগকে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে পরীক্ষা করা।—বস্তুতঃ তোমার রব্ব কৃতকর্মের দ্রুত দণ্ডদান করিতে সক্ষম, কিন্তু তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ার আধার,——

وهوالذى جعلكم خلائف الارض و رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فى ما اتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم –

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আল্ আন্আম : ১৬৬ আয়ত।

জীবিকার বন্টন ও বৈষম্যকে কোর্আনে— সুস্পষ্ট ভাষায় আল্লাহর রহমতের প্রমাণ রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ) কে এই বলিয়া সান্ত্বনা দান করিয়াছেন যে ——

اهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحيوة الدنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا و رحمت ربك خيرمما يجمعون

তাহারাই কি আপনার রব্বের রহ্মতকে বন্টন করিবে? ইহা কখনই হইতে পারে না! আমরাই মানবগণের জীবিকাকে তাহাদের পার্থিব—জীবনে বন্টন করিয়াছি এবং তাহাদের কতকের আসনকে অপর কতকের উপর উন্নত করিয়াছি,— যাহাতে একদল অপর দলের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। এবং হে রছুল (দঃ) তাহারা যে ধন স্তূপীকৃত করিতেছে, তদপেক্ষা আপনার রব্বের রহ্মত উৎকৃষ্ট,— আয্যুখ্রফ : ৩২।

উল্লিখিত আয়ত দুইটীর সমবায়ে কয়েকটী বিষয় প্রমাণিত হইতেছে,——

প্রথম, রাজ্যশাসনের অধিকার এবং জীবিকার বণ্টন ও বৈষম্য, যাহা আল্লাহর অনুমোদিত, তাহা তাঁহার রবুবীয়ত ও রহ্মতের নিদর্শন।

দ্বিতীয়, ধন, সম্পদ ও রাজত্ব আল্লাহর কঠোর পরীক্ষা মাত্র। ধনের উপার্জন ও বণ্টন এবং রাজ্যশাসন আল্লাহর অনুমোদিত বিধান অনুসারে হওয়া আবশ্যক, নতুবা কঠোর দণ্ডের সম্মুখীন হইতে হইবে।

তৃতীয়, সুবিধাবাদী ও পুঁজিপতির দল নিজেদের স্বার্থ ও সুবিধা অনুসারে ধন পুঞ্জিভূত ও অপব্যয় করার যে রীতি অনুসরণ করিয়া থাকে, তাহা— আল্লাহর অনভিপ্রেত।

চতুর্থ, মানুষের খোদাদাদ প্রতিভা, অধ্যাত্মবল এবং কর্মশক্তির প্রাধান্য স্বাভাবিক ও অনস্বীকার্য। পৃথিবীর ব্যবস্থাকে সুচারুরূপে নিয়ন্ত্রিত করিতে— হইলে এই বৈষম্যকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, নতুবা অনাচার ও অরাজকতা অপরিহার্য।

পঞ্চম, এই দুইটী আয়ত একাধারে যেরূপ পুঁজিবাদের ব্যর্থতা প্রমাণিত করিতেছে, তেমনি তথাকথিত সমাজতন্ত্রবাদ বা কম্যুনিজমেরও কঠোর প্রতিবাদ করিতেছে।

জীবন সংগ্রামের উদ্দেশ্য,

কোর্আন প্রাকৃতিক নির্বাচনের (Natural Selection) বিধান অস্বীকার করেনাই। ধরণীর সাজসজ্জা ও প্রগতির স্থায়িত্বের জন্য এই বিধানের বিদ্যমানতা অপরিহার্য, যাহা যোগ্য ও উপযুক্ত তাহার সংরক্ষণ এবং যাহা অযোগ্য ও অনুপযুক্ত, তাহাকে বিদূরিত করার স্বভাবসিদ্ধ বিধানকে প্রাকৃতিক নির্বাচন বলা-হয়। এই নির্বাচন দ্বন্দ্বে টিকিয়া থাকার যে সংগ্রাম,— তাহাই জীবন যুদ্ধ—Struggle for Existence। এই সংগ্রামে জয়লাভ করিবে কে? পাশ্চাত্যের পণ্ডিত মণ্ডলী বলেন, যাহার ক্ষমতা আছে, জীবন সংগ্রামে টিকিয়া থাকার অধিকার কেবল তাহারই, কারণ সেই প্রকৃতপক্ষে যোগ্য, Survival of the Fittest, কোর্আন কিন্তু এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেনাই। কোর্আনে বর্ণিত বিশ্বচরাচরের যিনি রব্ব, তিনি স্বয়ং রহ্মান ও রহীম এবং বিপুলাধরণীতে তাঁহার রহমত ও দয়াই মুখ্যতঃ বলবৎ রহিয়াছে। কেবল শক্তি ও ক্ষমতাকে জয়দান করা রহ্মত ও কৃপার ফল হইতে পারেনা। সৌন্দর্য ও বদান্যতার এই ভুবনে যাহা উপকারী ও লাভজনক, টিকিয়া থাকার অধিকার ও দাবী কেবল তাহারই, যাহা অনিষ্টকর ও ক্ষতিকারক কোর্আনী-বিধান মত তাহার ধরা-পৃষ্ঠে তিষ্ঠিবার অধিকার নাই, কারণ উহা রহ্মত ও কৃপার পরিপন্থী। কোর্আন বলিতেছে——

انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا- ومما يوقدون عليها فى النار ابتغاء حلية اومتاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل

দেখ, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর যিনি রব্ব, তিনি আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাহার ফলে উহা— নির্দিষ্ট পরিমাণ মত নদী নালাগুলি প্রবাহিত করে। বৃষ্টির —

www.ahlehadeethbd.org

প্রবাহ ক্লেদাক্ত ফেন বহুল পরিমাণে বহন করিয়া আনে। অনুরূপভাবে অলংকার বা অন্যরূপ পাত্রাদি নির্মাণের জন্য স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি আগুনে উত্তপ্ত করা হয়, তাহাতেও ক্লেদাক্ত ফেন উত্থিত হইয়া থাকে। এই ভাবে আল্লাহ সত্য ও মিথ্যার উদাহরণ প্রদান করেন। ফেন বিনষ্ট হইবে, কারণ উহাতে কোন লাভ নাই এবং বৃষ্টি বা স্বর্ণ ও রৌপ্যের যে অংশ মানুষের জন্য উপকারী তাহাই টিকিয়া থাকিবে,—আর্‌রাআদ : ১৭ আয়ত।

فاما الزبد فيذهب جفاء، وامّا ما ينفع الناس فيمكث فى الارض !

রহ্‌মতের কতিপয় নিদর্শন।

ভুবনের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের সম্পূর্ণ কারখানা আল্লাহর রহ্‌মানীয়ত ও রহীমিয়তের বিকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইন্দ্রিয়গোচর ও অগোচর সর্বভূতে পরিব্যাপ্ত এই রহ্‌মতের বিশ্লেষণ করা মানবের—সাধ্যাতীত। যতটুকু আভাষ "বিছ্‌মিল্লাহ"র ব্যাখ্যা প্রসংগে এবং আল্‌ফাতিহার আলোচ্য আয়তের—তফ্‌ছীরে লিখিত হইয়াছে, নূতন ও পুরাতন তফ্‌ছীরগ্রন্থ সমূহে এতটুকুও এই প্রণালিতে প্রদত্ত হয় নাই এবং ইহা আল্লাহর অপরিসীম রহ্‌মতের কল্যাণেই সম্ভবপর হইয়াছে। অতঃপর সমগ্র কোর্‌আন হইতে মাত্র চারিটী আয়ত আল্লাহর রহ্‌মানীয়ত ও রহীমিয়তের নিদর্শন সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া এই আয়তের তফ্‌ছীর শেষ করা হইবে।

ছুরত-আল্‌বাকারায় বলা হইয়াছে—— দেখ, তোমাদের উপাস্য প্রভু মাত্র একজন! তিনি ব্যতীত আর কোন প্রভু নাই,—তিনি রহ্‌মান ও রহীম! আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সৃষ্টি-কৌশল, দিবসযামিনীর বৈচিত্র এবং—মানুষের উপকারার্থ যেসকল নৌকা সমুদ্র-বক্ষে বিচরণ করে এবং আল্লাহ যে বৃষ্টি-ধারা আকাশ হইতে প্রবাহিত করেন, যাহার ফলে মৃত পৃথিবী পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে এবং পৃথিবীর প্রতিপ্রান্তে যেসকল জীব সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং সর্বতোমুখী বায়ুর প্রবাহ এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যভাগে স্থিতিমান মেঘমালা—এ সমস্তই বুদ্ধিমান জাতির জন্য আল্লাহর রহ্‌মানীয়ত ও রহীমিয়তের নিদর্শন,—১৬৩ ও ১৬৪ আয়ত।

والهكم اله واحد ، لا اله الا هو الرحمن الرحيم — ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس، وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون —

উল্লিখিত আয়তে বিশ্ব চরাচরের সৃষ্টি, সৃষ্টির বৈচিত্র, শক্তিমানের উদ্‌বর্তনের (Survival of the fittest) পরিবর্তে উৎকৃষ্ট ও উপকারীর উদ্‌বর্তন-বিধান (Survival of the worthiest), প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ মানুষের আয়ত্তাধীন করিয়া দেওয়া, আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ, মৃত পৃথিবী ও মৃত জাতির পুনর্জীবনলাভ, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে বিভিন্ন জীবের সম্প্রসারণ এবং মেঘমালার খেলাকে বিশ্বপতির অপরিসীম দয়া ও রহ্‌মতের নিদর্শন বলা হইয়াছে। আল্লাহ্ যদি শুধু রব্ব হইতেন, রহমান ও রহীম না হইতেন, তাহা হইলে সৃষ্টির প্রত্যেকটী বস্তুর মধ্যে দয়া ও অনুগ্রহের এ রূপ সুরচিত ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হইতে পারিতনা।

ছুরত-আলমুল্‌কে বলা হইয়াছে— তুমি রহমানের সৃষ্টির মধ্যে— কোন বৈসাদৃশ্য — দেখিতে পাইবে না! বিশ্বের কারুশালায় দৃষ্টি নিবদ্ধ কর,— কোন স্থানে কি তুমি কোন ব্যতিক্রম দেখিতেছ? আবার পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি সঞ্চালিত করিয়া পর্যবেক্ষণ কর। তোমার দৃষ্টি—অপদস্থ ও ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু রহ্‌মানের সৃষ্টিতে কোন খুঁৎ বা ব্যতিক্রম ধরিতে পারিবেনা— ৩ ও ৪ আয়ত।

ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور ؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير —

লক্ষ করার বিষয় এই যে, যে সৃষ্টি সর্বাংগ-

www.ahlehadeethbd.org

সুন্দর, নিখুঁৎ ও সামঞ্জস্য পূর্ণ বিঘোষিত হইয়াছে, তাহাকে রহ্‌মানের সৃষ্টি (খল্‌কুর্ রহ্‌মান) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। যিনি রহ্‌মান – অর্থাৎ কৃপানিধান, তাঁহার দান ও সৃষ্টি কেমন করিয়া ত্রুটী পূর্ণ ও অসংলগ্ন হইবে ? প্রাকৃতিক বিধানের অভ্রান্তি এবং সৃষ্টির সৌন্দর্য ও সমতা আল্লাহর রহ্‌মতেরই নিদর্শন।

রবুবীয়তের এই অনন্ত ও সীমাহীন রহ্‌মত— বহির্জগতকে অতিক্রম করিয়া অন্তর জগতের পুনরুজ্জীবন ও শোধন কার্যেও নিয়োজিত হইয়াছে। ছুরত বনীইছরাঈলে এই মর্মে ইংগিত দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ) কে আদেশ করিয়াছেন,— আমরা যদি ইচ্ছা করি,— তাহা হইলে হে রছুল (দঃ) যাহা কিছু— আপনাকে ওয়াহী — করা হইয়াছে, সমস্তই আমরা উঠাইয়া লইতে পারি। (পৃথিবীতে সে— অবস্থায় প্রত্যাদেশ ও ঐশীবাণীর কোন চিহ্নই থাকিত না) এবং আমার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করার আপনার পক্ষে কোন উপায় রহিত না। ইহা কেবল আপনার রব্বের রহ্‌মতের দরুণেই সম্ভবপর হইয়াছে, বস্তুতঃ আপনার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ অত্যন্ত— অধিক,— ৮৬ ও ৮৭ আয়ত।

ولئن شئنا لنذهبن بالذى اوحينا اليك ثم لاتجد لك به علينا وكيلا الا رحمة من ربك ان فضله كان عليك كبيرا

আবার এই ওয়াহী ও তন্‌যীলের উদ্দেশ্যও রহ্‌মত এবং অনুগ্রহের বিকাশ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এ কথা ছুরত হুদে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হইয়াছে—হে মানব - সমাজ, প্রত্যাত এই কোর্‌আন তোমাদের রব্বের উপদেশ এবং মানস ব্যাধির আরোগ্য রূপে তোমাদের নিকট আসিয়াছে। ইহা— আস্থাশীলদের জন্য পথপ্রদর্শক এবং রহ্‌মত। হে রছুল (দঃ) আপনি বলুন, ইহা আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার ফলেই সম্ভব হইয়াছে, অতএব আল্লাহর এই অনুগ্রহের জন্য আনন্দিত হও! যে সকল পার্থিব— সম্পদ তোমরা আহরণ করিতেছ, তৎসমুদয় অপেক্ষা ইহা উত্তম,— ৫৭ আয়ত।

يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون -

রহ্‌মতের অনুশীলন।

সকল বিশ্বের অধিপতি আল্লাহ 'রব্বুল আলামীনে'র শ্রেষ্ঠতম দুই নাম রহ্‌মান ও রহীম। কারণ কৃপানিধিত্ব ও দয়াশীলতা তাঁহার শ্রেষ্ঠতম দুই গুণ। মানুষ পৃথিবীতে কৃপানিধান ও দয়ালু আল্লাহর প্রতিনিধি খলীফা, সুতরাং দয়া মানুষেরও মহত্তম গুণ। আবু হোরায়রা বলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,— একান্ত হতচ্ছাড়া— পাষণ্ড ব্যতীত কেহই দয়াহীন হইতে পারে না,— আবুদাউদ ও তিরমিযী। অতএব মানুষকে তাহার খিলাফতের [vicegerency] মর্যাদা রক্ষাকল্পে তাহার জীবনের প্রত্যেক স্তরে এই শ্রেষ্ঠতম গুণ রহম বা দয়াগুণের অনুশীলন করা— আবশ্যক। বুখারী, মুছ্‌লিম ও তিরমিযী প্রভৃতি জরীর বিনে আবদুল্লাহর বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দয়া করে না, তাহাকে দয়া করা হইবে না। ইমাম আহ্‌মদ আপন মুছ্‌নদে আবুদাউদ ও তিরমিযী স্বস্ব ছুননে এবং হাকিম— মুছতদ্‌রকে আবদুল্লাহ বিনে আম্‌রের প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন,—রাহিমুন অর্থাৎ দয়াবান ও দয়াকারীদিগকে রহ্‌মান দয়া ও কৃপা করিয়া থাকেন, তোমরা জগদ্বাসীদের প্রতি দয়াশীল হও, যিনি আকাশে বিরাজ করেন, তিনি— তোমাদিগকে দয়া করিবেন। আহমদ ও তিরমিযী উপরিউক্ত হাদীছ নিম্ন বর্ণিত ভাষায় রেওয়ায়ত— করিয়াছেন, গৌরবান্বিত ও মহান হইতেছেন রহ্‌মান।—

لاتنزع الرحمة الا من شقى -

الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا اهل الارض يرحمكم من فى السماء !

الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من فى الارض

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যাহারা পৃথিবীতে— يرحمكم من فى السماء ! অবস্থান করে, তোমরা তাহাদের প্রতি দয়া কর, আকাশে যিনি অবস্থান করেন, তিনি তোমাদিগকে দয়া করিবেন। তাবারানী ও ইব্নেজরীর বিশুদ্ধ ভাবে জরীর বিনে আবদুল্লাহর বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,—আল্লাহ শুধু তাঁহার দয়ালু দাস- انما يرحم الله من عباده الرحماء — দিগকেই রহম করেন।

জীবে দয়া বা রহম অনুশীলন করার নির্দেশ শুধু মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। ইতর প্রাণী ও পশু-পক্ষীকেও দয়া প্রদর্শন করার জন্য ইছ্লাম উৎসাহ দান করিয়াছে। বুখারী আদবুল মুফ্রদে এবং তাবারানী ও যিয়া মক্দছী আবু উমামা বাহেলীর প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি চড়ুই পাখীর من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة — ছানাকে দয়া করিবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাহাকে দয়া করিবেন। আবু দাউদ আবদুল্লাহ বিনে মছ্উদের বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি কোন ছফরে রছুলুল্লাহ (দঃ)র সংগে ছিলাম, আমি ব্যক্তিগত কাজে একস্থানে গমন করি এবং তথায় চড়ুই জাতীয় একটী ক্ষুদ্র পাখীকে তাহার দুইটী ছানা সহ দর্শন করি। আমি ছানা দুইটী লইয়া আসি, চড়ুইটী বারম্বার উড়িয়া আসিয়া ছানা দুইটীকে তাহার পক্ষপুটের নীচে আবৃত করিতে থাকে। ইতিমধ্যে রছুলুল্লাহ (দঃ) আসিয়া বলিলেন,— কে চড়ুই পাখীর ছানাকে এরূপ من فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها اليها — কষ্ট দিয়াছে? শীঘ্র ছানাগুলি উহাদের মাকে প্রত্যর্পণ কর। বুখারী ও মুছ্লিম আবু হোরায়রার প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন,

قال بينما رجل يمشى بطريق، اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ بى، فنزل البئر فملأ خفه ثم امسكه بفيه، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له! قالوا : يا رسول الله وان لنا فى البهائم اجرا ؟ فقال : نعم فى كل ذات كبد رطبة اجر —

জনৈক ব্যক্তি একদা পথ চলিতে চলিতে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িল। একটী কূপ দর্শন করিয়া সে — তাহাতে অবতরণ করিয়া পানী পান করিল। কূপ হইতে উঠিয়া সে দেখিতে পাইল, একটী কুকুর জিহ্বা বাহির করিয়া ধুঁকিতেছে এবং— পিপাসার ফলে কূপের পার্শ্ববর্ত্তী কর্দম ভক্ষণ করিতেছে। লোকটী বলিল, আমার মতই এই কুকুরটিও পিপাসায় কাতর হইয়াছে! অতঃপর সে পুনশ্চ কূপে অবতরণ করিয়া তাহার— চামড়ার মোজা ভর্তি করিয়া পানী আনিল এবং— কুকুরটীর মুখে ধরিল, কুকুরটী পানী পান করিল। আল্লাহ তাহার আচরণে তুষ্ট হইলেন এবং তাহার অপরাধ মার্জনা করিলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রছুল (দঃ), চতুষ্পদ প্রাণীদিগকে দয়া করিলেও কি প্রতিদান পাওয়া যাইবে? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হাঁ! প্রত্যেক আর্দ্রযকৃত প্রাণীর সহিত দয়া প্রদর্শন করার প্রতিদান পাওয়া যাইবে।

কনিষ্ঠদের প্রতি দয়া,

আবুদাউদ ও তিরমিযী, আবুহোরায়রা ও— ইব্নে আব্বাছের বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,— যে ব্যক্তি ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا আমাদের কনিষ্ঠদের প্রতি দয়াবান এবং আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠগণের প্রতি সম্ভ্রমশীল হইবেনা, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

মুছলমানগণের জাতীয় বৈশিষ্ট্য।

বুখারী ও মুছলিম নুমান বিনুল বশীরের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন।—বিশ্বাস পরায়ণগণের দৃষ্টান্ত তাহাদের পারস্পরিক — বন্ধুত্বভাব, দয়াশীলতা مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، اذا اشتكى منه

www.ahlehadeethbd.org

ও স্নেহপ্রবণতার— عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ! দিকদিয়া একটি দেহের ন্যায়। দেহের একটি অংগ পীড়িত হইলে যেমন সমস্ত শরীর বিনিদ্র ও জরাক্রান্ত হইয়া পড়ে, তেমনি একের দুঃখে সমস্ত জাতি ব্যথিত ও দুঃখিত হইয়া থাকে।

রহম সংক্রান্ত হাদীছগুলি সমস্তই হাফিয— ছৈয়ুতীর জামেউছ ছগীর গ্রন্থের ৮৭ পৃষ্ঠা ও মিছরের আধুনিক হাদীছগ্রন্থ আত্‌তাজের পঞ্চম খণ্ড (১৬— ১৯ পৃষ্ঠা) হইতে সংকলিত হইয়াছে।

চতুর্থ আয়াত,

مالك يوم الدين চরম দিবসের অধিপতি।

আল্লাহর তিনটী গুণ যথা রব্ব, রহ্‌মান ও— রহীম পূর্ববর্তী তিনটী আয়তে উল্লিখিত হইয়াছে। আলোচ্য আয়তে তাঁহার চতুর্থ গুণ বর্ণনা করা হইতেছে। এই আয়তের বিশদ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে পূর্ববর্তী আয়তসমূহের সহিত ইহার সম্পর্ক ও যোগাযোগ কি, তাহা স্থির হওয়া আবশ্যক। সূচনার পর আল্‌ফাতিহার দ্বিতীয় আয়তে স্বীকৃত হইয়াছে যে, আল্লাহ সকল বিশ্বের রব্ব, তৃতীয় আয়তে বলা হইয়াছে—রব্বুবীয়তের কারণ তাঁহার রহ্‌মত। কিন্তু ভূলোকে ও দ্যুলোকে আল্লাহর রহ্‌মতের বিকাশ রূপে প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের এ বিপুল আয়োজনের উদ্দেশ্য কি? ইহার কি কোন সুনিশ্চিত পরিণতি আছে? যে গোলককে মানুষের বাসোপযোগী করিতে লক্ষ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, যে মানুষের— রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় শক্তি ও সম্পদ নিয়োজিত হইয়াছে, সে মানুষের পরিণাম কি? আল্লাহ যদি কৃপানিধান ও দয়াময় হন তাহা হইলে ধরিত্রীর ও উহার সন্তানগণের সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি উদ্দেশ্যহীন ও নিরর্থক হইতে পারে না। সুতরাং রহ্‌মানুর রহীম স্বীয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য অবশ্যই সার্থক করিবেন। চরম পরিণামের এই দিবসকে 'ইয়াওমুদ্দীন' বলা হইয়াছে। আল্লাহ বিশ্বচরাচরের রব্ব অর্থাৎ— রক্ষাকারী ও প্রতিপালক, কিন্তু চরম দিবসের তিনি হইবেন অধিপতি ও স্বামী. কারণ সেদিন প্রতিপালন করা আবশ্যক হইবেনা, প্রতিপালনের ফলাফল পক্ষপাতহীন ন্যায়পরায়ণতার তুলাদণ্ডে যাচাই— করিতে হইবে এবং অপ্রতিহত শক্তি লইয়া চরম নিরপেক্ষ ভাবে উক্ত ফলাফল বিতরণ করিতে হইবে। রহ্‌মতের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য এ ব্যবস্থা অনিবার্য। অন্যথায় সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং দয়া ও করুণার বিধান নিরর্থক হইয়া পড়িবে। যে উদ্যান রব্বুল আলামীন স্বীয় রহ্‌মতে প্রস্তুত করিয়াছেন এবং উহাকে— ফলবতী বৃক্ষ ও পুষ্পপল্লব দ্বারা সুন্দর ও নিখুঁৎ ভাবে সাজাইয়াছেন, উদ্যানের বৃক্ষশাখা সুমিষ্ট মেওয়ার ভারে যখন আনত হইল, ফুল গাছে ফুল ফুটিয়া যখন চতুর্দিক সৌরভে আমোদিত করিয়া তুলিল, তখন সেই বাগানকে সমূলে বিনষ্ট করাই কি আল্লাহর রব্বুবীয়ত ও দয়াগুণের পরিচায়ক হইবে? কোর্‌আনে বলে—না, এরূপ কখনই ঘটিতে পারে না।— আকাশ, পৃথিবী, সৌরমণ্ডল এবং উহাদের অধিবাসীবৃন্দের সৃষ্টি ও প্রতিপালন উদ্দেশ্যহীন, মিছামিছি ও মায়ার স্বপ্ন হইতে পারে না। যে রহ্‌মান ও রহীম সৃষ্টি ও স্থিতির সুব্যবস্থা করিয়াছেন, তিনি সৃষ্টির এমন পরিণতিও অবশ্য ঘটাইবেন, যাহাতে উহার সার্থকতা নিষ্ফল হইয়া যাইবেনা। অতএব আল্লাহর রহ্‌মানীয়ত ও রহীমিয়তের অব্যবহিত পরেই— তাঁহার ন্যায় বিচার ও কর্ম ফলের কথা চতুর্থ আয়তে উল্লিখিত হইয়াছে।

শাব্দিক আলোচনা,

"মালিক" (مالك) শব্দটী নানা ভংগীতে উচ্চারিত হইয়াছে। যথা ফত্‌হাযুক্ত মীমের উচ্চারণে 'মলিক' (ملك), আলিফ মমদুদা যুক্ত মীমের উচ্চারণে 'মালিক' (مالك). ফত্‌হা যুক্ত মীম— ও ইয়া যুক্ত লামের উচ্চারণে মলীক (ملِيك) এবং ফত্‌হাযুক্ত মীম, কছ্‌রাযুক্ত লাম ও ইয়াযুক্ত কাফ এর উচ্চারণে মলেকী (ملكي)।

প্রথমোক্ত উচ্চারণ দুইটী কোর্‌আনের কির্‌আতে ছব্‌আ—পাঠ-সপ্তকের অন্তরভুক্ত এবং বিশুদ্ধ ও পৌনঃপুনিক ভাবে উল্লিখিত। আছিম, কছায়ী ও ইয়াকুব এবং অধিকাংশ বিদ্বানগণ 'মালিক' পাঠ করিয়াছেন। যমখশরী ও বয়যাভী প্রভৃতি 'মলিক' উচ্চারণের পাঠকে গ্রহণীয় বলিয়াছেন এবং তাঁহাদের অভিমতের পোষকতায় 'মালিক'কে মক্কা ও মদীনার উচ্চারণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আল্লামা শিহাব খফ্‌ফাজী তফ্‌ছীর বয়যাভীর টীকায়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উপরি উক্ত অভিমতের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন—'মলিক' ও 'মালিক' উভয়বিধ উচ্চারণের মধ্যে শুধু একটীকে গ্রহণীয় বলা উচিত নয়, কারণ ইহাতে এরূপ ধারণা জন্মিতে পারে যে, অপর উচ্চারণ বর্জনীয়। অথচ উভয়বিধ উচ্চারণ পৌণঃপুনিক ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে এবং উভয়বিধ কিরাআৎ অবিসম্বাদিত ভাবে প্রমাণিত হওয়ার পর হরময়েনের উচ্চারণের ওজুহাতে : টী ক গ্রহণীয় বলা যাইতে পারেনা।

ইমাম আবুহানীফা (রহঃ) সম্বন্ধে কথিত—হইয়াছে যে, তিনি 'মলিক' পাঠ করিতেন। ইবনে-শিহাব যুহরী বলেন, সর্বপ্রথম খলীফা, মরওয়ান বিনুল হকম (২—৬৫ হিঃ) 'মলিক' পাঠ করিয়াছিলেন। আবুবক্র বিনে দাউদ বলেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ), তাঁহার তিনজন খলীফা, আমীর মুআবিয়া ও তদীয় পুত্র 'মালিক' পাঠ করিতেন। ইবনেমর্দওয়েহ বিভিন্ন ছনদ সহকারে উল্লেখ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) 'মালিক' (مـــالـك) পাঠ করিতেন। *

মালিক (مالـك) শব্দ মিল্‌ক (مـلـك) হইতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে। কছ্‌রাযুক্ত মীমের উচ্চারণে 'মিল্‌ক' — বিশেষ্য পদ। কর্তৃবাচকে 'মালিক' বহুবচনে 'মুল্লাক'—'কাফির' ও কুফ্‌ফারের উচ্চারণের মত।

والملـك بكسر الميم اسم منه و الفاعل مـــالـك والجمع ملاك مثال كافر و كفار —

কেহ কেহ ফত্‌হা যুক্ত মীমসহ 'মল্‌ক'ও বলিয়াছেন। স্বত্বের বস্তুকে 'মম্‌লুক' বলা হয়। তাহার উপর উহার আধিপত্য মমলকা (مملكة) রহিয়াছে। আবদে মম্‌লকা বা মম্‌লুকার অর্থ ক্রীতদাস।—মিছ্‌বাহ। † মুতারব্বী আরাবী শব্দ বিন্যাসের অভিধানে লিখিয়াছেন.—বস্তুর অধিকারকে মিল্‌ক বলে, উহা তাহার মিল্‌ক, অধিকৃত বস্তুসমূহ ইম্‌লাক।—

وملـك الشئ ملكا وهو ملكه وهى املاكه لان يد المالـك قويـة فى المملوك —

দখলী দাস—মম্‌লুকের উপর মালিকের হাত অধিকতর শক্তিশালী। ‡

আর কছ্‌রা যুক্ত লামের উচ্চারণে যে 'মলিক' ইহার বহুবচন—'মুলূক' ইহা 'মুলক' শব্দ হইতে ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ হইয়াছে। মানুষের কার্যের 'মালিক' হওয়ার অর্থ শাসনের অধিকার লাভ করা। *

وملـك على الناس امرهم اذا تولى السلطنة فهو ملـك بكسر اللام والجمع ملوك - والاسم ملـك بضم الميم —

ইমাম রাগিব ইছফিহানী বলেন,— 'মিল্‌কে'র তাৎপর্য দ্বিবিধ।—প্রথম, আধিপত্য ও দায়িত্ব। আবার—আধিপত্য ও দায়িত্বের শুধু শক্তি ও—যোগ্যতার তাৎপর্যেও 'মিল্‌ক' শব্দ ব্যবহৃত হয়. আধিপত্য ও দায়িত্ব গ্রহণ করুক কি নাকরুক। আর রাজশক্তির বলে—কোন বস্তুর উপর যে প্রভুত্ব করা হয়,—তাহাকে 'মুল্‌ক' বলে। মুল্‌ক বা রাজশক্তির জন্য মিল্‌ক আবশ্যক, কিন্তু মিল্‌কের জন্য রাজশক্তির প্রয়োজন নাই। ইহাতে বুঝা যায় যে, সকল 'মুল্‌ক' 'মিল্‌ক'ও বটে কিন্তু সমুদয় 'মিল্‌ক' 'মুল্‌ক' নয়। জনমণ্ডলীর আদেশ নিষেধের যে কর্তা, সে হইল 'মলিক', ইহা রাজ্যশাসন ব্যাপারের সহিত সীমাবদ্ধ এবং এই কারণে কোন ব্যক্তিকে মানুষের 'মলিক' শাসনকর্তা বলা চলিলেও তাহাকে বস্তুর শাসনকর্তা বলা চলেনা। †

والملـك ضربان : ملـك هو التملـك والتولى' وملـك هو القوة على ذلـك' تولى او لم يتول - والملـك ضبط الشئ المتصرف فيه بالحكم' والملـك كالجنس للملـك' فكل ملـك ملـك وليس كل ملـك ملكا — الملـك هو المتصرف بالامر و النـهى فى الجـمهور' و ذلـك يختص بسياسة الناطقين ولهـذا يـقال ملـك الناس' ولا يـقال ملـك الاشياء —

যমখ্‌শরী বলেন,—'মুল্‌কে'র তাৎপর্য ব্যাপক এবং 'মিল্‌কে'র—সীমাবদ্ধ, কারণ রাজা স্বত্বাধিকারী অপেক্ষা স্বীয় রাজ্যে প্রভুত্ব ও শাসনের অধিকতর অধিকারী এবং তাহার প্রাধান্য বেশী শক্তিশালী। কিন্তু বয়যাভী বলেন যে, মালিকের অধিকার তাহার অধিকৃত বস্তুর উপর রাজা—অপেক্ষা অধিক, সে তাহার অধিকৃত বস্তুর

الملـك بـالضم يعم' والملـك بالكسر يخص وتوجيهه ان الملـك اكثر تصرفا فى ملكه وسياستها واقوى استيلاء عليها من المالـك —

والمالـك هوالمـتصرف فى الاعـيان المملوكة

* তফছীর বয়যাভী (১) ২৭ পৃঃ; তফছীর ইবনে-কছীর (১) ৪২ পৃঃ।

† মিছ্‌বাহ (১) ১০৫ পৃঃ। ‡ মুগরব (২) ১৯০ পৃঃ।

* মিছ্‌বাহ (২) ১০৫ পৃঃ।

† মুফ্‌রদাতুল কোর্‌আন ৪৯৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উপর যদৃচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে, আর রাজার প্রভুত্ব শুধু—তাহার অধীনস্থ ও অনুগতদের উপর— كيف يشاء من الملك والملك هو المتصرف بالامر و النهى فى المامورين من الملك - প্রযোজ্য এবং তাহা আদেশ ও নিষেধের মধ্যে সীমাবদ্ধ। * ফখ্‌রুদ্দীন রাযী 'মালিক' ও 'মলিকে'র সবিস্তার আলোচনা করিয়া 'মালিকে'র পাঠকে—উত্তম বলিয়াছেন। এসম্পর্কে তাঁহার সুদীর্ঘ মন্তব্য হইতে মাত্র তিনটী কথা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল,—

প্রথম, 'মালিক' বা অধিপতির পক্ষে যেমন—কোন কোন ক্ষেত্রে 'মলিক' বা সম্রাট হওয়া সম্ভবপর, তেমনি স্থান বিশেষে সম্রাটও স্বত্বাধিকারী হইতে পারে, কিন্তু 'মালিকে'র স্বীয় অধিকৃত বস্তুর যদৃচ্ছ ব্যবহারের যেরূপ অধিকার আছে, 'মলিকে'র স্বীয় প্রজাপুঞ্জের সহিত সেরূপ যদৃচ্ছ ব্যবহার করার অধিকার নাই।

দ্বিতীয়, সম্রাটের পক্ষে প্রজাপুঞ্জের রক্ষণাবেক্ষণ করা অবশ্যকর্তব্য, প্রজাপুঞ্জের পক্ষে সম্রাটের সেবা করা অবশ্যকর্তব্য নয়, কিন্তু দাসের পক্ষে অধিশ্বরের সেবা অবশ্য কর্তব্য। তাহার কোন কার্য মালিকের অনুমতি ছাড়া শুদ্ধ হইবেনা এমন কি বিচার, ইমামৎ ও সাক্ষ্যদানের কার্য তাহার জন্য সঠিক বিবেচিত হইবেনা। মালিক প্রবাসী হইলে সেও প্রবাসী গণ্য হইবে। এইসকল ব্যাপার হইতে জানাযায় যে, আনুগত্য ও আত্মনিবেদনের দিকদিয়া প্রভুর সহিত দাসের অবস্থা রাজা-প্রজার সম্পর্ক অপেক্ষা নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সুতরাং সম্রাট অপেক্ষা মালিকের আসনে আল্লাহকে বরণ করাই অধিকতর সংগত।

তৃতীয়, ন্যায়পরায়ণ এবং সুবিচারক রাজার নিকট আমাদের মত দুর্বল ও পতিতদের দল কায়ক্লেশে—কেবল মুক্তির আশা করিতে পারে কিন্তু মালিক তাহার দাস যতই দুর্বল ও অকর্মণ্য হউকনা কেন, তাহাকে পরিত্যাগ করেননা, বরং তাহার খাদ্য, পোষাক, চিকিৎসা ও শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে রাজার প্রতাপ ও পরাক্রমের পরিবর্ত্তে—মালিকের স্নেহ ও দয়া মানুষের জন্য অধিকতর প্রয়োজনীয় সুতরাং রহ্‌মান ও রহীমের পক্ষে চরম দিবসের 'মলিক'-সম্রাটের পরিবর্তে 'মালিক' ——অধিপতি হওয়াই অধিকতর সুসমঞ্জস। †

আমি বলিতে চাই যে আল্লাহর জন্য কিয়ামতের সার্বভৌম সম্রাট (মালিক) হওয়া এবং চরম দিবসের অধিপতি বা 'মালিক' হওয়া উভয় অর্থই কোর্‌আনে উল্লিখিত আছে। 'মুল্‌কে'র অধিপতি হওয়ার জন্যই আল্লাহ মলিক এবং কোর্‌আনের একাধিক স্থানে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ছুরত-আল্‌হজ্জে কিয়ামতের দিবস সম্বন্ধে বলা হইয়াছে— الملك يومئذ لله يحكم بينهم - সে দিবসের রাজত্ব (মুল্‌ক) আল্লাহর জন্য। তিনিই তোমাদের বিচার নিষ্পত্তি করিবেন— ৫৬ আয়ত। পুনশ্চ ছুরত আল্‌-ফুর্কানে কথিত হইয়াছে,— الملك يومئذن الحق للرحمن - সে দিবসের বাস্তব—রাজত্ব হইবে রহ্‌মানের জন্য—২৬ আয়ত। রহ্‌মানের পক্ষে মলিক বা রাজরাজেশ্বর হওয়ার সুসংগতি এই আয়তে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকৃত হইয়াছে। আর ছুরত-আল্‌মুমিনে খোলাখুলি ভাবেই বলা হইয়াছে,—আজ চরম মীমাংসার দিবসে لمن الملك اليوم ? সার্বভৌম রাজত্ব কাহার? لله الواحد القهار ! একমাত্র একক পরাক্রান্ত আল্লাহর জন্যই! ১৬ আয়ত।

আবার ইয়াওমুদ্দীন চরমদিবসের অধিপতি বা মালিক হওয়ার যে পাঠ মিল্‌ক বা স্বত্বাধিকার—হইতে গৃহীত, কোর্‌আনে তাহাও পরিষ্কার ভাবে উল্লিখিত আছে। ছুরত-আল্‌ইন্‌ফিতারে বলা হইয়াছে,—'ইয়াওমুদ্দীন' কি, তাহা তুমি অবগত আছ কি? যে দিবস কেহ يوم لاتملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذلله ! অপর কাহারো কোন দিক দিয়াই স্বত্বাধিকারী থাকিবেনা এবং সে দিবস আদেশ শুধু আল্লাহর হইবে,—১৯ আয়ত।

মোটকথা 'মলিক' শব্দের অর্থ এস্থলে এরূপ—সার্বভৌম অধিপতি বুঝিতে হইবে, যিনি একাধারে যেরূপ স্বত্বাধিকারী, সেইরূপ অপ্রতিহত শক্তির—অধিকারী রাজরাজেশ্বর। রবুবীয়তের সার্থকতা সাধনের জন্য যেমন ছিফাতে রহ্‌মতের আবশ্যক, তেমনি রবুবীয়তের পরিণাম বিতরণ করার পরিপূর্ণ অধিকার এবং শক্তিও প্রয়োজনীয়। উল্লিখিত অধিকারের জন্য আল্লাহ 'মালিক' অর্থাৎ অধিপতি এবং বর্ণিত শক্তির জন্য তিনি 'মলিক' অর্থাৎ রাজরাজেশ্বর। যমখ্‌শরী প্রভৃতির 'মালিকে'র উচ্চারণকে অস্বীকার করা যেরূপ অসংগত, সেইরূপ আধুনিক অনুবাদকগণের মধ্যে যাঁহারা 'মলিক' এর উচ্চারণকে অশুদ্ধ বলিয়াছেন যেমন কাদিয়ানীদের লাহোরী পার্টির নেতা মওলবী মোহাম্মদ আলী প্রভৃতি তাঁহারাও ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

* তফ্‌ছীর বয়যাভী কাযরুনীর টীকাসহ (১) ২৭পৃঃ।
† তফ্‌ছীর কবীর (১) ১৮১ ও ১৮৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

জীবন-দিশারী

(২য় তরংগ)

আশরাফ ফারুকী—১ম বর্ষ-বি এ অনার্স, বাংলা,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পরিপ্রেক্ষিত :— গণতন্ত্রের মুখোশধারী সাম্রাজ্যবাদী ইংগ-মার্কিণ ও তাদের চেলারা যেমন ঘৃণ্য পুঁজিবাদকে বাঁচিয়ে রাখার কোশেশ্ করছে তেমনি পুঁজিবাদবিরোধী রুশীয় নাস্তিকবাদীরা সমাজ বিরোধী অবৈজ্ঞানিক 'মার্কসবাদ' (Marxism) কে বিশ্ব-জয়ী মতবাদরূপে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আড়েহাতে লেগেছে। মূলগতভাবে এদুটি মতবাদই 'বস্তুবাদ' (Materialism) এর দুটি বিরোধী পরিণতি— জড়বাদই 'পুঁজিবাদ' (Capitalism) ও সাম্যবাদ (Communism) এর জননী। কাজেই সাম্যবাদ যদিইবা পুঁজিবাদের টুঁটি চেপে তার পরিসমাপ্তি ঘটায় তবু বস্তুবাদের উৎপাদন হওয়ার অভিশাপে তা মানবজাতির ধ্বংসাত্মক হাতিয়ারে পর্যবসিত হতে বাধ্য— কারণ মানব শুধু জড়পিণ্ড নয়— জড় ও চেতনা (matter & Spirit), বস্তু ও আত্মার (matter & Soul) সমন্বয়—কাজেই আত্মা তথা আধ্যাত্মিকতা ব্যতিরেকে মানুষের জীবন সংগতিহীন। বস্তু ও আত্মার সমন্বয় সাধন করতে পেরেছে একমাত্র ইছলামী আদর্শবাদ (Islamic Ideology)—সেই শাশ্বত আদর্শবাদই মানুষের "দিশারী"। বর্তমান কবিতার পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে পুরাপুরি ওয়াকিফহাল হতে হলে 'তর্জুমানুল হাদীছের' ১ম বর্ষ—৯ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'জীবন-দিশারী' নামক মৎলিখিত কবিতাটী পাঠ করুন। লেখক।

নিরিখ :—

ম্যাজিক-ভোলা মানুষের ঝল্‌সে যাওয়া চোখ
দেখেনা সহজ সরল পথ।
চোখ ফেরে তার প্যারিস, লণ্ডন
আর ওয়াশিংটনের উচ্চ প্রাসাদ চূড়ে।
চোখ ফেরে তার মস্কো, লেলিনগ্র্যাড্
আর পিকিংএর দিকে। ... ...

—

চোখের ধাঁধা :—

গণতন্ত্রের নামে দালালী করে কেউ
ঘৃণিত ইংগ-মার্কিণের—
দালালী করে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদীর।
দালালী করে ঔপনিবেশিক শোষণের।
......নিপীড়িত মজলুমরা আর রাজী নয়
পুঁজিবাদীর শোষণের ক্রীড়নক হতে।
আর রাজী নয় তারা সাম্রাজ্যবাদীর দাসখতে
সই করে দিতে নাম।
তাই লেজ গুটিয়ে নিচ্ছে জানোয়াররা
জ্যান্ত মানুষের লাথি খেয়ে।
লাথি খাচ্ছে কোরিয়ায়, মালয়ে,
ইন্দোচীনে, ভিয়েৎমিনে
লাথি খাচ্ছে কঙ্গো-নীল তাইগ্রীস
ইয়াংসীর তীরে তীরে।
ধনবাদের মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠেছে ...
জেগে উঠেছে কসাইদের মরণের নিশানা।
রুদ্ধকণ্ঠ-পিশাচদের চাপা ক্রন্দন রোল
বিভীষিকার উদ্রেক করে রক্তাক্ত পৃথিবীর বুকে।

* * * * *

ম্যাজিক-ভোলা মানুষের ঝল্‌সে যাওয়া চোখ
দেখেনা সহজ সরল পথ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

চোখ ফেরে তার প্যারিস, লণ্ডন
আর ওয়াশিংটনের উচ্চ প্রাসাদ চূড়ে।
চোখ ফেরে তার মস্কো, লেলিনগ্র্যাড
আর পিকিংএর দিকে।

———

আলেহার আলো ঃ—

প্রগতির নামে দালালী করে কেউ
চরম প্রতিক্রিয়ার ধ্বজাধারী সোভিয়েটের।
প্রগতির গালভরা বুলিতে
যুক্তি শক্তি শিথিল হ'য়ে আসে এদের।
আত্মশক্তির বালাই নেই এদের
ভোজবাজিতে অন্ধ এদের চোখ।
·· চক্ষুষ্মান চোখ মেলে দেখ্‌ছে
"জীবনের মূল জীবিকা"
মার্কস এংগেলস্ এর এই নীতি
দেউলিয়ার খাতায় নাম
স্বাক্ষরিত করেছে নিজকে!
মার্কস ভেবেছিলেন—"ধর্ম" পুঁজিবাদের ঢাল,
নির্যাতিতের আফিং স্বরূপ,
"পরিবার" পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফল,
"ব্যক্তিগত সম্পত্তি" পুঁজিবাদের আত্মা,
"রাষ্ট্র" পুঁজিবাদের রক্ষক
আর "মুদ্রা" তার বাহন। ··· ··· ···

মার্কসের ফতোয়া—
ডুবিয়ে দাও ধর্ম আর নীতিবোধকে
কৃষ্ণ সাগরের অতল সলিলে।
ভেঙ্গে দাও সমাজ বন্ধন—
ছিঁড়ে ফেল পরিবারের অক্টোপাশ,
স্বাধীন মানুষের যিন্দেগী
জড়তার হাত থেকে রেহাই পাক।
এইতো প্রগতি!·····(প্রগতি না বিকৃতি!)
নারী আর মাতা নয়, ভগ্নি নয়, কন্যা নয়
ভুলে যাও সব ভেদাভেদ - সবাই "কমরেড,"
একেই বলে সাম্য!
··· ··· (কাম্য! কাম্য!— একান্ত কাম্য!)
মানুষের বন্ধু (?) মার্কস!
মানুষকে দিলেন ধর্মহীন—
শ্রেণীহীন— রাষ্ট্রহীন সমাজবাদের ওয়াদা,
পরিণামে——
মার্কসবাদী রাষ্ট্রশক্তি স্বীকৃতি পেলো—
নিয়তির কি নিঠুর পরিহাস!
পুঁজিবাদ বিরোধী রাষ্ট্রশক্তিই হলো
একক পুঁজিপতি!
এ আজব রাষ্ট্রে পুঁজির মালিক রাষ্ট্র—
মানুষ নয়।
অর্থশাস্ত্রে ছবক পেয়েছি
পুঁজিপতির সংখ্যা যেখানে অনেক
প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্বে শোষণের তীব্রতা
সেখানে কম।
কিন্তু রাষ্ট্রই যেখানে একমাত্র পুঁজিপতি
সেখানে শোষণের জুলুম থেকে
মজলুম মানুষকে উদ্ধার করবে কে?
বুদ্ধিমান মার্কস তাই চেয়েছিলেন
রাষ্ট্রহীন সমাজ।··· ·····
(উদ্ভট বলেই না তা সম্ভব হয়নি— নইলে··)

(উন্মাদ মার্কস—
আরো ভাল ভাল প্রলাপ বকেছেন)
দেউলিয়া মার্কসবাদ·· অবৈজ্ঞানিক।
তাই সাম্যবাদী সমাজে
রাষ্ট্রপতি পেয়েছে অন্তহীন ক্ষমতা।
'সর্বহারাদের একনায়কত্ব'
সর্বহারাদের "উপরে"
একনায়কত্বে হয়েছে প্রতিষ্ঠিত।
ব্যক্তি স্বাধীনতা, চিন্তা স্বাধীনতা
প্রগতির তলে ঘুমিয়ে আছে—
আড়ষ্ট-নিঝুম।

সোভিয়েট রাজ লেলিন স্ট্যালিন—
ফিরিয়ে এনেছেন বিতাড়িত রুবলকে
লেন দেনের বাহনরূপে।
ফিরিয়ে এনেছেন ধর্মকেও নাকি?

www.ahlehadeethbd.org

অবশ্যি ব্যক্তিগত ব্যাপার বৈ তো নয়!
ব্যক্তিগত মালিকানাও অভিনন্দিত।
পরিবার—বিভীষিকা আজ আশীর্ব্বাদরূপে
খোশ আমদেদ পাচ্ছে।
টিটোর জাতীয়তাবাদী সমাজবাদ
মার্কস্‌বাদের প্রতি মারমুখী।
রাশিয়ার তাবেদার চীনেও
রুশীয় সাম্যবাদ অচল—
মাওসেতুং শ্রেণী-সংগ্রাম তত্ত্বকে
নির্জলা মিথ্যে বলে ছুঁড়ে ফেলেছেন ডাষ্টবিনে।
পদদলিত করেছেন তাকে—
"নয়া গণতন্ত্র" হয়েছে প্রবর্তিত।.....

——

প্রাণের প্রেরণা ঃ—

আজিকে খতিয়ান করার দিন!
মানব দরদী (!) মার্কস্‌
রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে,
যে সমাজবাদের করলেন প্রবর্তন
তা মানুষের দৈন্য আর নিঃস্বতার
কতটুকু অপনোদন করেছে?
হাজার হাজার মানুষের জান—
কোরবানীর বিনিময়ে
যে সমাজবাদ বন্ধুত্বের মুখোস পরে এলো
কী তার অবদান? .....

মানুষের নীতিবোধ, ধর্মবোধকে ধ্বংস করে,
নির্মূল ক'রে হৃদয়ের মহত্তম বৃত্তিকে,
উৎখাত করে প্রাণের চিরন্তন কামনাকে,
ব্যক্তি স্বাধীনতা, চিন্তা স্বাধীনতাকে হরণ করে
যে 'সমাজ বিরোধী'— সমাজবাদ মানুষকে
মনুষ্যত্ব থেকে করেছে বঞ্চিত
ধ্বংস তার অনিবার্য। ....

——

দিশারীর দিশা ঃ—

মার্কসের মতবাদে ঘুণ ধরেছে।
প্রমাণ তার—
চীনে, পূর্ব জার্মানীতে, যোগোশ্লাভিয়ায়
রূপান্তরিত সমাজবাদের পত্তন—
মার্কসবাদের অন্তরে যক্ষ্মার বীজ ঢুকেছে
পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব আছে বলেই তা অস্পষ্ট।
চিন্তাশীলদের ভাবতে হবে
পুঁজিবাদের ধ্বংসের বুনিয়াদে
ক্ষয়িষ্ণু মার্কসবাদ ক'দিন টিকবে!
অসহায় পৃথিবী।.....
না-আসা যুগের দুর্যোগের ঘন-ঘটায় আচ্ছন্ন।
বিষাম্বিত দুনিয়া।.....
মানুষের গড়া বিধানের কি শোচনীয় ব্যর্থতা!
পাণ্ডুর দুনিয়া।.....
'রক্তবমি' শুরু হবে তার বিষের ক্রিয়ায়।
ভীষণ দুর্যোগ আসার আগে
বিশ্ব-সমাজকে হুশিয়ার হতে হবে
পুঁজিবাদের অভিশাপকে দূর করতে গিয়ে
মার্কসবাদ জানিয়েছে ভয়াল ধ্বংসের আবাহন
প্রাকৃতিক বিধান এর একমাত্র নিয়ামক। ..

——

শুধু প্রেরণা নয় :—

হে বিশ্বমানব।
"ফিরাও তোমার মুখমণ্ডল
প্রাকৃতিক বিধানের দিকে
যার উপর আল্লাহ
মানুষের 'ফেৎরত'কে করেছেন প্রতিষ্ঠিত।
উহাই কায়েম দীন
অধিকাংশ মানুষই তা বুঝে না"।

——

শক্তির প্রয়োগ :—

ম্যাজিক দেখা মানুষের ঝলসে যাওয়া চোখ
দেখেনা সহজ সরল পথ।
চোখ ফেরে তার প্যারিস, লণ্ডন
আর ওয়াশিংটনের উচ্চ প্রাসাদ চূড়ে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

চোখ ফেরে তার মস্কো, লেলিনগ্রাড,
আর পিকিংএর দিকে।..... ..
* নোতুন জীবন : নয়া যিন্দেগী
* নোতুন জগৎ : নয়া দুনিয়া
নোতুন সমাজ : নয়া মিল্লত
হাতছানি দিয়ে ডাকে--
ডাকে দিক-ভোলা, পথ ভোলা,
আত্মভোলা মানুষকে
ডাকে মাতাল, উদাস, বিভ্রান্ত মানুষকে
ডাকে আশাহীন, আলোহীন,
দিশাহীন মানুষকে।
"জীবন-দিশারী" আলোকের নির্দেশ দেয়—
"জীবন-দিশারী" সত্যের ইংগিত দেয়,
ইনছাফ আর কল্যাণের দেয় ইশারা।
"জীবন-দিশারী" আগামী দিনের
সুষ্ঠু সমাজের প্রতিশ্রুতি দেয়,
না-আসা দিনের বলিষ্ঠ-যিন্দেগীর ওয়াদা করে,
শপথ নেয় চলনশীল জগৎ আর জীবনের।

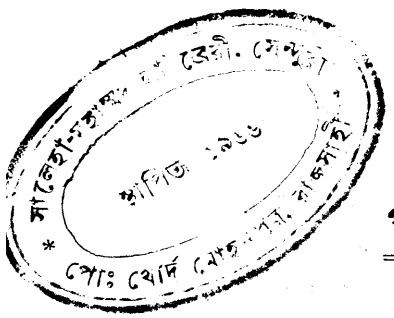

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা

কে, এম, আবুবকর

দেশ বিভাগের পূর্ব্বে 'স্বাধীন ভারতে'র রাষ্ট্র-ভাষা সম্বন্ধে প্রবল মতভেদ ছিল। উর্দ্দু বা তথা-কথিত হিন্দুস্তানী ছিল অবিভক্ত ভারতের সাধারণ ভাষা। খৃষ্টান-মিশনারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় 'হিন্দী' নামক আর একটি সংস্কৃতবহুল ভাষা উর্দ্দুর পাশা-পাশি গড়িয়া উঠিতেছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অন্যতম সৃষ্টি 'সাধু' বাংলার মত এই সংস্কৃতময় হিন্দী তখন সুধী-সমাজে তেমন জন-প্রিয়তা লাভ করে নাই। পূর্ব্ব ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অনগ্রসর অঞ্চলগুলিতেই এই সংস্কৃতবহুল হিন্দী কিছুটা পাত পাইয়াছিল। কিছু দিন পরে হিন্দুত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকামীদের প্রচেষ্টায় সংস্কৃতবহুল এই কৃত্রিম ভাষাই 'পূরবী হিন্দী' নামে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়া থাকে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সমুন্নত সংযুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও দাক্ষিণাত্যের উর্দ্দু ভাষাভাষী শিখ, হিন্দু, মুসলমান সকলেই এই কৃত্রিম পূরবী হিন্দীকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। পরে পুনঃ প্রতিষ্ঠাকামীরা আরবী হরফ ও আরবী শব্দাদির বিরুদ্ধে অনবরত বিদ্বেষ প্রচার করিয়া এই কৃত্রিম ভাষাকে কিছু জনপ্রিয় করিয়া তুলেন। ধীর সংস্কৃতায়নের পক্ষপাতি গান্ধীবাদীরা এই রূপ কৃত্রিম ভাষার প্রসার অসম্ভব মনে করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প সংস্কৃত শব্দসম্পন্ন হিন্দুস্তানীকে রাষ্ট্র ভাষা করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। ইহাও ঠিক হয় যে, এই হিন্দুস্তানী আরবী ও দেব নাগরী উভয় হরফেই লেখা হইবে। কারণ ভারতীয় মুসলমানগণ এবং পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশের হিন্দু ও শিখদের এক বিরাট অংশ উর্দ্দুর পক্ষপাতি ছিলেন। হিন্দীর মত একটি কৃত্রিম ভাষার প্রতি দেশের অধিকাংশের এই অহেতুক—আকর্ষণ সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানকে তাহার জাতীয় স্বাতন্ত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। দেশ বিভক্ত হইল।

দেশ বিভাগের পর আশা করা গিয়াছিল ভাষা সমস্যার সমাধান হইবে। কিন্তু নব গঠিত ভারতে দেবনাগরী হরফে লেখা সংস্কৃতময়ী হিন্দী রাষ্ট্র ভাষা রূপে গৃহীত হইলেও পাকিস্তানে এখনও রাষ্ট্র ভাষা সম্পর্কে মতভেদ দূর হয় নাই। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম জিন্নাহ এই উপমহা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দেশের সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ-বোধ্য ভাষা উর্দ্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষা বলিয়া ঘোষণা করেন। উর্দ্দু পাকিস্তানের কোন প্রদেশের আঞ্চলিক ভাষা নহে। আরবী হরফে লিখিত ও আরবী শব্দবহুল হওয়ার অপরাধে এই ভাষাটি নিজ জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। এই উপমহাদেশে মুসলিম তমদ্দুনের ছাপযুক্ত ইহাই একমাত্র সমৃদ্ধশালী ভাষা। খ্যাতনামা মুসলিম কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দ ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন— এখনও ইহা তাহাদের কালজয়ী সাধনার স্মৃতিস্তম্ভ রূপে বিরাজ করিতেছে। এই উপমহা দেশের আর কোন ভাষা মুসলমানের দানে ও মুসলমানী ভাবাদর্শে এতটা সমৃদ্ধশালী নহে। ইহার মিশ্র রূপ ও গ্রহণশীল প্রকৃতি বিশেষভাবে ইহাকে আন্তঃপ্রাদেশিক সাধারণ ভাষার উপযোগী করিয়া রাখিয়াছে। প্রধানতঃ এই সকল কারণেই পাকিস্তানের দূরদর্শী, তীক্ষ্ণধী নেতা ইহাকেই রাষ্ট্র ভাষা রূপে নির্ব্বাচিত করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা পূর্ব্ব বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা সবাক্ অংশ কায়েদে আজমের এই সিদ্ধান্তকে সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ইহাদের সক্রিয় অংশটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাষ্ট্রাদর্শে বিশ্বাস করে। ইহারা পাকিস্তানের একটি জাতীয় রূপ বা এখানে একটি জাতীয় ভাষার প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করে না। ভাষার ইসলামী রূপের প্রতিও ইহারা শ্রদ্ধাশীল নহে। ইহাদের রুশীয় গুরুদের অনুকরণে ইহারা ইসলাম ও মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজাদর্শকে 'মধ্যযুগীয়', 'ধোঁয়াটে নীতি' প্রভৃতি অবমাননাকর আখ্যায় আখ্যায়িত করে। ভারতে হিন্দুত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকামীদের সমর্থনপুষ্ট এই বর্ণচোরা কমিউনিষ্ট বা তথাকথিত প্রগতিবাদী লেখকদলটি পূর্ব্ব-বঙ্গবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও গণতান্ত্রিকতার দোহাই দিয়া সংস্কৃতঘেষা কৃত্রিম সাহিত্যিক বাংলাকে উর্দ্দুর প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দাঁড় করাইতে চেষ্টা করে। জনগণের সমর্থনের অভাবে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় আবার ইহারা পবিত্র কুরআনের ভাষা আরবীকেই রাষ্ট্র ভাষা নির্বাচনে উর্দ্দুর প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দাঁড় করাইয়া পাকিস্তানের জামাতকে দ্বিধাগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গের এক দল চতুর ইংরাজি-নবীশ ও অদূরদর্শী আলেমও ইহাদের সহিত যোগ দিয়াছেন। ইংরাজি-নবীশদের ইচ্ছা রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত যত দিন সম্ভব বিলম্বিত হউক! শাসনযন্ত্রে তাঁহাদের কর্তৃত্ব সুদীর্ঘ পরমায়ু লাভ করুক! আলেমদের এক দল মনে করেন, আরবী রাষ্ট্র ভাষা হইলে দেশে আরবীর কদর বাড়িবে এবং আরবী-শিক্ষিত মৌলবীগণই ধীরে ধীরে রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব লাভ করিবেন। রাষ্ট্রভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ পাকিস্তানের সকল অংশের অধিবাসীর পক্ষেই সমান ভাবে দুঃসাধ্য হইবে এবং এ বিষয়ে অধিকতর সুযোগের ফলে বর্ত্তমানে এখানে পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের আধিপত্যের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তাহাও লোপ পাইবে। বর্ত্তমানে যাহারা ইংরাজির মাধ্যমে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন, অথবা উর্দ্দুর সহিত সম্পর্ক-বর্জ্জিত ভাবে আরবী শিক্ষা করিয়াছেন বা করিতেছেন—বিশেষ করিয়া তাঁহারাই এই মনোভাব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত সংস্কৃতায়িত বাংলায় ব্যুৎপত্তির খ্যাতিবিশিষ্ট দুই একজন পণ্ডিত, গ্রন্থকার ও প্রকাশকও সম্পূর্ণ দলগত স্বার্থে এই উর্দ্দু-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভে অসমর্থ কতিপয় প্রাক্তন জননেতাও আপনাদের লুপ্ত জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধারের ভ্রান্ত আশায় এই আন্দোলনে ইন্ধন যোগাইতেছেন। অনেকে আবার কেবলমাত্র বিরোধিতা এড়াইবার উদ্দেশ্যে আরবীকেই রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য সুফারিশ করিতেছেন—পাকিস্তান ষ্টেট ব্যাঙ্কের সুবিজ্ঞ গভর্ণর মিঃ জাহিদ হুসেন এই শেষোক্ত দলভুক্ত। সংগ্রামশীল কায়েদে আজমের অন্যতম সহকর্ম্মীর বিরোধ এড়াইবার এই প্রস্তাবকে অনেকেই প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি ইস্মায়েলীয় শীয়া সম্প্রদায়ের নেতা হিজ হাইনেস্ দি রাইট অনারেব্‌ল দি আগা খাঁ বিশ্ব মুস্‌লিম সম্মেলনের ডেলিগেটগণের উদ্দেশ্যে রচিত তাঁহার এক অপঠিত বাণীতে আরবীকেই রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ

www.ahlehadeethbd.org

করিবার সুফারিশ করিয়াছেন। মাননীয় আগা খাঁর উক্ত বিবৃতিকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে আবার একটা উর্দ্দূ বিরোধী রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে।

হিজ হাইনেস দি আগা খাঁ পৃথিবীর অন্যতম ধনকুবের ও ধর্ম্মগুরু। ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে এক সময় তাঁহার অপরিসীম প্রভাব ছিল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের পর তিনি রাজনীতি-চর্চ্চা ত্যাগ করিয়া তাঁহার বার্দ্ধক্যের দিনগুলি ইউরোপে অবসর-কেন্দ্র গুলিতেই কাটাইতে থাকেন। এই সময় কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে স্বাধীন জাতীয় আবাসের জন্য আমাদের আজাদী আন্দোলন তীব্রতর হইয়া উঠে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও কংগ্রেসী ফ্যাসিবাদের তীব্র বিরোধিতার মধ্যে কায়েদে আজম আমাদের এই আন্দোলনকে সাফল্যের স্বর্ণ পথে পরিচালিত করিতে থাকেন। মাননীয় আগা খাঁ এই সময় আমাদের আজাদী সংগ্রামে যোগ দেওয়া বা কূট-নীতির দিক দিয়া উহাকে সাহায্য করাও প্রয়োজনীয় বোধ করেন নাই। পক্ষান্তরে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ক্রিপস্ মিশনের ব্যর্থতার পর কংগ্রেসী পত্রিকাসমূহ ঘোষণা করে যে, কায়েদে আজমের তথাকথিত "আপোষ বিরোধী" মনোভাবের জন্য ভারতীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে— তাহা দূর করিবার জন্য মাননীয় আগা খাঁ ভারতে আসিতেছেন। কায়েদে আজম নিজ প্রচেষ্টায় অবিচলিত ছিলেন। ফলে মাননীয় আগা খাঁ বোম্বে আসিয়া রাজনৈতিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করার পরে আর তাঁহার কার্যে হস্তক্ষেপ করা বিবেচনা-সঙ্গত মনে করেন নাই। পাক ভারত উপ-মহাদেশ ও বাহিরের বিভিন্ন দেশের অগণিত লোকের ধর্ম্মগুরু হিসাবে তিনি যদি রাজনীতির উর্দ্ধে থাকিতে চান তাহাতে বলিবার কিছু নাই। গত বৎসর তিনি অল্পদিনের জন্য পাকিস্তানে ছিলেন। এই সময় তাঁহার নীরব গুণগ্রাহিতা অনেককে উৎসাহিত করিয়াছিল। এবার তিনি মুখ খুলিয়াছেন। উর্দ্দূর স্থলে আরবীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য তিনি কয়েকটী অজুহাত দেখাইয়াছেন।

মাননীয় আগা খাঁর প্রধান ও প্রথম বক্তব্য হইল এই যে, পূর্ব্বের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন এই পরিবর্ত্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রভাষার দাবিকে বিবেচনা করিতে হইবে। প্রথমতঃ ভারত উর্দ্দূর দাবিকে অগ্রাহ্য করিয়া দেবনাগর হরফে-লেখা হিন্দীকে সেখানকার রাষ্ট্রভাষা করা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। অতএব ভারত বা ভারতীয় মুসলমানদের সহিত সংযোগ-রক্ষার জন্য উর্দ্দূর আবশ্যকতা লোপ পাইয়াছে। সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিপোষক যে ভাষা তাহা সেখানে রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হইয়াছে। হিন্দুস্তানী পর্য্যন্ত পাত্তা পায় নাই। অতএব উর্দ্দূর দ্বারা পাক-ভারত সম্পর্কের উন্নতি হইবে না। তাঁহার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, মুসলমান হিসাবে আমাদিগকে পবিত্র কুরআনের ভাষা শিক্ষা করিতে হয়, বর্ত্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে মধ্য প্রাচ্যের আরবী ভাষাভাষী দেশগুলির সহিত সংযোগ-সাধনের প্রয়োজনীয়তা আরবী-শিক্ষার এই আবশ্যকতাকে আরও বাড়াইয়া দিয়াছে। তাঁহার তৃতীয় বা সর্ব্বশেষ যুক্তি এইযে, উর্দ্দূ পতন যুগের ভাষা, সমৃদ্ধির যুগে পারসীই ছিল মুসলিম ভারতের রাজ-ভাষা। রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের ফলে শেষ মুঘল বাদশাহগণ প্রজার সন্তুষ্টির জন্য ইহাকে দরবারে স্থান দেন। ইহা মুসলমানকে বিচ্ছিন্ন করিবে। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে আরবী আমাদিগকে মধ্যপ্রাচ্যের দশ কোটী মুসলমানের সহিত সংযুক্ত করিবে।

এখানে বিবেচনার বিষয় এই যে, সত্যসত্যই কি অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে? কায়েদে আজমের জীবদ্দশায় কি আরবী পবিত্র কুরআনের ভাষা বা মধ্য-প্রাচ্যের দশ কোটি মুসলমানের ভাষা ছিল না? তখন কি এ কথা জানা ছিল না যে, ভারতে হিন্দুত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকামীরা সংস্কৃতান্বিত কৃত্রিম হিন্দীর প্রতিই আকৃষ্ট হইবে? তখন কি মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ছিল না? তখন এসকল থাকা সত্ত্বেও গুজরাটী ভাষাভাষী কায়েদে আজম উর্দ্দূকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা

www.ahlehadeethbd.org

বলিয়া ঘোষণা করিয়া গেলেন কেন? আমরা তাঁহার উর্দ্দু বক্তৃতা শুনিয়াছি— এ কথা সত্য যে, উর্দ্দুতে তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন না। উর্দ্দুর প্রতি তাঁহার কোন রূপ ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতাও থাকিবার কথা নহে। অবস্থারও এমন পরিবর্ত্তন হয় নাই যাহা তখন তাঁহার জানা ছিল না। এই দূরদর্শী নেতার নির্ভুল পরিচালনায় আমরা পাকিস্তান অর্জ্জন করিয়াছি। তাঁহার সুগভীর স্বজাতি-প্রেম সর্বদাই তাঁহাকে জাতির—সামগ্রিক স্বার্থ-সম্বন্ধে সজাগ রাখিয়াছে। জাতির পিতা হিসাবে দেশের সকল অংশ তাঁহার নিকট সমান ভাবে প্রিয় ছিল! কোন অংশের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অবকাশ তাঁহার হয় নাই। শত্রুদের উস্কানী, নিজেদের ভ্রান্ত প্রাদেশিক মনোভাব ও সখের নেতাদের হুজুগে' অভিমত কোনটাই এই মহান নেতার স্থির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কার্য্যকর নহে। দেশের তমদ্দুনী ইতিহাসের দিকে একটু বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিলেই আমরা কায়েদের সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা অনুধাবন করিতে পারিব।

আরবী ভাষা ও আরব জাতির প্রতি কায়েদে আজমের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। ভাষা ও সাহিত্যে আরবীর প্রভাবকে অব্যাহত রাখার জন্যই তিনি আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের দাবী করিয়াছিলেন। কারণ গণতান্ত্রিক ভারতে বর্জ্জনশীল মানসিকতাসম্পন্ন সংখ্যা গরিষ্ঠের হাতে সংখ্যালঘিষ্ঠের তমদ্দুনের এই তথাকথিত বৈদেশিক দিকটার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল ছিলেন। তাঁহার অনুবর্ত্তীগণও পবিত্র কুরআনের ভাষার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ পোষণ করেন এবং ইহাকেই তাঁহারা মুসলিম জগতের আন্তর্জাতিক ভাষা বলিয়া স্বীকার করেন। বস্তুতঃ আমরা সকলেই সেই শুভদিনের অপেক্ষায় কাজ করিয়া যাইতেছি যখন আবার আরবীই হইবে বিশ্বের আন্তর্জাতিক ভাষা। যাহারা একঘেয়ে সংস্কৃত-ঘেষা ও পৌত্তলিক সংস্কৃতির বাহন এবং মুসলিম জাহানের নিকট একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত হরফে লিখিত বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষা করিতে চান, আরবী হরফ ও আরবী শব্দাবলীর বিরুদ্ধে ভারতীয় শুদ্ধি-আন্দোলন সমর্থন করেন এবং অন্যমুখে আরবীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক সাজিয়া উর্দ্দুর বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে বিবৃতি বাহির করেন— তাঁহাদের তুলনায় আরবীর প্রতি অনুরাগ আমাদের কাহারও কম নহে। মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের ঐক্যও আমাদের নিকট একটি নূতন প্রয়োজন নহে। এই ঐক্যের খাতিরে দেশীয় ভাষাকে বিসর্জ্জন দিতে ইসলাম বলেনা। আরবী একটী স্বতন্ত্র ভাষাগোষ্ঠির অন্তর্গত। ইহার ব্যাকরণ ও পদবিন্যাস স্বতন্ত্র। পর্য্যাপ্ত অনুরাগ সত্ত্বেও আরবীকে আমরা পাকিস্তানের জনগণের ভাষা করিতে পারিব না। যে পরিবেশের ভিতর আরবী উত্তর পশ্চিম আফ্রিকা ও মধ্য প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের জনগণের ভাষায় পরিণত হইয়াছিল পাকিস্তানে তাহার সম্ভাবনা নাই। আরবী রাষ্ট্রভাষা হইলে জনগণের মধ্যে সংস্কৃতির প্রসার হইবে না। শিক্ষিত সম্প্রদায় ও জন-সাধারণের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পাইবে। ইংরাজ আমলের আমলাদের মত কয়েকজন আরবী শিক্ষিত কর্ম্মচারীর সৃষ্টি হইবে--জনগণের মধ্যে সংস্কৃতির প্রচার বা তাহাদের তমদ্দুনী তরক্কীর প্রতি দৃষ্টিপাত সম্ভব হইবে না। সহোদরা উর্দ্দুর পক্ষে পাকিস্তানের স্থানীয় ভাষাগুলির উপর প্রভাব বিস্তার যতটা সম্ভব স্বতন্ত্র ব্যাকরণ ও অভিনব পদবিন্যাস বিশিষ্ট পৃথক ভাষা গোষ্ঠির অন্তর্গত আরবীর পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। এই জন্যই দূরদর্শী নেতা কায়েদে আজম উর্দ্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলিয়া ঘোষণা করেন। ইরানে হিজ হাইনেস দি আগা খাঁর বহু শিষ্য আছেন। আরবী সংযোগ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ইরানেরও কম নহে। হিজ হাইনেস যদি আরবী সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদে অবিচল থাকেন, তাঁহার ইরানী শিষ্যদিগকে আরবীকে ইরানের রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য উপদেশ দিবেন কি? নিশ্চয়ই তিনি তাঁহাদিগকে এরূপ উপদেশ দিবেন না। ইরানের রাষ্ট্রভাষা পারসীর মত উর্দ্দুও ইন্দো-ইরানীয় ভাষা গোষ্ঠির অন্তর্গত একটি গ্রহণশীল ভাষা। শেমীয় গোষ্ঠির ভাষাসমূহের সহিত ইহাদের ব্যাকরণগত সাদৃশ্য অত্যন্ত অল্প হইলেও ইহাদের আরবী হরফে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লেখা পবিত্র কুরআনের মূল পরিভাষা সম্পন্ন আরবী বহুল বর্ত্তমান রূপ এই আর্য্যভাষা দুইটিকে একান্তভাবে ইসলামীয় করিয়া তুলিয়াছে। উর্দ্দু পারসী উভয়ই শেমীয় ও আর্য্য তমদ্দুনের মিলনের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। এই মিশ্র তমদ্দুনই ইরান ও পাকিস্তানের কওমী তমদ্দুন। পাকিস্তানে এই মিশ্র তমদ্দুনের বাহন উর্দ্দু এবং এই জন্যই কায়েদে আজম উহাকে এখানকার রাষ্ট্রভাষা মনোনীত করিয়াছেন।

উর্দ্দুকে রাষ্ট্র-ভাষারূপে গ্রহণের পূর্ব্বে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা বাংলার দাবি একান্ত ভাবে বিবেচ্য, পূর্ব্ববঙ্গের বাসিন্দা— হিসাবে বাংলার প্রতি আমাদের বিশেষ আকর্ষণ একান্তই স্বাভাবিক এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে ইহাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার সুযোগও আমাদের আছে। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে— আমরা পাকিস্তানীরা একটি জাতি; জাতির সকল অংশ যে ভাষাকে সাধারণ ও সহজবোধ্য মনে করে এবং যাহার মাধ্যমে জাতির তমদ্দুন নিজস্ব স্বাভাবিক পথে বিকাশলাভের সুযোগ পায় সেই সাধারণ ভাষাই জাতির স্বাভাবিক রাষ্ট্রভাষা। জোর করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে অন্য সকলস্থানের দুর্ব্বোধ্য কোন প্রাদেশিক ভাষাকে— রাষ্ট্রভাষার আসনে বসাইলে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়। বাংলা ভাষার প্রকৃতি একান্তই প্রাদেশিক; ইহার গঠন বাজারী বা সাধারণ আলাপ আলোচনার উপযোগী নহে। এইজন্য অবিভক্ত ভারতে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও প্রমথ চৌধুরী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বাংলার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ সেই সময়েই রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে হিন্দীর দাবি সমর্থন করিতেন। ভাবপ্রবণতার বশবর্ত্তী না হইয়া আমাদিগকে একটু বাস্তববাদী দৃষ্টি অবলম্বন করিতে হইবে। প্রদেশের বাহিরে গেলে বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বেলুচী ও সরহদ্দী সকলেই আমরা উর্দ্দুতে কথা বলি; বিদেশে বাংলা চলেনা। যেমন জেলার বাহিরে গেলে আমরা চাটগাইয়া, রংপুরী, বরিশালী না বলিয়া প্রদেশের সাধারণ বুলি নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলের ভাষায় কথা বলি তেমনই উর্দ্দুও আমাদের সাধারণ আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা। বাংলার প্রকৃতি যদি একান্ত প্রাদেশিকই না হইত তাহাহইলে শিল্পের দিকদিয়া উন্নত হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ফিল্মশিল্প বাজারের অভাবে ক্রমেই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতনা। এইরূপ একটি প্রাদেশিক প্রকৃতিসম্পন্ন ভাষাকে জোর করিয়া রাষ্ট্র-ভাষা করিবার পূর্ব্বে উহার ফলে জাতীয়তার দিকদিয়া আমাদের কতদূর লাভ-ক্ষতি হইবে তাহাও বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। পাক ভারত উপমহাদেশের মুসলমান— আমরা একটা স্বতন্ত্র জাতি এবং এইজন্যই ভাষা, শিল্প ও সাহিত্যে আমাদের জাতীয় প্রভাব এদেশের অপর একটি প্রধান জাতির নিকট চক্ষুশূল ও বিজাতীয় বলিয়া বোধহয়। আমাদের ভাষা, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপ মিশ্র, সার্ব্বজনীন ও পৌত্তলিকতাবিরোধী; আত্ম-কেন্দ্রিক ভারতীয় জাতীয়তার নিকট আমাদের জাতীয় জীবনের এই মিশ্ররূপ একান্তই অসহ্য। হিন্দুত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কামীরা সর্ব্বপ্রথম বাংলা ও মহারাষ্ট্রে ভাষা ও সাহিত্যের এই মিশ্র-রূপের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান চালায়। ইহার ফলেই বিদ্যাসাগরী বাংলার জন্ম হয়। দীর্ঘ সমাসবহুল সংস্কৃতময় বিদ্যাসাগরী বাংলা লোপ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু ভাষা এখনও সংস্কৃতময় ও পৌত্তলিক প্রকৃতিসম্পন্নই রহিয়া গিয়াছে। যে হরফে বর্ত্তমান বাংলা লেখা হয়— তাহা ক্রমবর্ধিত হারে ভাষায় সংস্কৃত শব্দের গ্রহণেরই উপযোগী; একমাত্র উর্দ্দুই ভাষা সমূহের এই শুদ্ধি অভিযানের মধ্যে মিশ্র মুসলমানী রূপ বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। সংস্কৃতায়িত কৃত্রিম হিন্দীর উৎপাত হইতে মুক্তিলাভের জন্য আপনাদের সবকিছু কুরবানী দিয়া প্রাদেশিক প্রকৃতিবিশিষ্ট আর একটি ঘোর সংস্কৃতায়িত ভাষাকেই যদি আবার আমাদের রাষ্ট্রভাষা করিতে হয় তবে তাহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কিছুইতে পারে? সংখ্যাগরিষ্ঠতার নামে বিজাতীয় তমদ্দুনের গোলামীর তউককে আমরা আরও গভীর ও সার্ব্বজনীন করিয়া তুলিতে পারিনা। যেখানে সাধুতা ও শুদ্ধির অর্থ: আরবী-পারসী শব্দ ও ইসলামী—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভাবের রিলোপ ও সংস্কৃতের ক্রমবর্দ্ধমান প্রতাপ সেই বাংলা কিরূপে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হইবে? সংস্কৃত-ঘেষা সাহিত্যিক বাংলা পূর্ব্বপাকিস্তানের জনগণের ভাষা নহে। দেশের অগণিত মূক জনসাধারণ এই সাহিত্যিক বাংলা ভাল বুঝেনা। আমাদের দেশের গ্রাজুয়েটদের এমন কি সাহিত্যিকদেরও অনেকে উহা শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারেননা। ঢাকার যেসকল সাময়িক পত্র রাষ্ট্রভাষা 'বাংলা চাই' বলিয়া অবিরাম চীৎকার করিতেছে— তাহাদের প্রায় সবকয়টি এমন সব বানান ও ব্যাকরণগত ভুলে পরিপূর্ণ যাহাদের সবগুলির জন্য ছাপাখানার ভূতকে দায়ী করা যায় না। শিক্ষাবোর্ডের মঞ্জুরীকৃত শিক্ষাবিভাগের হোমরা চোমরাদের নামযুক্ত বহু পাঠ্যপুস্তকও এই ধরণের ভুলে পরিপূর্ণ, বাঙ্গালী মুসলমানেরই যেখানে এরূপ অবস্থা— সিন্ধী পাঞ্জাবী প্রভৃতি— সেখানে কি করিবে? তৃতীয় কথা: উর্দ্দু যেমন, গালিব, জওক, মুমেন, দাগ, ইকবাল, শরর, আজাদ, আগাহাশর প্রভৃতি প্রথিতযশা মুসলিম সাহিত্যিকগণের অমর অবদানে সমৃদ্ধ—বাংলা সাহিত্যে নজরুল ব্যতীত অন্যকোন মুসলমান লেখক তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের দানের মত তাহার প্রভাবও অকিঞ্চিৎকর। প্রধানতঃ ইহা পশ্চিমবঙ্গের অমুসলমানদের সৃষ্টি এবং তাহাদের প্রভাবপুষ্ট। এমন একটি কৃত্রিম ভাষা আমাদের রাষ্ট্রভাষা হইতে পারেনা। যাহারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে চান—তাঁহারা কাহার স্বার্থে এরূপ করেন দেশবাসীকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, 'আমরা বাংলাকে আবার আরবী-পারসী-বহুল স্বাভাবিক ভাষায় পরিণত— করিব, ইহাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হউক।' তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, বাংলার বর্ত্তমান হরফ বজায় থাকা পর্যন্ত উহা আরবী-পারসী-বহুল হইতে পারেনা। তাহাছাড়া আরবীপারসীবহুল হইলেও ইহার প্রাদেশিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইবে না। তবে আরবী হরফে লেখা—আরবী-পারসী-বহুল বাংলা ও সাধারণ ভাষা উর্দ্দুর মধ্যে বিশেষ পার্থক্যও থাকিবেনা। উর্দ্দুর বিরুদ্ধে পূর্ব্ববঙ্গবাসীর অভিযোগের মূল কারণ লিপিগত পার্থক্য ও ভাষাগত দূরত্ব দূর হইবে। আমরা সেই শুভদিনেরই অপেক্ষা করিতেছি।

পূর্ব্ববঙ্গবাসী বিশেষ করিয়া এখানকার প্রাদেশিক সরকার যদি বাংলাকে উপরিউক্ত উপায়ে জাতীয়করণে উদ্যোগী হন তাহা হইলে দেশীয় শব্দাবলীর উর্দ্দু বানান, উর্দ্দু ব্যাকরণ ও উর্দ্দুতে ব্যবহৃত আরবী পরিভাষাগুলি বিশেষ ভাবে এই জাতীয়করণে সাহায্য করিবে। এক্ষনে আমরা সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মহাসভাপন্থী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্ব্বোধ্য ও দুরুচ্চারণীয় সংস্কৃত পরিভাষাই ব্যবহার করিয়া চলিয়াছি। জাতীয় ঐক্য ও তমদ্দুনের স্বার্থে পাকিস্তানের সকল প্রাদেশিক ভাষার ভিতরই উর্দ্দুতে ব্যবহৃত আরবী পরিভাষাগুলির পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক। রাষ্ট্রভাষা রূপে উর্দ্দু সম্মুখে থাকিলে প্রাদেশিক ভাষাগুলির বিশেষ করিয়া সংস্কৃতায়িত বাংলার জাতীয়করণ স্বাভাবিক গতিতেই অগ্রসর হইতে পারিবে। সম্পূর্ণ বিদেশী আরবী দ্বারা তাহা সম্ভব হইবে না। এখানকার হাইস্কুল ও হাই মাদ্রাসার ছাত্রদের মত এই প্রদেশের অধিবাসীরা আরবীকে সংস্কৃতায়িত বাংলার অনুবাদ করিয়াই পড়িবে। ফলে বাংলার বর্ত্তমান সংস্কৃতায়িত রূপ অব্যাহত থাকিবে। ভাষা ও সাহিত্যে জাতীয় সংস্কৃতির কোন পরিচয়ই থাকিবে না। হিন্দুত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকামীদের — ইহাই কাম্য। তাহারা সম্পূর্ণ বিদেশী ইংরাজী বা আরবীকে বরদাশ্‌ত করিতে পারে কিন্তু 'সঙ্কর' উর্দ্দুকে সহ্য করিতে পারে না। উর্দ্দু সম্বন্ধে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেশ বিভাগের পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন: "যে ভাষা সংস্কৃতকে অস্বীকার করিয়া বা উড়াইয়া দিয়া উচ্চ মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির প্রায় তাবৎ শব্দের জন্য বিদেশের ভাষা ফারসী ও আরবীর দ্বারস্থ হয় সারা ভারতেরলোকেদের দ্বারা সেরূপ ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া গ্রহণ করানো অসম্ভব ব্যাপার হইবে।" দেশ-বিভাগের পরে তাঁহার শিষ্য-বন্ধুগণ 'বাংলা চাই' বলিয়া চীৎকার করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে কোন সাড়া না পাওয়ায় আবার

www.ahlehadeethbd.org

আরবীর নামে চীৎকার শুরু করিয়াছেন। ১৯৪৮ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনা হইতে পশ্চিম বঙ্গীয় কয়েকটি পত্রিকা বাংলার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে 'সঙ্কর' উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে 'বিশুদ্ধ' আরবীর জন্য ওকালতি করিয়া আসিতেছে। ডাঃ শহীদুল্লাহ্ সাহেবও বলেন : 'সংখ্যালঘুরা উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে রাষ্ট্রভাষা আরবী হইলেই সুখী হইবে।' ইহারা কোন্ শ্রেণীর সংখ্যালঘু? সুনীতি বাবুর মত যাহারা ভারতীয় ভাষাকে "বিদেশের ভাষা ফারসী আরবীর দ্বারস্থ" হইতে দেখিলে আঁৎকাইয়া উঠেন— সেই শ্রেণীর সংখ্যালঘু নহেন ত? আমরা জানি, এই উপ মহাদেশের একদল লোক উর্দ্দুর প্রতি একমাত্র এই জন্যই বিদ্বেষ পোষণ করে যে, ইহা পাক ভারতীয় ভাষায় আরবী প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের মধ্যে এরূপ মহাসভাপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল লোক খুব কমই আছে। আরবী-পারসী-মণ্ডিত ইসলামী চেহারা সত্ত্বেও উর্দ্দু মূলতঃ দেশীয় ভাষা, এদেশের সংখ্যালঘুর নিজস্ব অনেক কিছু ইহার ভিতর আছে— আরবীতে নাই। এই জন্যই মাননীয় আগাখাঁর বিবৃতির উত্তরে চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু বৌদ্ধ নেতা মিঃ মুৎসদ্দী উর্দ্দুর সমর্থনে এক বিবৃতি দিয়াছেন। নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করিবার মানসিকতা অতি অল্প লোকেরই থাকে। এখানকার সংখ্যালঘুরা ভাল করিয়াই জানেন, ভাষা ও সাহিত্যে তাহাদের স্বাভাবিক প্রভাবকে কেহই এখানে ক্ষুণ্ণ করিতে চাহেন না। ক্রমবর্দ্ধমান সংস্কৃতায়নের কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধেই আমাদের অভিযান। আমাদের ভাষার জাতীয়করণের লক্ষ্যও ইহাই। ইসলামী তমদ্দুন প্রগতিশীল মিশ্র তমদ্দুন। প্রজ্ঞা বা প্রগতিশীলতার বাণী যেখানেই পাওয়া যায় তাহাকে গ্রহণ করাই ইস্‌লামী আদর্শ। কতকটা রবীন্দ্রনাথের 'দিবে আর নিবে'র মত। এই জন্য ইস্‌লামী আদর্শ ও ইসলামী তমদ্দুন সাম্প্রদায়িক আদর্শ বা সাম্প্রদায়িক তমদ্দুন নহে। ভাষার জাতীয় করণের ভিতর দিয়া ইসলামী আদর্শে প্রগতিশীলতাই আমাদের লক্ষ্য।

মাননীয় আগা খাঁ উর্দ্দুকে পতনযুগের ভাষা বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। শেষ-মুঘল আমলই উর্দ্দু-সাহিত্যের সমৃদ্ধির সময় সত্য; কিন্তু উর্দ্দু পতন যুগের ভাষা নহে, বিখ্যাত পারসী কবি আমীর খসরুর সময় হইতে উর্দ্দু চলিয়া আসিতেছে। জাতির সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি বা তমদ্দুনী তরক্কীর সময়ই সে বাহুবল হারাইয়া থাকে। আরবীর স্বর্ণযুগেই কর্ডোভা ও বাগ্দাদের পতন হয়। অতএব ইহাতে উর্দ্দুর পক্ষে লজ্জার কিছু নাই। উর্দ্দু কাহারও পতনের কারণও হয়নাই— কাহারও পতিত মানসিকতার কলঙ্কও ইহা বহন করেনা। রাজশক্তির পতনের পরও আমাদের ভাষা ও তমদ্দুনের এই সমৃদ্ধি ও জনগণের মধ্যে ইহাদের প্রভাব রাজশক্তি অপেক্ষা ইহাদের বলিষ্ঠতাই প্রমাণ করে। ভারতে হিন্দুত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকামীরা এই প্রভাবের বিরুদ্ধেই অভিযান শুরু করিয়াছে। বাংলায় তাহাদের এই অভিযান সফল হইলেও সাহিত্যে ব্যবহৃত জনগণের ভাষা উর্দ্দুর বিরুদ্ধে তাহাদের এই অভিযান প্রধানতঃ উর্দ্দুতে ব্যবহৃত আরবী লিপির আরবী-মুখিতা ও সাহিত্যক্ষেত্রে উর্দ্দু লেখকদের অগ্রগামিতার জন্য ব্যর্থ হয়। বিদেশী 'ভাষার দ্বারস্থ' 'সঙ্কর' প্রভৃতি আখ্যা দিয়া সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার মধ্যে নিছক সংখ্যাভূয়িষ্ঠতার বলে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া লইলেও 'সঙ্কর' উর্দ্দু এখনও ভারতের জনগণের ভাষা। এই উর্দ্দু যদি ভারতের জনগণের সহিত আমাদের সম্পর্কের উন্নতি না করে তবে সম্পূর্ণ বিদেশী আরবী কিরূপে করিবে? যাহারা ধর্ম্মান্ধতা সৃষ্টি করিয়া সংখ্যা ভূয়িষ্ঠতার বলে উর্দ্দুকে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াই সন্তুষ্ট নহে— এই 'মুসলমানী প্রভাবযুক্ত' 'সঙ্কর' ভাষার বিলোপই যাহাদের কাম্য, ইসলামকে বিসর্জ্জন না দিলে তাহাদের সহিত সম্পর্কের উন্নতি হইবে না। ভারতীয় মুসলমানগণ নিজেরা উর্দ্দুকে ত্যাগ না করিলে কোন ফ্যাসীপন্থী সরকারই তাহাদিগকে উহা ত্যাগে বাধ্য করিতে পারে না। গান্ধী মার্কা হিন্দুস্তানীর নামে সংস্কৃত-ঘেষা হিন্দীর যে অনুপ্রবেশ সম্প্রতি সিনেমা-সাহিত্য ও দিল্লী ইত্যাদির সাময়িক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পত্রিকাদির মধ্যস্থতায় শুরু হইয়াছে তৎসম্পর্কে শুধু ভারতীয় মুসলমানগণকে নহে পাকিস্তানীদিগকেও সতর্ক হইতে হইবে। নৈতিক, ধর্ম্মীয় ও রাজনৈতিক দিক দিয়া ফিল্মগুলির নির্দ্দোষিতাই সেন্সর বোর্ডের একমাত্র দ্রষ্টব্য নহে, দেশের সাংস্কৃতিক স্বার্থের দিকে বোর্ডকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 'হিন্দী' প্রচারের জন্য পরিকল্পিত বিদেশী ফিল্মগুলি হইতে আমাদিগকে হুশিয়ার থাকিতে হইবে। উর্দ্দুর বর্ত্তমান রূপ বিগত কয়েক শতাব্দীর সাধনার ফল। এই সাধনায় মুসলিম লেখকগণই প্রধান অংশগ্রহণ করেন। পাকিস্তানে নিজস্ব রূপের মধ্য দিয়া ইহার বিকাশ ভারতীয় মুসলমানগণকেও তাহাদের মাতৃভাষার নিজস্ব রূপ বজায় রাখিতে সাহায্য করিবে। কাহারও নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন না করিয়া ইহা আমাদিগকে ভারতের চারি কোটি এবং ইরান ও আফগানিস্তানের দুই কোটি মুসলমানের সহিত যুক্ত করিবে। আরবী হরফে-লেখা আরবী শব্দবহুল এই ভাষা আরব-জগৎ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার অনেক স্থানেই লোকে বোঝে। এমন একটি ভাষাকে পতন যুগের ভাষা বলিয়া—বাতিল করা কোনক্রমেই সঙ্গত নহে।

স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল হইতে উর্দ্দুর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চলিতেছে। উর্দ্দু রাষ্ট্রভাষা হইলে নাকি পাঞ্জাবীরাই সমস্ত চাকুরী অধিকার করিয়া বসিবে পূর্ব্ববঙ্গের তরুণদের মনে এই রূপ একটা ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া হইতেছে। এই জন্যই তাহাদের—অনেকে উর্দ্দু বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিতেছে। উর্দ্দু-জ্ঞানের স্বল্পতা হেতু চাকুরীর প্রাদেশিক হার যে ক্ষুণ্ণ হইতেছে না বা হইবে না তদ্বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সময় সময় প্রকৃত তথ্য-সম্বলিত বিবৃতি প্রকাশ করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় মুসলীম লীগ ও প্রাদেশিক লীগের মূলশাখা এ বিষয় নীরব আছে। এই নীরবতা অত্যন্ত মারাত্মক। ইহার ফলে খোদ লীগ নেতৃত্বের মধ্যে মতভেদ শুরু হইয়াছে।—অফিসিয়াল লীগেরও অনেক নেতা নাকি রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে তাঁহাদের পূর্ব্বমত বদলাইয়া ফেলিয়াছেন। ইহা একান্তই দুঃখের কথা। নির্ব্বাচনে জিতিবার আকাঙ্খায় ভাবপ্রবণ তরুণের ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্যমূলক সমর্থন নেতৃত্বের পরিচায়ক নহে। নেতৃত্বের যে আদর্শ মরহুম কায়েদে আজম রাখিয়া গিয়াছেন—আজিকার নেতৃত্বকামীদিগকে তাহাই স্মরণ করিতে বলি। এ বিষয় 'তর্জুমান' সম্পাদক গত সংখ্যায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে যে সৎসাহস ও মনস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়।

সৈয়দ জামালউদ্দিন আফ্‌গানী

[এম, সেরাজুল হক্‌ তাড়াশী]

সৈয়দ জামালউদ্দিন ১৮৮৩ (!) খৃষ্টাব্দে পারশ্য দেশের আসাদাবাদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। যদিও তিনি পারশ্যে জন্মগ্রহন করেন, তবুও নিজকে আফ্‌গানী বলিয়াই পরিচয় দিতেন। জামালউদ্দিনের জন্মের অল্পকাল পরেই তাঁহার পিতা মিয়া ছফ্‌দর কাবুলে চলিয়া আসেন। তিনি নাকি হজরত মোহাম্মদ (দঃ)এর বংশধর ছিলেন। ছেলেবেলা হইতেই জামালউদ্দিন আশ্চর্য্য বুদ্ধি আর প্রতিভা ও মেধাশক্তির পরিচয় দেন। পনর বৎসরের মধ্যেই হাদিস, কোরান, ভাষাতত্ত্ব ইতিহাস, ধর্ম্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, চিকিৎসা ও গণিত শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেন। আফ্‌গানীর বয়স যখন ১৮ বৎসর, তখন তিনি ভারতবর্ষে আসেন এবং ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সংগে পরিচিত হন। ভারতবর্ষে—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কিছুদিন বাস করার পর তিনি মক্কাশরিফ চলিয়া যান। মক্কা হইতে ফিরিয়া কাবুলে আসিয়া চাকুরী গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর কাবুলের সিংহাসন লইয়া গোলযোগ শুরু হয় এবং দেশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। জামালউদ্দিন নিজকে বিপন্ন মনে করিয়া আফ্‌গানিস্তান ত্যাগ করেন। তিনি এই সময় পারস্য, ভারতবর্ষ ও আরবদেশ সমূহ ঘুরিয়া মুসলমানদিগকে সংহত করার প্রয়াস পান। মিশরে তিনি ছাত্র—মহলে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। মিশরের খেদিভ পাশা তাঁহার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া বখ্‌শিশ প্রদান করেন। এই সময় তিনি মিশর হইতে "আল্ এহ্‌রাম" কাগজ বাহির করেন। তাঁহার প্রগতিমূলক ভাবধারা ও মুস্‌লিম রেঁনেসার বাণী মিসরের গোঁড়ারদলের কাছে অসহ্য ঠেকে—তিনি মিসর ত্যাগ করেন। অতঃপর ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ তিনি পরিভ্রমণ করেন। রাশিয়ার 'জার' শাসিত রাজ্যেও তিনি কোরান প্রচারের ব্যবস্থা করেন এবং রাশিয়ার পশ্চিম প্রান্তস্থ কাস্‌পিয়ান সাগরের পার্শ্বস্থ মুস্‌লিম অধ্যুসিত প্রদেশ-গুলিতে অনেকদিন অবস্থান করতঃ তাহাদিগকে—সুসংহত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু অবশেষে—"জারের" রোষে পতিত হইয়া সেস্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার পর তিনি পারস্যের উজিরের পদ গ্রহণ করেন কিন্তু শাসন-তান্ত্রিক পরিবর্ত্তন লইয়া মতভেদ হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন। ১৮৭৯ খৃঃ হইতে ১৮৯৫ খৃঃ পর্য্যন্ত কনষ্টান্টিনোপ্‌ল, হায়দরাবাদ, ভূপাল, বেরার, রামপুর প্রভৃতি স্থানে রাষ্ট্রীয় দর্শন প্রচার ও প্রজাদের মধ্যে স্বাধীন সত্তা জাগরণের চেষ্টা করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে কনষ্টান্টিনোপ্‌লের শাহী মস্‌জিদে ক্যান্সার রোগে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

সৈয়দ জামালউদ্দিন আফ্‌গানী ইসলাম তথা মুস্‌লিম বিশ্বের কতবড় দরদী সেবক ছিলেন সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা প্রদান সম্ভব নহে। তাঁহার ন্যায় একই সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বাগ্মী, দার্শনিক, তার্কিক ও চিন্তানায়ক আধুনিক যুগে মুসলমানদের মধ্যে দুর্লভ। চরিত্র, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, মনীষা ও প্রতিভা এবং ত্যাগ ও সেবাপরায়ণতার এমন অপূর্ব্ব সমাবেশ খুব কম লোকের মধ্যেই ঘটিয়া থাকে। তদুপরি তিনি ছিলেন মস্তবড় বিপ্লবী। বিশ্বের সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রকে সংহত করার স্বপ্নে ছিলেন তিনি বিভোর। ইসলামী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁহার জীবনাদর্শ। তিনি যে সকল পুস্তক-পুস্তিকা, প্রবন্ধ, বক্তৃতা, বিবৃতি ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ভিতর একদিকে ইসলামী রাষ্ট্র দর্শনের ছাপ অন্যদিকে তাঁহার দরদী দেলের পরিচয় সুস্পষ্ট। তিনি মিশর হইতে আরবী ভাষায়, রাশিয়া হইতে পস্তু ভাষায়, লণ্ডন হইতে ইংরাজী ভাষায় বহু সাময়িক পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। অন্যায় অবিচারের প্রতি তিনি ছিলেন বজ্র-কঠোর, তিনি কুশাসন ও জুল্‌মের বিরুদ্ধে ছড়াইতেন অগ্নিগর্ভ বাণী। সমাজে, রাষ্ট্রে, সাহিত্যে, শিল্পে, শাসন সৌকর্য্যে যেখানেই তিনি দেখিয়াছেন ত্রুটী, সেই খানেই হানিয়াছেন বজ্র-বাণ। তাই দীর্ঘ দিন—কোন রাষ্ট্রেই তিনি তিষ্ঠিতে পারেন নাই। কঠোর সমালোচক ও তীব্র প্রতিবাদক সৈয়দ আফ্‌গানী মুসলমানদিগকে বিপ্লবের দীক্ষাদিয়া তাহাদের অন্তরে স্বেচ্ছাতন্ত্র, রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদী — শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অগ্নী শিখা জ্বালাইয়া দিতেন। তাঁহার সাহিত্য, লেখনী, বক্তৃতা, চিন্তা সবারই ভিতর ফুটিয়া উঠিত মুছলীম জাতির — জন্য তাঁহার আকুল বেদনা। বিশ্বব্যাপী বিরাট এক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও তথায় সর্ব্বিকার শরিয়তি শাসননীতির প্রবর্ত্তন এই ছিল তার জীবন-সাধনা। ইসলামের চির-দুষমন খৃষ্টান ইউরোপ বরাবরই প্যান ইসলামিজ্‌মের উদ্যোক্তা এই বিপ্লবী বীরকে ভয় করিয়া চলিত। ভারতের বিপিনপাল, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দও প্যান-ইছলামিজ্‌মের নিন্দায় ছিলেন—পঞ্চমুখ। ছৈয়েদ জগলুল পাশা, মুফ্‌তি আবদুহু, আনোয়ার পাশা, আগা মযিদুল ইসলাম, জালাল-উদ্দিন আল্‌হোছায়েনী, মিলিত ভারতের মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী, মাহমুদুল হাছান, মরহুম শিরাজী, মরহুম ইছলামাবাদী, মওলানা আবদুল্লা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হেল বাকী প্রভৃতি আফগানীর প্রচারিত বাণীর বাহক। কম্‌রেড্ আল্ হেলাল, আল্ এছলাম,—সত্যাগ্রহী, অনল প্রবাহ প্রভৃতি পত্রিকা সমূহ—সেই ভাবধারাই প্রচারের ব্রত গ্রহণ করে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি স্বাপ্নিক আফ্‌গানীর পরিকল্পনা রূপায়িত হওয়ার পথে এক শুভ সূচনা। গত ৯ই হইতে ১৩ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ৩৬টী দেশের মুসলিম প্রতিনিধি লইয়া করাচীতে যে মো'তামেরে আলমে ইছলামীর মহাসম্মেলন হইয়া গেল ইহা সৈয়দ—আফগানীর Pan-Islamism এর লক্ষ্য পথে এক ধাপ অগ্রগতি। নাছ্‌রুম্‌মেনাল্লাহে অয়া-ফাৎহুন্‌কবীর।

'ঝংকৃতকরি নিখিল বিশ্ব এসেছে অভয় বাণী,
করিওনা ভয়, হবে হবে জয়, বাঁধহ হৃদয়খানি।' *

* ছৈয়েদ মোহাম্মদ বিনে ছফ্‌তর (ছফ্‌দর নহে) আল্-হুছাইনী ১২৫৪ হিজ্‌রী মুতাবিক ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে (১৮৮৩ খ্রীঃ নহে) আফগানিস্তানের (পারস্যের নয়) আছ্‌অদ আবাদে জন্মগ্রহণ করেন। খয়রুদ্দীন যর্‌কলী স্বীয় চরিতাভিধানে লিখিয়াছেন যে, হিন্দভূমিতেই তাঁহার পাঠ্যজীবন শেষ হয় এবং তিনি আক্‌লী ও নক্‌লী বিদ্যাসমূহে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ১২৭৩ হিজ্‌রীতে তিনি হরমায়েনের যিয়ারৎ করিয়া আপন জন্মভূমিতে ফিরিয়া যান এবং কাবুলের আমীর দোস্ত মোহাম্মদ খানের শাসন পরিষদে স্থান গ্রহণ করেন। মর্‌হুম জামালুদ্দীন আফ্‌গানীর নাম ঘনঘন উচ্চারিত হইতে থাকিলেও দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের দেশের শিক্ষিত মহলের জানাশুনা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। মওলবী ছিরাজুল হক ছাহেবের প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ ও গবেষণাশূণ্য হওয়া সত্ত্বেও ছৈয়েদ মরহুমের জীবনী সম্বন্ধে আমাদের লেখক সমাজকে সঠিক আলোচনায় প্রবৃত্ত করাইবার উদ্দেশ্যে উপরি-উক্ত নিবন্ধ তর্জুমানে প্রকাশিত হইল—তর্জুমানুল-হাদীছ সম্পাদক।

বিশ্ব সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে ইছলামের সাধনা

অধ্যাপক মুহম্মদ মনছুর উদ্দীন, এম, এ।

সূচনা—অধ্যাপক মোহাম্মদ মনছুরুদ্দীন ছাহেব বাংলা সাহিত্যিক দলের সুপরিচিত। তিনি বিশ্ব সাহিত্যে এবং বিজ্ঞানে ইছলামের সাধনা সম্বন্ধে কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের একটী প্রবন্ধ বাংলায় অনূদিত করিয়াছেন। মূল প্রবন্ধের অনুবাদ করিতে গিয়া তিনি যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। কিন্তু অমুছলমান বিশেষতঃ ইউরোপীয় খৃষ্টান বা নাস্তিক পণ্ডিতমণ্ডলীর ইছলাম বা মুছলিম জাতি সম্পর্কিত গবেষণাকে ভাষান্তরিত করিয়া শিক্ষিত সমাজে পরিবেশন করিতে হইলে যে সতর্কতা ও অনুসন্ধিৎসার আবশ্যক, দুর্ভাগ্য বশতঃ মনছুরুদ্দীন ছাহেব তাহা অবলম্বন করেন নাই। রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং ছাহাবাগণের উক্তিসমূহের উদ্ধৃত অংশগুলির কোন বরাত তাঁহার অনুবাদের ভিতর নাই। বৈজ্ঞানিক আলোচনার পক্ষে এই রীতি প্রশংসনীয় নয়। বিশেষতঃ রছুলুল্লাহর (দঃ) নামে অপ্রমাণিত উক্তি সংকলিত করা গুরুতর অপরাধ। ইছলামের শত্রুরা এই রূপ অলীক ও অপ্রমাণিত উক্তির আশ্রয় লইয়া ইছলামকে—লাঞ্ছিত করার সুযোগ গ্রহণ করিয়া থাকে। যুক্তিবাদী ও গবেষণাকারীদের পক্ষে এই রীতি বর্জন করা আবশ্যক। উদ্ধৃত হাদীছ সমূহের অনেকগুলি একেবারেই অলীক আর তর্জমা এমন স্বাধীন ভাবে করা হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) নামে ও-গুলির একটীকেও সম্পর্কিত করা বৈধ হইবে না। ইছলামী ভাবধারা ও ঐতিহাসিক সত্যতার মর্যাদা অনেক স্থলেই রক্ষিত হয় নাই। মূল প্রবন্ধের বিশ্বস্ত অনুবাদের ফলেই এরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। একটী সাধারণ প্রবন্ধের তর্জমার জন্য যে বিশ্বস্ততা দেখান হইয়াছে, রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি এবং ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ও গবেষণার ব্যাপারে অনুবাদকের নিকট হইতে অন্ততঃ ততটুকু বিশ্ব-

www.ahlehadeethbd.org

স্ততার প্রত্যাশা করা বোধ হয় আমাদের পক্ষে অসংগত হইবেনা। শুধু অনুবাদকের পরিশ্রম এবং আলোচিত বিষয়বস্তুর মূল্যের দিকে লক্ষ করিয়াই তর্জুমানের পৃষ্ঠায় ইহা প্রকাশ করা হইতেছে—তর্জুমানুলহাদীছ সম্পাদক।

জ্ঞানবিজ্ঞানের দিকে অপরিসীম আগ্রহের জন্য আরব মরুর প্রেরিত পুরুষের * নাম সুবিদিত; এই উৎসাহ উদ্দীপনাই তাঁকে অপরাপর নবীদের থেকে বৈশিষ্টমণ্ডিত করে রেখেছে এবং আধুনিক চিন্তাধারার একান্ত কাছে নিয়ে এসেছে। মক্কা নগরীর পতনের পর, ↑ ইসলামী ধর্ম্মরাজ্যের রাজধানী মদিনাই আরব এবং বহির্বিশ্বের অনুসন্ধিৎসু মানুষের কাছে পরম আকর্ষণের স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উত্তর এবং পশ্চিম হতে পারস্য, গ্রীক, সিরীয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের নানা জাতি, ধর্ম্ম ও বর্ণের লোক এসে এখানে জমা হ'ত। কেউ কেউ অবশ্য নেহাৎ ঔৎসুক্যের বশবর্ত্তী হয়ে আসত—কিন্তু অনেকেই জ্ঞানার্জ্জন এবং ইসলামের প্রেরিত পুরুষের বাণী শুনতে প্রণোদিত হয়ে। জ্ঞানার্জ্জনের সম্বন্ধে তিনি বলে গেছেন—

"জ্ঞানার্জ্জন করো যেহেতু যে ব্যক্তি খোদার আদেশ হিসাবে প্রণোদিত হয়ে জ্ঞানার্জ্জন করে সে পুণ্যবান, এই সম্বন্ধে কিছু বলা খোদারই প্রশংসা; জ্ঞানান্বেষণ এবাদতের তুল্য; তদ্রূপ বিদ্যাশিক্ষা—দেওয়াও দানদক্ষিণারই নামান্তর; নিশ্চয়ই যেব্যক্তি যথাস্থানে ইহার প্রয়োগ করে সে ভক্তিমানের কাজ করে।

জ্ঞানই ইহার অধিকারীকে ন্যায় অন্যায় বিচারের শক্তি দেয়; ইহা বেহেশ্তের পথ দেখিয়ে দেয়, উষর মরুর বুকে ইহা আমাদের পরম বন্ধু, নিরালায় আমাদের সাথী, বন্ধুবান্ধবহীন অবস্থায় আমাদের সহচর, ইহা আমাদের সুখ ও শান্তির পথে নিয়ে যায়; বন্ধু মহলে ইহা আমাদের অলঙ্কার, শত্রুর বিরুদ্ধে ইহা আমাদের বর্ম্ম। জ্ঞানের বলে মানুষ সৌভাগ্য ও উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়, জগতের মহামানুষদের সংস্পর্শে আসে এবং পরলোকে অপার সুখের অধিকারী হয়।"

২। তিনি প্রায়ই বলতেন— "জ্ঞানসাধকের দোয়াতের কালি শহীদের খুনের চেয়েও বেহ্তর;" বার বার তিনি তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর নিকট জ্ঞান সাধনের উপর জোর দিয়াছেন এমন কি প্রয়োজন হ'লে সুদূর চীন দেশেও যেতে আপত্তি নেই, বলেছেন। তিনি বলেছেন— "জ্ঞানানুসন্ধানে যে গৃহত্যাগ করে সে খোদারই রাস্তায় বিচরণ করে। জ্ঞানস্পৃহার বশবর্ত্তী হয়ে যে দেশবিদেশে ঘুরে বেড়ায় খোদা তাকে বেহেশ্তের পথ দেখিয়ে দেন।"

৩। জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে পবিত্র কোরানে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। সুরা আলক্ এর তফসীরে জামাখ্শারী কোরানের শব্দগুলির নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেন "মানুষ যা জানতো না খোদাতা'লা তাদের তা শিক্ষা দিয়েছেন; এদ্বারাই প্রমাণিত হয় তিনি কত দয়ালু। তিনি—অজ্ঞানান্ধকার থেকে তাদেরে জ্ঞানের আলোকে নিয়ে এসেছেন এবং লিখন ক্ষমতা শিক্ষা দিয়ে তাদের

* রছুলুল্লাহ (দঃ) আরব মরুর প্রেরিত পুরুষ নন, তিনি সমগ্র বিশ্বজগতের উদ্দেশ্যে প্রেরিত মহা রছুল। এই দাবী আল্লাহর নির্দেশ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ) কে আদেশ দিয়াছেন,— আপনি বলুন হে— মানব সমাজ, আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রছুল,— قل يايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا — আল্ আ'রাফ ১৫৮ আয়ত। খৃষ্টান ও ইয়াহুদদের একাধিক দল রছুলুল্লাহর (দঃ) রিছালৎকে আরবের নিরক্ষর বেদুইনদের জন্য সীমাবদ্ধ মনে করে। কোর্আন ও হাদীছ তাহাদের এই অভিমতের অলীকতা সাব্যস্ত করিয়াছে। তর্জুমান সম্পাদক।

↑ ইউরোপীয় দৃষ্টিভংগীতে যাহাকে মক্কার— পতন বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, ইছলামি দৃষ্টিতে উহা মক্কার উদ্ধার এবং জয়। প্রচলিত মানবপূজা, পৌত্তলিকতা এবং চিন্তাশক্তির অথর্বতার অবসান ঘটাইয়া সনাতন তওহীদ, সাম্য এবং বিচার বুদ্ধির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যই কি 'নছরুল্লাহে ওয়াল্ ফতহ' এবং 'ইন্না ফতহ্না লাকা ফত্হম মুবীনা'কে মক্কার পতন বলা হইয়াছে? —সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রতি অপরিসীম করুণা দেখিয়েছেন। কারণ এই লিখনবিদ্যা থেকে কত উপকারই না সাধিত হচ্ছে (যা একমাত্র খোদারই করুণার ফলে সম্ভব হয়েছে), লিখনবিদ্যা ছাড়া অন্য কোন ইলম্ মানে শিক্ষার ধারণাই করা যেত না; না পারা যেত বিজ্ঞানকে আয়ত্ব করতে, না পারা যেত অতীত ঐতিহাসিক লোকদের জীবনী ও বাণীকে খাতার পাতায় ধরে রাখতে। ইহা ব্যতিরেকে প্রেরিত পুস্তক জিইয়ে রাখা দুরূহ হ'ত; দীনদুনিয়ার কাজ কারবার নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত।

৩। ইসলামের আবির্ভাবের সময় পর্য্যন্ত আরব জগতে অর্থাৎ আরব উপদ্বীপ এবং এর সংলগ্ন—উত্তর পশ্চিম ও উত্তর পূর্ব স্থানের কিছুটা নিয়ে সীমাবদ্ধ স্থানটুকুতে কোন প্রতিভার চিহ্ন দেখা যায়নি। কাব্য, বাগ্মিতা এবং আইন শাস্ত্রই ছিল প্রাগ—ইসলামিক আরবদের একমাত্র শিক্ষনীয় বিষয়। বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের কোন স্থানই তাদের শিক্ষার ধারণার মধ্যে ছিল না। কিন্তু হজরতের বাণী এই জাতির নবজাগ্রত প্রাণশক্তিকে এক নূতন ধারায় প্রধাবিত করল। এমন কি তাঁর জীবদ্দশায়ই এই নূতন শিক্ষা-প্রণালীর প্রাণ-কেন্দ্র সংস্থাপিত হ'ল যার ফলে আমরা দেখতে পাই পরবর্ত্তীকালে—বাগদাদ, সেলার্ণো, কায়রো এবং কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এখানেই এই মহামনীষী এক উন্নত অশরীরী আত্মার সাধনার কথা বলে গেছেন, "তন্ময় চিত্তে স্রষ্টার এই বিশাল সৃষ্টি সম্বন্ধে এক ঘণ্টা ধ্যান করা সত্তর বছর উপাসনার চেয়েও বেহ্তর", "মনদিয়ে এক ঘণ্টা জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করা হাজার শহীদের জানাজায় হাজির হওয়া—কিংবা হাজার রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নমাজ পড়ার চেয়েও কল্যাণপ্রদ।"

"যে ব্যক্তি জ্ঞানানুসন্ধানে বাহির হয় খোদাতা'লার আশীর্ব্বাদের ডালিতে তার জন্য একটী—বিশিষ্ট স্থান রাখা হয়। প্রতিপদক্ষেপেই তার মাথায় বর্ষিত হয় আশীষ ঝরণা, প্রতিটি শিক্ষার বিনিময়ে তার জন্য জমা থাকে প্রচুর পুরস্কার।" "জ্ঞান-পাগল ব্যক্তিকে বেহেশ্তের দ্বারে এসে—ফেরেশ্তারা অভ্যর্থনা জানাবে।" গুণী ব্যক্তির উপদেশ শ্রবণ করা বিজ্ঞানের সাধনা, হৃদয়ে স্থান দেওয়া মামুলী ধর্মকর্ম্মের চেয়ে অথবা শত শত ক্রীতদাস মুক্তি দেওয়ার চেয়ে পুণ্য কর।" "বিদ্যা এবং বিদ্বান, জ্ঞান এবং জ্ঞানী এ জগতে যাকে আদর করেন পর জগতে খোদার কাছেও তার যথেষ্ট আদর মিলবে।" "যে ব্যক্তি গুণীকে আদর করে সে আমাকেই শ্রদ্ধা করে।" শিশু রাষ্ট্রের পক্ষে আশু ফলপ্রদ বিষয় হজরত আলী প্রায়ই বক্তৃতা করতেন। তাঁর প্রসিদ্ধ বক্তৃতাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—"বিজ্ঞানে উৎকর্ষ লাভ সকল সম্মানের সেরা সম্মান। বিদ্যাকে যে সঞ্জীবিত করে তুলে সে মরেও অমর। মানুষের শ্রেষ্ঠতম অলঙ্কার বাগ্মিতা।"

(৫) স্বভাবতঃই হজরত এবং প্রধান শিষ্যদের এবম্বিধ ভাবধারা সকল শ্রেণীর লোককেই শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে তুললো। হীরার নিকটবর্ত্তী স্থানের এক ছাহাবা কুফিক লিখন পদ্ধতি শিক্ষা করেছিলেন, এর ফলে প্রাথমিক মুসলমানেরা উন্নতির দিকে ছুটলো।*

---

* আরবরা সাধারণতঃ লিখন পদ্ধতি অপেক্ষা স্মৃতিশক্তির উপর অধিকতর নির্ভর করিত বলিয়া তাহাদের মধ্যে লেখার রীতি বহুল ভাবে প্রচলিত ছিলনা সত্য, কিন্তু তথাপি রছুলুল্লাহর (দঃ) জীবদ্দশাতেই তাঁহার বহু সহচর লিখন বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। স্বয়ং ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে স্প্রেংগর ও গোল্ড্ সিহর [Gold Ziher] স্বীকার—করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র জীবনকালেই ছাহাবাগণ কোর্আনের ন্যায় হাদীছও লিপিবদ্ধ—করিয়াছিলেন। হাদীছ ও রিজালের গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত রহিয়াছে যে, আবদুল্লাহ বিনে আম্র বিন্‌ল আছ রছুলুল্লাহর (দঃ) এক সহস্র হাদীছ এবং আবুবক্র ছিদ্দীক পাঁচ শত হাদীছ আপনাপন গ্রন্থে সংকলিত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আলী—মূর্তযা, ছমরা বিনে জনদব, জাবির বিনে আবদুল্লাহ, উবাদা বিনে ছঈদ, আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছ, আবদুল্লাহ বিনে আবি আওফা ও আবু হোরায়রা প্রভৃতি হাদীছের গ্রন্থাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের জন্য তাবাকাতে ইব্নে ছাআদ (৪)

অবশিষ্ট 'নোট' পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অবশ্য সেই যুগ ছিল লক্ষ্যহীন, প্রাণহীন জীবনদর্শনের বিরুদ্ধে বিশ্বাসের ঐকান্তিকতায় ভরা নূতন হৃদয়ের সংগ্রামের যুগ, সাধারণ ধর্মকর্ম দিয়ে একটা ভক্তিমান হৃদয় জিইয়ে রাখা এবং দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রাম সংঘর্ষে যে সব বিদ্যার বাস্তব সার্থকতা ছিল, তাদের দিকে ছিল প্রাথমিক মুসলমানদের প্রধান—লক্ষ্য।

(৬) এর পরই আরম্ভ হলো নীরব চিন্তার যুগ। হজরতের বাস্তব জীবন দর্শনেই এর বীজ নিহিত ছিল। এমন কি তিনি যখন প্রচার কর্ম করছিলেন তখনও জ্ঞানী ছাহাবারা প্রতিটী আদেশ উপদেশের সার্থকতা সম্বন্ধে চিন্তা করছিলেন। হজরত নিজেই বলে—গেছেন যে তাঁর আদর্শের সার্থকতা উপলব্ধি করতে হলে জ্ঞানীদের ধার ঘেঁষতেই হবে। অবশ্য সে যুগে তাঁর কথা বুঝবার মত হজরত আলীর চেয়ে যোগ্য লোক খুব কমই ছিলেন। * বিশেষতঃ তিনি ছিলেন একাধারে হজরতের প্রিয়তম বন্ধু, বিশ্বস্ত সহচর, প্রাণপ্রিয় চাচাত ভাই এবং পুত্র-তুল্য—জামাতা। বস্তুতঃ শিশুকাল থেকেই আলীর (রাঃ) হৃদয়ে যে শিক্ষার বীজ ধীরে ধীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছিল তা বিশাল মহীরুহের আকারে প্রকাশ পেয়েছিলো।

(৭) প্রাথমিক খলিফাদের অধীনে আরব জাতির বিজয়াভিযানে ব্যস্ত থাকা সত্বেও ইসলামের রাজধানীর বুকে সাহিত্য বা চারু শিল্পের বিন্দুমাত্র অমর্য্যাদা হয়নি। হজরত আলী এবং তাঁর চাচাত ভাই ইবনে আব্বাছ কাব্য, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস এবং গণিত শাস্ত্র সম্বন্ধে সাধারণ সভায় বক্তৃতা দিতেন। অনেকে আবৃত্তি ও বাগ্মিতা শিক্ষা দিতেন। আবার কেহ কেহ Caligraphy সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। এই শেষোক্ত ক্যালীগ্রাফী ছিল প্রাচীন যুগের জ্ঞান বিজ্ঞানের এক অমূল্য সম্পদ।

(৮) হজরত উসমানের শোচনীয় মৃত্যুর পর আলীর স্কন্ধেই শাসনভার ন্যস্ত হলো। অবসর কালে হজরত আলী রসুলের বাণীসমূহ ন্যায় শাস্ত্রের দৃষ্টিতে বিচার করে দেখতেন। ফরাসী ঐতিহাসিকের—ভাষায় "যদি না আততায়ীর হস্তে তিনি প্রাণ হারাতেন তাহলে মুসলিম জগতে এমন একজন মনীষী বেঁচে থাকতেন যাঁর মধ্যে আমরা দেখতে পেতাম ন্যায় এবং যুক্তির আলোকে সংমিশ্রিত হজরতের শিক্ষার সম্যক্ উপলব্ধি এবং দৈনন্দিন জীবনে সেই সত্য দর্শনের সহজ সুন্দর প্রয়োগ।"* জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি যে ঐকান্তিক আগ্রহ হজরতকে প্রসিদ্ধ করে রেখেছে

২য় প্রং ৭ ও ৮ পৃঃ; বুখারী—ইল্‌ম, তিরমিযী—ইল্‌ম, মুছনদে আহমদ (২) ১৬৪, ২০৭, ২১৫ ও ২৪৮ পৃঃ; তাবাকাতুল হুফ্‌ফায (২) ৫পৃঃ; বুখারী—দীয়ত; তিরমিযী—শাহাদৎ; বুখারী—জিহাদ, জামে-উ-বয়ানিল্ ইল্‌ম প্রথম খণ্ড প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

তর্জুমান সম্পাদক।

* রছুলুল্লাহর (দঃ) কথা বুঝিবার মত আলী মূর্তযা অপেক্ষা অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি যে খুব কম ছিলেন তাহা সত্য, কিন্তু তাঁহার তুল্য যোগ্যতা-সম্পন্ন আরও বহু ছাহাবা ছিলেন। আবুবকর—ছিদ্দীক, উমর ফারুক, উছ্‌মানগণি, আবু উবায়দা, ইবনে মছ্‌উদ ও ইবনে আব্বাছ এবং জননী আয়েশার প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কথা এড়াইয়া যাওয়ার কারণ কি? —— তর্জুমান সম্পাদক।

* আলী মূর্তযার শাহাদৎ উছ্‌মান যিন্‌নুরয়নের শাহাদতের মতই মুছলমানগণের জাতীয় দুর্ভাগ্য কিন্তু আলীর শাহাদতের ফলে রছুলুল্লাহর (দঃ) শিক্ষার উপলব্ধি এবং দৈনন্দিন জীবনে ইছ্‌লামের সত্যরূপ দর্শন করার উপায় ও উহার সুন্দর ও সহজ প্রয়োগ ব্যাহত হইয়াছিল, একথা ঐতিহাসিক ভাবে অসত্য এবং ইছ্‌লামের ছদ্মবেশী শত্রুর মিথ্যা অপপ্রচারণা! ইছ্‌লামের সত্যরূপ স্বয়ং রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় পবিত্র জীবন-পদ্ধতিতে রূপায়িত করিয়াছিলেন, ইছ্‌লামের সম্যক উপলব্ধি আলীর ন্যায় বহু ছাহাবার জীবনাদর্শে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল, উহার সুন্দর ও সাহজিক প্রয়োগ ও রূপায়ণ রছুলুল্লাহর (দঃ)—জীবনকালের ন্যায় আজও সুসাধ্য ও সম্ভবপর। দীনে-ইছ্‌লামের পূর্ণতার সাক্ষ্য কোর্‌আনে "ইত্‌মামে নেয়ামতে"র আয়ত দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, ইহা আলী বা উছমানের মুখাপেক্ষী রহেনাই। —— মুছলমানদের মধ্যে সন্দেহবাদ সৃষ্টি করার এ অপূর্ব কৌশল কেবল ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর এবং তাহাদের অন্ধ অনুসারীদের পক্ষেই সম্ভবপর।

— তর্জুমান সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হজরত আলীর প্রতিটী কথায়ই তাঁর মাহাত্ম্য—ঘোষিত হয়। যে যুগে তিনি বাস করতেন তার চেয়ে অনেক উদার ছিল তাঁর মন। একসাথে হয়েছিলো আন্তরিক ভক্তি এবং ঐকান্তিক বিশ্বাস। তাঁর জনৈক উত্তরাধীকারী কর্তৃক রক্ষিত তাঁর ধর্মোপদেশ এবং বক্তৃতাবলী (?) হইতে আমরা অনন্ত মঙ্গলের চিরন্তন উৎস এবং মানবতার অফুরন্ত বিশ্বাসী এক শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ের পরিচয় পাই।

ইসলামের খেলাফতে উমাইয়া বংশের অধিষ্ঠান মুসলিম জগতে জ্ঞানবিজ্ঞান এবং উদার মতবাদের মূলে কুঠারাঘাত করেছিল। * তাঁদের যুদ্ধবিগ্রহবহুল রাজত্বকালে লোকে হৃদয়বিকাশের দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর পায় নাই। তাছাড়া খলিফারা প্রাচীন—যুগের পৌত্তলিকতা দ্বারা খানিকটা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। যুদ্ধ এবং রাজনীতি নিয়েই ছিল তাঁদের কারবার। সুদীর্ঘ একশতাব্দী ব্যাপী উমাইয়া বংশের রাজত্বকাল শুধু একটী মাত্র বিদ্যোৎসাহী লোক সৃষ্টি করেছিলো, এঁর নাম (মারওয়ান পরিবারের দার্শনিক) আবু হাসিম খালেদ ইবনে এজিদ। কিন্তু শিক্ষার প্রতি তাঁহার আগ্রহের জন্য তাঁহাকে খেলাফত হ'তে বঞ্চিত করা হয়েছিল। *

* উছ্‌মানগনীও উমাইয়া বংশীয় ছিলেন, তবে কি লেখক আমাদিগকে বুঝাইতে চান যে,—তিনিও জ্ঞানবিজ্ঞান ও উদার মতবাদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন? উমাইয়াদের যুদ্ধবিগ্রহবহুল রাজত্বকালেই (!) ইছ্‌লাম সাহারা হইতে সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। উমাইয়ারাই জিব্রাল্টর অতিক্রম করিয়া স্পেন ও কনস্ট্যান্টিনোপল পর্য্যন্ত ইছ্‌লামের হেলালী নিশান উড়াইয়াছিল। কন্‌স্ট্যান্টিনোপল যে মুছলিম বাহিনী সর্ব প্রথম অবরোধ করিয়াছিল, তাহার সৈন্যাধ্যক্ষের নাম ছিল ইয়াযিদ বিনে মুআবিয়া। রছুলুল্লাহ (দঃ) মদীনায় সর্বপ্রথম যাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই আবু আইয়ুব আনছারী এই ইয়াযীদের পতাকার নিম্নে লড়িতে লড়িতে কন্‌স্ট্যান্টিনোপলে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। ইছলামের অতীত গৌরব কাহিনীকে ইউরোপের তথাকথিত মনীষীরা 'আঙ্গুর অতিশয় টক' বিবেচনা করিয়া দাদা হাঙ্গামার গল্প বলিয়া উপহাস করিতে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের নামে মুছ্‌লিম জাতিকে পরপদানত ক্লীব জাতিতে পরিণত করার সদুপদেশ দান করিতে পারেন কিন্তু কোন মুছ্‌লিম ঐতিহাসিকের পক্ষে এই উদ্দেশ্যপূর্ণ অপপ্রচারণার ইন্ধন যোগান কোন ক্রমেই উচিত নয়। উমাইয়া বা আব্বাছীয়া যুগে হযরতের (দঃ) বংশধরগণ জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনায় কতটুকু সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, অন্ধভক্তি ও গতানুগতিকতার মোহ পরিত্যাগ করিয়া ঐতিহাসিক প্রণালীতে তাহা কেহ প্রদর্শন করিবেন কি? তর্জুমান সম্পাদক।

* সুখের বিষয় উমাইয়াগণের শত বার্ষিক ইতিহাসে বিদ্যোৎসাহীরূপে শুধু ইয়াযিদের পুত্রকেই খুঁজিয়া বাহির করা হইয়াছে। ইনি মরওয়ান পরিবারের দার্শনিক নহেন এবং কেহ ইহাকে খিলাফত হইতে বঞ্চিত করেনাই। বনু উমাইয়ারা সমবেত ভাবে ইহাকে খলীফা মনোনীত করিয়াছিলেন। তিন মাস পর ইনি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং রসায়ন শাস্ত্রের গবেষণায় মনোযোগী হন। ইনি রসায়ন, চিকিৎসা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং গ্রন্থকার ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় ইঁহাকে বিদ্যোৎসাহীরূপে স্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু উমাইয়াগণের অন্যতম নরপতি পঞ্চম খলীফায় রাশিদ উমর বিনে আবদুল আযীয বিদ্বান, বিদ্যোৎসাহী ও আদর্শ মুছ্‌লিম রাষ্ট্রাধিনায়ক ছিলেন কিনা, সে বিষয়ে উচ্চবাচ্য করা হয়নাই। ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ইমাম আবু হানীফার সময় পর্যন্ত উমাইয়াগণের রাজত্বকাল, এই সময়ের ভিতর কোন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিকে ইছ্‌লামের ইতিহাস হইতে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা সম্ভবপর হয়নাই, কারণ বৈদেশিক দর্শনশাস্ত্র ও অনৈছ্‌লামিক মতবাদের আমদানী তখনো ঘটিতে পারেনাই। আরাবী খিলাফতে আজমীদের প্রভাব তখন পর্যন্ত বিস্তৃত হয় নাই। যেদিন হইতে মুছলমানদের জাতীয় জীবনে অনৈছ্‌লামিক মতবাদ ও চিন্তাধারা সংক্রামিত—হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বিবেচনায় মুছলমানগণের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনা আরম্ভ হইয়াগিয়াছে! এই উদ্ভট গবেষণার প্রতিক্রিয়া কি? সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ও ভয়াবহ মিথ্যা প্রচারিত হইয়াছে যে, উমাভী—খলীফারা প্রাচীন পৌত্তলিকতা দ্বারাও নাকি প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। এ আবিষ্কারের সূত্র যে কি, আমরা তাহা অবগত নই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, উনবিংশ শতকের অষ্টম দশক পর্যন্ত পাদ্রী—ছাহেবরা যেরূপ প্রচার করিয়া বেড়াইতেন যে,—মুছলমানরা মহামেট নামক এক সুবর্ণ প্রতিমার পূজা করিয়া থাকে, উমাভী খলীফাদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত মিথ্যা প্রচারণা তাহারই চর্ব্বিত চর্ব্বন মাত্র। কিন্তু মুছলিমগণের জাতীয় ইতিহাসকে কলংকিত করার এই অসাধু প্রচেষ্টা কোনক্রমেই সফল হইবার নয়।

তর্জুমান সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

(৯) হিন্দ এবং আবু সুফিয়ানের বংশধরদের হিংস্র সন্দেহ এবং নিরন্তর শত্রুতা হজরতের বংশধরদিগকে যুদ্ধবিগ্রহ থেকে অনেকটা দূরে সরিয়ে—রেখেছিল। * সেই দুর্য্যোগ দুঃখদৈন্য ঘেরা দিনেও তাঁরা পরম বিশ্বস্ততা ও ভক্তির সঙ্গে তাঁদের পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। জ্ঞানের সাধনায় তাঁরা যা একটু শান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। জ্ঞানের প্রতি তাঁদের অপরিসীম প্রীতি, মানব সেবায় নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গ এবং ধর্ম্মোপদেশের সাধারণ ব্যাখ্যায় অনেক উচ্চস্তরের ধ্যানধারণা ইসলামের আধ্যাত্মিকতা এবং ব্যাপকতারই পরিচায়ক।

ইমাম জাফর আস-সাদিকের বিজ্ঞানের সংজ্ঞা থেকে আমরা মানব জাতির উন্নতিতে তাঁদের সুদৃঢ় বিশ্বাসের পরিচয় পাই। তাঁর মতে হৃদয়কে জ্ঞানালোকে আলোকিত করাই এর সার কথা, শাশ্বত—সত্যকে খুঁজে বের করা এর মুখ্য উদ্দেশ্য; উৎসাহ উদ্দীপনা একে চালিত করে, যুক্তিতর্ক একে যাচাই করে দেখে খোদাতা'লা একে অনুপ্রাণিত করেন এবং মানুষের মুখ দিয়েই এর প্রচারও প্রকাশ হয়।

(১০) শ্রদ্ধাপ্রীতিপূর্ণ সহানুভূতিশীল ধৈর্য্যবান সহচরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ায় হজরতের—নিকট উত্তরাধীকারীরা তাঁদের সঙ্গীদের বহুমুখী চিন্তাধারা দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তবুও টলেমী বংশের রাজত্বকালীন এথেন্স বা—আলেকজান্দ্রিয়ার অবস্থার মত তাঁদের দর্শন শুধু প্রাণহীন নির্জীব বাক সমষ্টিতে পর্যবসিত হতে—পারেনি। —ক্রমশঃ

* হিন্দ ও আবু ছুফ্‌য়ানকে রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং ক্ষমা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জাহেলীয়তের অবিমৃষ্যকারিতার স্তূপ খনন করিয়া পুনরায় শিয়া-ছুন্নীর বিদ্বেষাগ্নি প্রজ্জলিত করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ইছ্‌লামের বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাসের একটী অক্ষরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিবেনা। উমাইয়া-রাজত্বকালে যেরূপ ইছ্‌লামী গণতন্ত্রের অবসান—ঘটিয়াছিল. রছুলুল্লাহর (দঃ) বংশধরদিগকে কেন্দ্র করিয়া তেমনি জাতীয় সংহতির বিরুদ্ধে সর্ব্বত্র অভিযান পরিচালিত করা হইয়াছিল। এই দ্বিবিধ অভিশাপের প্রতিযোগিতা-কোন্দল কোনদিক দিয়াই কোনদিন মুছলমানদের জন্য কল্যাণকর হয়নাই।

তর্জুমান সম্পাদক।

যিক্‌রে ইক্‌বাল।

[গত ২১শে এপ্রিল 'ইক্‌বাল দিবস' উপলক্ষে পাবনা টাউন হলে তর্জুমানুলহাদীছের সম্পাদক সভাপতি-রূপে যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহার সারাংশ নিখিল বংগ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের সেক্রেটারী মওলবী মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ, বি, টি সংগে সংগে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সামান্য সংশোধন সহকারে উক্ত বক্তৃতা তর্জুমানুল হাদীছে প্রকাশিত হইতেছে।

হাম্‌দ ও ছানা এবং উপক্রমণিকার পর—

بیا بمجلس اقبال و یک دو ساغر کش
اگر چہ سرنہ تراشد قلندری داند !

আসুন, ইক্‌বাল-সভায় ব'সে দু, এক পেয়ালা পান করুন। যদিও সে মাথা মুড়ায় না, তবুও—কলন্দরী (বৈরাগ্য) জানে।

ইক্‌বাল সম্বন্ধে আলোচনা সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষ করে আমাদের পূর্ববংগবাসীদের পক্ষে।—কবি বা দার্শনিককে বুঝতে হলে তাঁর পয়গামের সংগে প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচিত হওয়া চাই। 'সাত নকলে আসল খাস্তা' যে অভিজ্ঞতা, তার সাহায্যে অন্য কিছু বুঝতে পারা যাক কি না যাক, কবি আর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দার্শনিককে সত্যিকার ভাবে বুঝা চলে না। তারপর নকলের মারফতে বুঝার যে পন্থা, সে সুবিধাটুকুও আমাদের নেই। ইক্‌বালের স্মৃতিপালন করা এবং তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলা ফ্যাশনে পরিণত হ'লেও ইক্‌বালের কাব্য ও দর্শনকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার কোন বাস্তব প্রচেষ্টা আমাদের মধ্যে আজ পর্যন্ত—দেখা দেয়নি। পুঁজিপতি কবিদের পক্ষে প্রচারণা ও প্রোপাগাণ্ডার ঢাক ঘরে বাইরে পিটবার যে সুবিধা রয়েছে, ইক্‌বালের বেলায় সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করারও উপায় ছিল না।

'ইক্‌বাল-প্রতিভা'র সংগে জনমণ্ডলীর সাক্ষাৎ পরিচয়ের সূত্রপাত হয় লাহোরের বিখ্যাত 'আন্‌জুমানে হিমায়েতে ইছলামে'র বার্ষিক অধিবেশন—গুলোতে। এর বিভিন্ন অধিবেশনে প্রথম প্রথম ইক্‌বাল তাঁর রচিত কবিতা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সুললিত ঝংকারে পাঠ করতেন আর শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধ—হয়ে শুনতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর প্রতিভার সৌরভ দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো। বাংলায় ইক্‌বাল পরিচিত হবার আগেই নিকল্‌সন ইংরেজীতে তাঁর 'আছরারে খুদী'র তর্জমা করলেন। জর্মন এবং রুষ ভাষাতেও তাঁর বিভিন্ন লেখা অনূদিত হলো। ডক্টর ব্রাউন ১৯২১ সালে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর—মুখপত্রে আছরারে খুদীর সমালোচনা প্রকাশ করলেন। তাঁর বিখ্যাত Literary History of Persia গ্রন্থে ইক্‌বালের নাম উল্লিখিত হলো। ডক্টর স্পোজ 'শিক্‌ওয়া'র অনুবাদ করলেন। মিঃ ফরেস্টর 'এথিনিম' পত্রে ইক্‌বাল কাব্যের এবং দর্শনের বিস্তৃত আলোচনা বের করলেন। এই সব আলোচনা অনুবাদ ও সমালোচনার ফলে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ইক্‌বালের গুণমুগ্ধদের দল বেড়ে গেল। দুঃখের বিষয় আমাদের—মাতৃভাষায় আজ পর্যন্ত তাঁর Master Peice গুলো যোগ্যতার সাথে অনূদিত হলো না। ইক্‌বালের স্বপ্ন ও দর্শন আমাদের কাছে আজ পর্যন্ত হেঁয়ালী হয়েই আছে। আমাদের উচিত এ দিকে মনোযোগ দেওয়া। পারস্য, মিছর, আরব ও তুর্কীতে ইক্‌বাল সাহিত্যের যতটুকু চর্চা হয়েছে, আমাদের অন্ততঃ ততটুকু চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক।

আমি নিজে কবি ও দার্শনিক এ দুটোর একটাও নই, সুতরাং আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক এবং মহাকবিকে ঠিক ঠিক ভাবে আপনাদের সামনে কেমন করে তুলে ধরবো? তাছাড়া ইক্‌বালকে স্বয়ং ইক্‌বালও সঠিকভাবে বুঝে উঠ্‌তে পারেন নি, অন্য-পরে কা কথা? কবি নিজেই এ অসুবিধাটা বিভিন্ন স্থানে স্বীকার করেছেন। এক জায়গায় বলেছেন,—

زاهد تنگ نظرنے مجھے کافر جانا
اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلماں ہوں میں!

"সংকীর্ণচেতা সাধু আমাকে কাফের ভাবে,
আর কাফের বুঝে আমি প্রকৃতপক্ষে মুছলমান!"

আর একস্থানে অধিকতর স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন,—

'میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا'
گہرا ہے مرے بحر خیالات کا پانی!
'اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے'
کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے!

"আমি নিজেই নিজের তাৎপর্য অবগত নই,
"আমার চিন্তা-সমুদ্রের পানী সুগভীর,
"ইক্‌বালও ইক্‌বালকে চিনেনা,
"ইহা তামাশার কথা নয়, আল্লাহর শপথ ইহা তামাশা নয়।"—বাংগে দিরা।

ইক্‌বালের একটা বৈশিষ্ট এইযে, পুরাতন দর্শন শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান যেমন ছিল প্রগাঢ়, আধুনিক দর্শন বিজ্ঞানেও তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল তেমনি অতলস্পর্শী। তাঁর Development of Metaphysics in Persia গ্রন্থে—তিনি প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রের সমুদ্র যেভাবে মন্থন করেছেন, বু'আলী ছীনা, গায্‌যালী, ইব্‌নে হয্‌ম শহরস্তানী ও রুমীর চিন্তাধারাগুলি যেভাবে পর্যালোচনা করেছেন, বাস্তবিক তা বিস্ময়কর! তাঁদের মতবাদের তিনি শুধু পাঠক ও অনুবাদক ছিলেননা, ওগুলি হ'তে তিনি যেসব রহস্য আর তথ্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন, তা পাঠ করলে তাঁর দার্শনিক বিশেষজ্ঞতা সম্বন্ধে কেউ দ্বিধাহীন থাকতে পারেনা। পুরাতন ও নূতনের মধ্যে তিনি এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন 'কোরআনে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হাকীমে'র মধ্যস্থতায়। কোর্আন সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা ও সাধনা ছিল অপরিসীম। ইক্বালের গবেষণাগুলি তাঁর পরবর্তী Reconstruction of Religious Thought নামক গ্রন্থে রূপ গ্রহণ করেছে আর কোর্আনী দর্শনের এই স্বর্গীয় সুরে তাঁর পরবর্তী কাব্য অনুরণিত হয়ে উঠেছে।

ইক্বালের এই পরিপুষ্টি ও পরিণতি আকস্মিক ভাবে ঘটেনাই, এটা ক্রামশিক ভাবেই ঘটেছে। পরিণতির পূর্ববর্তী অবস্থার চিত্র তিনি নিজেই নিখুঁৎ ভাবে এঁকেছেন,—

علم حاضر بھی پڑھا' زائر لندن بھی ہوئے'
مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے'
بے عمل تیھ ھی جواں' دیس سے بدظن بھی ہوئے'
صفت طائرگم کردہ نشیمن بھی ہوئے!

"আধুনিক শিক্ষা অর্জন কর্লুম, লণ্ডনের তীর্থযাত্রীও হলুম! তারকার মত জাতির ভাগ্যাকাশেও উজ্জল হয়ে উঠ্লুম। যুবকরা এম্নিই তো ছিল—নিষ্কর্মা, এখন ধর্ম সম্বন্ধেও সন্দিগ্ধ হয়ে পড়্লো, নীড় হারানো পাখীর মত তাদের দুরবস্থা ঘট্লো!
বাংগে দিরা।

ইক্বাল জাতির ভাগ্যাকাশে যখন উদিত হন, তখন সাহিত্যের বীণায় কোন্ সুর বাজ্ছিল?

তখনকার দিনে উর্দু সাহিত্য মধ্যভারতের—মুছলমানগণের নিজস্ব সাম্প্রদায়িক বা প্রাদেশিক সম্পদ ছিলনা। উর্দু সাহিত্য-সৃষ্টির ব্যাপারে হিন্দুর দান মুছলমানদের তুলনায় হয়তো কিছু কম কিন্তু নগণ্য ও অপ্রচুর নয়। আরও চমৎকার ব্যাপার এইযে, উর্দু সাহিত্য সৃষ্টির সাধনায় বাংলার কৃতিত্বও—অবজ্ঞার বস্তু নয়। অযোধ্যার রাজকবি একজন বাঙালী ছিলেন। কল্কাতার ওয়াহ্শাৎ আর ময়মনসিংহের খালেদ বাঙালীর সাহিত্যিক প্রতিভা দিল্লী ও লক্ষ্ণৌর শ্রেষ্ঠতম উর্দু কবিরাও অগ্রাহ্য কর্তে পার্ছেননা। আজ দুর্ভাগ্য বশতঃ রাজনৈতিক কু-মৎলবে উর্দু বিদ্বেষ প্রচার করা হচ্ছে, কিন্তু এই—সংকীর্ণতা ও দুরভিসন্ধি পরিত্যক্ত নাহওয়া পর্যন্ত 'ইক্বাল-দিবস' প্রতিপালন করার সার্থকতা নেই।

আমি বল্ছিলুম সৌভাগ্য—ইক্বালের অর্থই হচ্ছে সৌভাগ্য! সৌভাগ্যোদয়ের প্রাক্কালে হিন্দ উপ-মহাদেশে উর্দু বাংলা আর বৈষ্ণব সাহিত্যে শুধু নৈরাশ্য, অবসাদ ও আত্মবিস্মৃতির সুরই ঝংকৃত—হচ্ছিল। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার ফলে বিশেষ করে মুছলমানদের হৃদয়ের আলো একেবারেই নিভে গিয়েছিল। আশা ও আমিত্বের জন্য কোন ঠাঁই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলনা। জাগরণের কবি মওলানা হালীর বাঁশীর সুরও 'মুছাদ্দছে'র তারে মৃত্যু ও ক্রন্দনের মূর্ছনায় নেমে এসে নিস্তব্ধ হ'য়ে পড়েছিল,——

کہاں ہیں وہ اہرام مصری کے بانی ؟
کہاں ہیں وہ گرداں زابلستانی ؟
گئے پیش دادی کدھر اور کیانی ؟
مٹاکر سبھی کو یہ دنیا ہے فانی !
لگاؤ کہیں کھوج کلدانیوں کا !
بتاؤ کہیں کھوج ساسانیوں کا !

"মিছরের পিরামিড নির্মাতারা কোথায়? ছিছ্তানের বীর যোদ্ধা রুস্তম, স্ফিন্দিয়াররা কোথায়? জম্শেদ ও ফরিদুঁরা কোথায় গেল? কৈ কোবাদ, কৈখিছ্রো ও কৈকাউছ প্রভৃতি রাজন্য বর্গেরই বা কি পরিণতি হলো? কালেদীয়দের কোনখানে খোঁজ করে দেখ, সাসিনাইডদের সন্ধান কেউ বলে দাও!"

অতএব—

وہی ایک ہے جس کو دائم بقا ہے'
جہاں کی وراثت اسی کو سزا ہے!
سوا اس کے انجام سب کا فنا ہے'
نہ کوئی رہیگا نہ کوئی رہا ہے!
مسافر یہاں ہیں فقیر اور غنی سب'
غلام اور آزاد ہیں رفتنی سب!

"শুধু একজনই চিরঞ্জীবী,
বিশ্বের সাম্রাজ্য একমাত্র তাঁরই উপযোগী,
তিনি ব্যতীত সমস্তই নশ্বর,
কেউ থাক্বে না আর কেউ থাকে নাই!

www.ahlehadeethbd.org

ভিক্ষুক আর ধনিক সকলেই এ ভুবনে প্রবাসী;
দাস আর স্বাধীন সকলকেই যাত্রা করতে হবে।”

দেশ জুড়ে নৈরাশ্যের যে আঁধার সমস্ত জাতিকে অভিভূত করে ফেলেছিল, তারই ভিতর এক পুরুষ-সিংহের আবির্ভাব ঘটলো। আশা ও বিশ্বাসের দীপ্ত মশাল হাতে করে ইক্‌বাল বংশীধ্বনি করলেন আত্ম-চেতনার ও অগ্রগতির জন্য। আকুল কণ্ঠে প্রার্থনা করলেন,—

دل مردہ مومن میں پھر زندہ کر دے
وہ بجلی کہ تھی نعرۂ لاتذر میں!

“মোর্দা মুমিনের দিলে আবার যিন্দা করে দাও!
সেই বিদ্যুৎ প্রবাহ যা নূহের চীৎকার—‘ছেড়
না’র ভিতর নিহিত ছিল’—বাংগে দিরা।

অনাচারীদের জগত জোড়া প্রতাপ দেখে হয়রত নূহ কিছুমাত্র হতাশ হন নাই। আত্মবিশ্বাসের অফুরন্ত শক্তি নিয়ে পৈশাচিক শক্তিকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করার অত্যুগ্র প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—আল্লাহর আবেশে,—

رب لاتذر فی الارض من الکافرین دیارا!

“প্রভো, ভূপৃষ্ঠে অনাচারী গোষ্ঠির একটীকেও—ছেড়না।”

ইকবাল প্রার্থনা করলেন,—

عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے
نگاہ مسلماں کو تلوار کر دے!

“বুকের ভিতর দৃঢ়সংকল্পতা আবার জাগিয়ে তোল।
“মুছলমানের দৃষ্টিকে তরবারীতে পরিণত কর।”—
বাংগে দিরা।

সংকল্পের দৃঢ়তা আর আশার উদ্দীপনা জীবন্ত জাতির দৃষ্টিকে প্রখর আর অগ্নিবর্ষী করে থাকে।—পরাভূত জাতির চক্ষু হয় নিষ্প্রভ আর আনত।

আত্মবোধের কোন্ শিখরে ইক্‌বাল জাতিকে—উন্নীত করতে চান— ‘জিব্রীলের ডানায়’ তিনি তার আভাষ দিয়েছেন,—

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟

“তুমি তোমার অহংকে এতদূর সমুন্নত কর যে, অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত করার আগেই যেন সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং তোমাকে জিজ্ঞাসা করেন— বল, তোমার অভিরুচি কি? তুমি কিসে সন্তুষ্ট?

ইক্‌বালের আশাবাদের আদর্শ রোমাঞ্চকর। যবুরে আজমে বলছেন,—

در دشت جنون من جبریل زبوں صیدے
یزداں بکمند آور اے ہمت مردانہ!

“আমার পাগলামীর যে প্রান্তর, তাতে জিব্রীল একটী নিকৃষ্ট শিকার। হে বীরপুরুষ, সাহস কর আর স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাকে তোমার জালে আবদ্ধ কর।

প্রকাশ ভংগীর তীব্রতা শুধু কবির উপযোগী কিন্তু এর ভাবসম্পদ যুগিয়েছে স্বয়ং কোর্‌আন। প্রকৃত মর্দেমুমেন যারা, তারা যেমন আল্লাহর প্রেমিক, আল্লাহও তাদেরকে তেমনি অকুণ্ঠ প্রেম দান করেন, যারা আল্লাহকে আত্মনিবেদন করে পরিতুষ্ট হতে পেরেছে, আল্লাহও স্বয়ং তাদেরকে সন্তুষ্ট করার আর স্বয়ং পরিতুষ্ট হবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কোর্‌আনের বিভিন্ন স্থানে এ প্রতিশ্রুতির পুনরুক্তি করা হয়েছে।

ভীরুতা, সংশয়, দুর্বলতা আর Inferiority Complex জাতির মরণ-বাণ। ইক্‌বাল এ গুলিকে পরিহার করার জন্য জাতিকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন,—

تو رازِ کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا
خودی کا رازداں ہو جا خدا کا ترجماں ہو جا!
مصافِ زندگی میں سیرتِ فولاد پیدا کر
شبستانِ محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا!
گزر جا بن کے سیلِ تند رو کوہ و بیاباں میں
گلستاں راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا!

“তুমি সৃষ্টির গোপন রহস্য, নিজের
চোখের সম্মুখে প্রদীপ্ত হও,
অহং-রহস্যের ধারক হও, স্রষ্টার
তর্জুমান হও,
জীবন-সংগ্রামে লৌহের প্রকৃতি
অর্জন কর,
প্রেমের বাসর গৃহে রেশম ও
পুর্ণিয়ানের মত সুকোমল হও,

www.ahlehadeethbd.org

পর্বত ও অরণ্যানিতে বিক্ষুব্ধ
ঝটিকা-স্রোতের মত প্রবাহিত হও,
পথে যদি গুলবাগিচা দেখ
তাহলে কুল কুল প্রবাহিনী মিষ্ট স্রোতস্বিনীতে—
পরিণত হও!"

ইক্‌বালের দৃষ্টিভংগী সাম্প্রদায়িকতার সীমাকে অতিক্রম করেছে। ইছ্‌লামের জয়গান ও উহার পুনঃ প্রতিষ্ঠার আহ্বান ইক্‌বাল-সাহিত্যের প্রাণবস্তু হওয়ায় কেউ কেউ তাঁর কবিত্বকে সাম্প্রাদায়িকতা দোষে দুষ্ট প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন কিন্তু তাঁরা প্রকৃতপক্ষে কবির প্রতি সুবিচার করেননি। কবি মুছলিম সন্তান রূপে ইছলামের জয়গানে ব্রতী—হননি। মনুষ্য জাতির জীবনাদর্শ ও কর্মপদ্ধতির যে দার্শনিক তথ্য তিনি আবিষ্কার করেছেন, তা—যেমন গতানুগতিক নয়, তেমনি উহা পক্ষপাতহীন। বিশ্বের দর্শন ভাণ্ডারকে প্রক্ষালন করে অবশেষে—তিনি যে অমৃত আহরণ করেছিলেন, তাই ছিল তাঁর ইছলাম, পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডারকে মন্থন করে যে কর্মপদ্ধতি তিনি মানব জাতির অবলম্বনীয় বলে স্থির করেছিলেন, তারই নাম ছিল তাঁর পরিভাষায়—কোর্‌আনী জীবন পদ্ধতি। যে সকল তথাকথিত সাহিত্যিক শস্তা পপুলারিটী কেনার আশায় কোর্‌আন ও ইছলামী দর্শনশাস্ত্রের একটী অক্ষরও না পড়ে এক নিঃশ্বাসে ভলটেয়ার, রুষো, রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের সংগে মোহাম্মদ মুছ্‌তফার (দঃ) নাম জুড়ে দেওয়ায় অভ্যস্ত, সুখের বিষয় ইক্‌বাল সে রূপ অর্বাচীনতার পরিচয় দেননি। মুছলিম জাতির জন্য তাঁর অন্তরে সীমাহীন স্নেহ ও দরদ থাকা সত্বেও প্রচলিত নামধারী মুছলমানদের কুত্রাপি তিনি সমর্থন—করেন নি। তাঁর কাব্যের প্রধান সম্পদ হচ্ছে আদর্শবাদীতা ও কর্মযোগের সাধনা, যে জাতি তাঁর আদর্শকে বরণ করবে আর কর্মযোগের সাধক হবে, ইক্‌বাল তাদেরকেই মুছলিম বলে মেনে নিয়েছেন আর—তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবী স্বীকার করেছেন। বাংগে দিরায় বলেছেন,—

یہی آئین قدرت ہے یہی اسلوب فطرت ہے
جو ہے راہ عمل میں گامزن وہی محبوب فطرت ہے!

"আল্লাহর বিধান আর প্রকৃতির রীতি হচ্ছে, যে জাতি কর্মপথে অগ্রসর হবে, সেই হবে প্রকৃতির প্রিয়।

'বালে জিব্রীলে' ইক্‌বালের এই মতবাদ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে,—

پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی
تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی؟
کافر ہے مسلماں تو شاہی نہ فقیری
مؤمن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی!
کافر ہے تو کرتا ہے تابع تقدیر مسلماں
مؤمن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الٰہی
کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ
مؤمن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی!

"প্রকৃতির সাক্ষ্য গ্রাহ্য, তাকে কর জিজ্ঞাসা
"তুমি লক্ষের যাত্রী না পথভ্রষ্ট পথিক?
"মুছ্‌লিম যদি কাফের হয়, তার জন্য বাদশাহীও নেই ফকীরিও নেই,
"আর যদি মু'মিন হয়, তাহলে সে ফকীরির—মধ্যেও রাজত্ব করে।
"মুছ্‌লিম যদি কাফের হয়, তাহলে সে হয় অদৃষ্টের অনুগত,
"আর যদি মু'মিন হয়, তাহলে সে স্বয়ং হয়—আল্লাহর তক্‌দীর (অভিপ্রায়)!
"মুছ্‌লিম কাফের হ'লে শুধু তরবারীর উপরেই করে নির্ভর,
"আর মু'মিন হলে সে বিনা তরবারেই করে—থাকে যুদ্ধ।" বালে-জিব্রীল।

'যরবে কলীমে' কাফের ও মুমিনের পার্থক্য এক কথায় শেষকরে ফেলা হয়েছে,—

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے،
مؤمن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق!

"কাফেরের পরিচয় হচ্ছে এই যে, সে বিশ্বভুবনে হয়েছে বিলীন,

www.ahlehadeethbd.org

"আর মু'মিনের পরিচয় এই যে, বিশ্বভুবন তার মধ্যে হয়েছে বিলীন।"

ইক্‌বালের দার্শনিকতা শুধু 'মুছ্‌লিম' রূপে—পরিচিত দল বা সম্প্রদায়কে সমর্থন দেয় নাই, যে ইছ্‌লাম ও ঈমানের সমর্থন তাঁর কাব্যে ও শিক্ষায় রয়েছে, তা বিশ্বমানবের উত্তরাধিকার। ঐকান্তিক বিশ্বাস ও বলিষ্ঠ কর্মসাধনাকে যে যেনামেই অভিহিত করুক, ইক্‌বাল তার পূর্ণ ও নিখুঁৎ রূপায়ণ কোর-আনী শিক্ষার ভিতরেই দর্শন করেছিলেন। মৃত মুছলিমকে তাই তিনি পুনঃ পুনঃ কোর্‌আনের দিকে আহ্বান করেছেন, তাঁর বেখুদীতে বল্‌ছেন,—

گر تو می خواهی مسلمان زیستن
نیست ممکن جز بقرآن زیستن !

"যদি তুমি সত্যি মুছলমান রূপে বাঁচতে চাও (তাহলে) কোর্‌আন ছাড়া বাঁচার কোন সম্ভাবনাই নেই।"

মোল্লাদের ইছলামকে যে তীব্র বিদ্রূপের আঘাত তিনি হেনেছেন, তার জন্য মোল্লারা কোন কালে যে ইক্‌বালকে ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বেন, তার ভরসা খুব কম। বল্‌ছেন,—

دین حق از کافری رسوا تراست'
زانکه ملا مؤمن کافر گراست !
از شکر فیها ئے آن قرآن فروش'
دیده ام روح الامین را در خروش !
زاں سوئے گردوں دلش بیگانهٔ'
نزد او ام الکتاب افسانهٔ !
بے نصیب از حکمت دین نبی
آسمانش تیره از بے کوکبی !

"সত্যদীন কাফেরীর চাইতেও লাঞ্ছিত,
"কারণ মোল্লা শুধু মু'মিনকেই কাফের গড়্‌তে—জানে!
"এই কোরআন-বিক্রেতার পদস্খলনে
"আমি জিব্রীলকে ক্রন্দন কর্‌তে দেখেছি;
"আকাশের দিক থেকে তার মন হয়েছে অপরিচিত,
"তার কাছে কোর্‌আন একখানা উপন্যাস!
"নবীর দীনের হিক্‌মৎ (প্রজ্ঞা) থেকে ও বঞ্চিত,
"ওর আকাশ তারকাশূন্য অন্ধকার!"

এর পরিণাম হয়েছে কি?

دین کافر فکر و تدبیر و جهاد
دین ملا فی سبیل الله فساد !

"কাফেরের ধর্ম হয়েছে চিন্তাশীলতা, প্রচেষ্টা আর সংগ্রাম,
আর মোল্লার ধর্ম হচ্ছে আল্লাহর ওয়াস্তে ফাছাদ!'

আবার পাশ্চাত্যের শিক্ষাভিমানীদেরও ইক্‌বাল রেহাই দেন নি, আছ্‌রারে খুদীতে তাঁর বিলাপ—আকাশকে দ্রবীভূত করে ফেলেছে,—

عالم حق را در قفا انداختی'
بهر نانے نقد دین درباختی !
گرم رو درجستجوئے سرمهٔ'
واقف از چشم سیاه خودنهٔ !
آب حیواں از دم خنجر طلب'
از دهان اژدها کوثر طلب !
سنگ اسود از در بتخانه خواه
نافهٔ مشک از سگ دیوانه خواه !
سوز عشق از دانش حاضر مجوئے'
کیف حق از جام ایں کافر مجوئے !

"সত্য বিদ্যাকে তোমরা পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছ,
"রুটীর জন্য নগদ দীনকে বিলিয়ে দিয়েছ!
"ছুর্‌মার সন্ধানে আরক্ত মুখ হয়েছ,
"কিন্তু নিজের কাজল চক্ষুর সন্ধান আদৌ নেওনি!
"তরবারীর মুখে জীবনসুধা খুঁজ্‌ছো,
"অজগরের মুখে কওছর প্রত্যাশা কর্‌ছো!
"ঠাকুর ঘরের দুয়োরে 'হাজারে আছওয়াদ'—চাইছো!
পাগলা কুকুরের কাছে কস্তুরী নাভী আশা কর্‌ছো!
"আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের কাছে প্রেমের দহন প্রত্যাশা করো না,
"কাফেরের পেয়ালায় সত্যের মাদকতা আশা—করো না!"

এরপর কবি নিজের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়েছেন,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

من که مدتے تگ و دو بوده ام
رازدان دانش نو بوده ام !
باغبانان امتحانم کرده اند
محرم این گلستانم کرده اند !

"আমি দীর্ঘকাল ছোটাছুটি করেছিলুম,
"নব বিজ্ঞানের একজন বিশেষজ্ঞ ছিলুম.
বাগীচার মালীরা আমায় পরীক্ষা করেছিলেন,
"আমাকেও এ বাগীচার অধিকারী দলের মধ্যে
গণ্য করেছিলেন !"

কিন্তু অবশেষে এ বাগীচার স্বরূপ কবি উদ্‌ধার করলেন কি ?

گلستان لاله زار عبرتے
چوں گل کاغذ سراب نکہتے !

"এ গুলিস্তান পরিতাপের পুষ্পভূমি,
"কাগজের ফুলের ন্যায় সৌন্দর্যের মায়ামরীচিকা !"

কবি তখন কি করলেন ?

تا زبند این گلستان رسته ام
آشیان برشاخ طوبے بسته ام

"এ বাগীচার বন্দীশালা থেকে রেহাই পাওয়ার—
পর থেকে,
তুবা বৃক্ষের শাখায় আমি নীড় বেঁধেছি।"

আমি বুঝেছি,—

دانش حاضر حجاب اکبر است
بت پرست و بت فروش وبتگر است

আধুনিক প্রজ্ঞা জ্ঞানশালার দুয়োরের সবচাইতে বড় পর্দা—এ প্রতিমাপূজক, প্রতিমা বিক্রেতা আর প্রতিমা নির্মাতা !

অতএব হে বৈজ্ঞানিকতার দাবীদাররা,—

پا بزندان مظاهر بستهٔ !
از حدود حس برون ناجستهٔ !
در صراط زندگی از پا فتاد !
برگلوئے خویشتن خنجر نهاد !

"প্রকৃতির রূপশালার কারাগারে তোমার পা বাঁধা,
"ইন্দ্রিয় সাপেক্ষ যা, তার বাইরে কখনো তুমি—
পদক্ষেপ করলে না !
"জীবনপথ থেকে তোমার পদস্খলন ঘটেছে,
"নিজের গলায় নিজেই তুমি খন্‌জর বসিয়েছে !

খুদীর কবি ইক্‌বাল বলছেন,—

আধ্যাত্মিকতার নামে পরবর্তী যুগে পরাভূত জাতির ভিতর আমিত্ব'কে নিশ্চিহ্ন করার এক সাধনা প্রবেশ লাভ করেছে। ইক্‌বালের বিশ্বাস, বিজিত জাতির ষড়যন্ত্রেই বিজেতাদের মধ্যে এই মতবাদ—রূপপরিগ্রহ করে আর এই কৌশলে বিজিতের দল বিজেতাদের সর্বনাশ সাধন করে থাকে। 'আছরারে খুদী'তে এ সম্পর্কে কবি ছাগল আর বাঘের এক—চমৎকার গল্পের অবতারণা করেছেন। *

"তোমরা শুনেছ কি যে, পুরাকালে
"ছাগলের পাল এক চারণভূমিতে অবস্থান করতো?
"ঘাসের প্রাচুর্যে তাদের বংশ বৃদ্ধি ঘটেছিল,
"শত্রুভয় তাদের একটুকুও ছিলনা।
"অবশেষে ছাগলকুলের দুরদৃষ্টের ফলে
"এক মহাবিপদের আঘাতে বুক তাদের ক্ষতবিক্ষত হলো,
"জংগল থেকে বাঘের দল বেরিয়ে পড়্‌ল,
"আর ছাগলদের চারণ ভূমিতে নৈশহানা দিল,
"আকর্ষণ আর প্রভুত্ব শক্তির নিদর্শন,
"শক্তির প্রকাশ্য রহস্য হচ্ছে জয় !
"সিংহ শাহানশাহীর দামামা বাজিয়ে দিল
"আর ছাগলের পালকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করলে !
"বাঘের পক্ষে শিকার করা ছাড়া গতি নেই,
"কাজেই ছাগলের রক্তে চারণভূমি রক্তাক্ত হয়ে উঠলো !
"ছাগলের পালে একটী বুদ্ধিমান পাঁঠা ছিল,
"প্রবীণ আর অভিজ্ঞ।
"স্বজাতির দুরবস্থায় বিগলিত চিত্ত

* বক্তৃতার মধ্যে মূল গ্রন্থ হইতে বক্তা গল্পটী আগাগোড়া উদ্‌ধৃত করে তর্জমা করেছিলেন, কিন্তু—স্থানাভাব বশতঃ তর্জুমানের পৃষ্ঠায় শুধু অনুবাদ প্রকাশিত হলো।

www.ahlehadeethbd.org

"আর বাঘদের যুলুমে ক্ষুব্ধ মন।
অদৃষ্টের বিড়ম্বনার জন্য সে ফরইয়াদ করলো,
আর কর্মকুশলতার সাহায্যে নিজের অভিষ্টকে—
সুসিদ্ধ করে নিল।
দুর্বল ব্যক্তি আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে
বুদ্ধিরকাফিলা হইতে চতুরতা আহরণ করে থাকে।
দাস জীবনে সর্বনাশ হ'তে রক্ষা পেতে হলে,
কৌশলের শক্তি অধিকতর কার্য্যকরী হয়ে থাকে।
প্রতিহিংসার উন্মাদনা যখন পরিপক্ক হয়ে ওঠে,
তখন দাস জাতির বুদ্ধি অশান্তির আশ্রয় গ্রহণ—
করে।
প্রবীণ মেষ স্বগত বল্‌লো, ব্যাপার বড় শক্ত!
আমাদের দুঃখ-পারাবারের কূল কিনারা নেই!
ছাগল কোন ক্রমেই বলে বাঘের সাথে এঁটে—
উঠ্‌বেনা,
আমাদের বাহু দুর্বল আর বাঘরা লৌহ-বাহু।
ওয়ায বক্তৃতা করে সম্ভবপর নয়
ছাগলের ভিতর ব্যাঘ্রত্বের স্বভাব সৃষ্টি করা।
তবে হিংস্র বাঘকে ছাগলে পরিণত করা সম্ভবপর,
ওকে আত্মবিস্মৃত করে তোলা অবশ্যই সম্ভবপর।
এই না স্থির করে পাঁঠা ইল্‌হামের অধিকারী—
বনে গেল,
আর রক্তলোলুপ বাঘদের সে হলো উপদেষ্টা।"
বাঘদের হেঁকে বল্লো পাঁঠা—

"ওরে মিথ্যুক অনাচারীর দল
পরলোকের অনন্ত ভয়াবহ দিবসের কি তোদের কিছুই ভয় নেই?
আমি রুহানী শক্তিতে বলীয়ান,
বাঘদের জন্য আল্লাহর প্রেরিতরূপে আগমন করেছি।
জ্যোতিহীন চক্ষুর জ্যোতিরূপে এসেছি,
আইনদাতারূপে তোদের জন্য আদিষ্ট হয়ে এসেছি।
অসৎ কর্ম থেকে শীঘ্র তওবা কর্,
রে অমংগলের প্রতীক, কল্যাণের চিন্তা কর্।

هرکه باشد تند و زور آور شقی است'
زندگی مستحکم از نفی خودی است!
روح نیکاں از علف یابد غذا'
تارک اللحم است مقبول خدا!
تیزی دنداں ترا رسوا کند'
دیدهٔ ادراک را اعمی کند!
جنت از بهر ضعیفان است وبس
قوت از اسباب خسران است وبس!
جستجوئے عظمت وسطوت شر است'
تنگدستی از امارت خوشتر است!

যে হয় চঞ্চল আর বলীয়ান সে অভিশপ্ত,
জীবন হয় দৃপ্ত আমিত্বের অস্বীকারে।
সাধুদের আত্মা শাক-সব্‌যীর আহার্য গ্রহণ করে থাকে,
মাংস ত্যাগীরা আল্লাহর প্রিয়পাত্র!
দাঁতের তীক্ষ্ণতাই তোদের লাঞ্ছিত করছে,
জ্ঞান চক্ষুকে অন্ধ করে ফেল্‌ছে।
বেহেশ্‌ত শুধু দুর্বলদের জন্যই,
আর সর্বনাশের একমাত্র কারণ হচ্ছে শক্তি!
গৌরব আর প্রাধান্যের আকাংখা দুষ্টামি,
স্বচ্ছলতার চাইতে দারিদ্রের জীবন সুখময়!

ذره شو صحرا مشو گر عاقلی
تا ز نور آفتاب بر خوری!
اے که می نازی بذبح گوسفند
ذبح کن خود را که باشی ارجمند!
زندگی را می کند ناپائدار
جبر و قهر و انتقام و اقتدار!
سبزه پامال است و روید بار بار'
خواب مرگ از دیده شوید بار بار!
غافل از خود شو اگر فرزانهٔ
گر ز خود غافل نهٔ دیوانهٔ
چشم بند و گوش بند و لب به بند
تا رسد فکر تو بر چرخ بلند!
ایں علف زار جهاں هیچ است هیچ
تو برایں موهوم اے ناداں مپیچ!

পরমাণু হও, প্রান্তর হয়োনা, যদি তোমার বুদ্ধি থাকে,
তাহলে সূর্যের নূর থেকে ফল খেতে পারবে।
ওরে, যারা মেষ যবেহ ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করছো,
যদি প্রকৃত সুখীহতে চাও নিজেকে যবেহ কর।

www.ahlehadeethbd.org

জীবনকে করে দেয় অস্থায়ী
বল, প্রতাপ, প্রতিশোধ আর প্রভুত্ব।
ঘাস পদদলিত হয় আর বারে বারে উদ্ভিন্ন হয়ে থাকে
মরণের স্বপনকে বারে বারে চক্ষুথেকে ধুয়ে ফেলে।
যদি বুদ্ধি থাকে তাহলে আত্মবিস্মৃত হও,
যদি আত্মবিস্মৃত হতে নাপার তাহলে তুমি পাগল!
চোখ বন্ধ কর, ঠোঁট বোঁজ আর কান রুদ্ধ কর,
তাহলেই তোমার কল্পনা আকাশচুম্বী হবে।
পৃথিবীর এই চারণভূমি নিতান্তই নগন্য,
ওরে মূর্খের দল, তোরা এ অপদার্থের জন্য ব্যস্ত হস্‌নে!

ধুরন্ধর পাঁঠার বক্তৃতার কি প্রতিক্রিয়া হলো? কবি বল্‌ছেন, বাঘগুলো নাকি কঠোর জীবনযাত্রায় শ্রান্ত হয়ে উঠেছিল আর বিশ্রামসুখ লাভ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ঘুমপাড়ানো এই উপদেশ তাদের মনঃপুত হলো আর পাঁঠার মন্ত্রপুত জাদু তারা — অনভিজ্ঞতার ফলে পান করে ফেল্‌লো।

آنکه کرد ے گرو سفنداں را شکار
کرد دیں گرو سفندی اختیار

"যারা ছাগল শিকার কর্‌তো, তারাই ছাগলত্বের ধর্মে দীক্ষিত হলো!
"শাক সবযী বাঘদের অনুকূল হলো, তাদের মুক্তা-তুল্য সুতীক্ষ্ণ দন্ত ভোঁতা হয়ে গেল।
"ঘাসের কল্যাণে তাদের দাঁতের তীক্ষ্ণতা রইলনা, অগ্নিবর্ষী চক্ষুর ভীতি থাক্‌লোনা।
"তাদের বুক থেকে ক্রমশঃ হৃদয় বিদায় নিলো, আয়নার পারদ আয়নাথেকে ঝরে পড়্‌লো।
"অধ্যবসায়ের উন্মত্ততা আর রইলোনা, কর্মযোগের প্রেরণা আর থাক্‌লোনা।
"প্রতিষ্ঠা, দৃঢ়সংকল্পতা আর স্বাতন্ত্র বিদায় হলো, বিশ্বাস, গৌরব আর সমৃদ্ধি বিদায় হলো।
"লৌহ-বাহু দুর্বল হয়ে পড়্‌লো, মন মরে গেল, দেহ কবরে পরিণত হলো!
"দেহের বল উবে গেল, প্রাণের ভয় বেড়ে গেল আর প্রাণের ভয় হিম্মতের পুঁজি নিয়ে উধাও হলো।
"ভীরুতার দরুণ শতপ্রকার ব্যাধি দেখা দিল, কৃপণতা, নিরুৎসাহ আর নীচতা এসে জুট্‌লো।
"জাগ্রত ব্যাঘ্র মেষের মন্ত্রে ঘুমিয়ে পড়্‌লো, আর নিজের পতনকে সভ্যতার পরাকাষ্ঠা বলে ধারণা কর্‌লো!

ইক্‌বালের অহংবাদ নাস্তিক নয়, মানুষকে— সবার চাইতে বড় বলে মান্‌লেও তার বড়ত্ব সৃষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। স্রষ্টা আর সৃষ্টিকে— ইক্‌বাল একাকার করেননি। 'মর্দে মুমিনে'র জন্য প্রেমানুরাগকে ইক্‌বাল খুদীর প্রাণশক্তি বলে অভিহিত করেছেন,——

نقطۂ نور ے کہ نام او خودی است
زیر خاک ما شرار زندگی است!
از محبت مے شود پائندۂ تر
زندہ تر سوزندہ تر تابندہ تر!

নূরের একটী বিন্দু যার নাম খুদী
আমাদের মাটির (দেহের) নিম্নে জীবনের স্ফুলিঙ্গ!
প্রেমের সাহায্যে ও হয় চিরঞ্জীবী,
বলবন্ত, দহনশীল আর সমুজ্জল!
প্রেমের সাহায্যে ওর উপাদান হয় বর্ধিত,
সম্ভাব্যের বিবর্তন ওর মধ্যে নিহিত।
প্রেম ওর প্রকৃতিতে অগ্নিবর্ষণ করে,
প্রেমের সাহায্যে ও জগজ্জয় শিক্ষা দেয়।
প্রেম তল্‌ওয়ার আর খন্‌জর গ্রাহ্য করেনা,
প্রেমের উপাদান জলবায়ু আর মাটি নয়।
পৃথিবীতে প্রেমই শান্তি প্রেমই লড়াই,
জীবন সুধা প্রেমেরই সুতীক্ষ্ণ তরবারি!
প্রেমের দৃষ্টি নিক্ষেপে প্রস্তর বিদীর্ণ হয়,
সত্যপ্রেম পরিণামে পরম সত্যে পরিণত হয়।
প্রেমকরা শিখ আর একজন প্রেমাস্পদ খোঁজ,
নূহের কান্না আর আইয়ুবের ধৈর্য শিখ।
একমুঠো মাটিতে স্পর্শমণি সৃষ্টি কর,
কামেলের দুয়োরে চুম্বন দাও!
রুমীর মত তোমার শামা প্রজ্জলিত কর,
রুমকে তব্রীযের আগুনে ভস্মীভূত কর।

www.ahlehadeethbd.org

কে সে প্রেমাস্পদ ?

আছে এক মাশুক তোমার হৃদয়ে গুপ্ত,
চোখ যদি থাকে, এস তোমাকে দেখাই।
তার প্রেমিক দল সব রূপবানের চাইতে সুন্দর,
সুদর্শন, সুঠাম ও প্রিয়!
তার প্রেমে দিল হয় বলিষ্ঠ
মাটি হয়ে যায় আকাশের সমকক্ষ।
তার ফয়েযে নজ্‌দের মাটি হলো সমুন্নত,
ওর ধূলো দশা আর হয়েগেল গগণস্পর্শী।

دردل مسلم مقامے مصطفی است
أبر و ئے ما زنام مصطفی است !

মুছ্‌লিমের মানসলোকে মুছ্‌তফার (দঃ) জন্য
আছে এক বিশিষ্ট স্থান,
আমাদের আব্‌রু মুছ্‌তফার (দঃ) নামেই রয়েছে
বাকী!

তাঁর গৃহের ধূলিকণা তুর পাহাড়ের লহরী;
কা'বার "বয়তুল হরম" হচ্ছে তাঁর আবাস গৃহ।
জীবনের মুহূর্তের চাইতেও কম সময় তাঁর অনন্ত-
কালের তুল্য;
তাঁর সত্তা অনন্ত যুগের সম্বর্ধক!
তাঁর শয়ন শয্যা ছিল চট
আর তাঁর উম্মতের পদতলে কিছ্‌রার মুকুট!

درشبستان حرا خلوت گزید،
قوم وآئین وحکومت آفرید،
درجہاں آئیـــن نو آغـــازکرد
مسند اقوام پیشیں درنورد !
از کلید دیں در دنیا کشاں
همچو او بطن ام گیتی نزاد !
درنگاه او یـکے بـــالا وپســـت
باغلام خویش بریک خواں نشست !

হিরার নৈশ বাসরে তিনি হলেন লুকায়িত,
সৃষ্টি করলেন জাতি, সংবিধান আর সাম্রাজ্য!
পৃথিবীতে নূতন আইন প্রবর্তন করলেন,
পূর্ববর্তী জাতিবর্গের চাটারগুলি ছিন্নভিন্ন করে
দিলেন।
দীনের চাবি দিয়ে দুনিয়ার দুয়োর মুক্ত করলেন।
মা ধরিত্রীর গর্ভ তাঁর মত কাউকে কোন দিন—
করেনি প্রসব।
উঁচু আর নীচ তাঁর দৃষ্টিতে সমান
নিজের দাসের সংগে তিনি এক পাত্রে ভোজন
করতেন!

ইক্‌বালের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগী সকলের—জানা আছে। রাষ্ট্রের আদর্শ সম্বন্ধে তিনি যে ইংগিত দিয়েছেন, তাঁর উদ্‌ধৃত কাব্যাংশ থেকে তার কতকটা আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। বেশী কথা বল্‌বার সময় আর সুযোগ না থাকলেও ইক্‌বালের অর্থনৈতিক দার্শনিকতা সম্বন্ধে দু একটা কথা বলা আবশ্যক। ইক্‌বাল সাম্রাজ্যবাদ বা পুঁজিবাদকে যেমন সমর্থন করেননি তাঁর গতানুগতিকাশূন্য গবেষণা আর কোর্‌আনী প্রেরণার দরুণ তেমনি তিনি কম্যুনিজ্‌মেরও বিরোধ করতে ছাড়েননি।

ক্যাপিটাল গ্রন্থের লেখক Marx কে ইক্‌বাল জিব্রীল হীন পয়গম্বর বলেছেন, অর্থাৎ মার্ক্সের—প্রেরণার ভিতর সত্যের অনুসন্ধিৎসা থাকলেও তা মিথ্যায় পর্যবসিত হয়েছে।

زانکه حـق در باطل او مضمراست،
قلب او مؤمن ودماغش کافراست !

"মার্ক্সের সত্য মিথ্যায় নিহিত, মন তার মুমিন কিন্তু মস্তিষ্ক কাফের।

সর্বহারার দল আকাশকে হারিয়ে আত্মার অনুসন্ধান করছে পেটের ভিতর!

পবিত্র আত্মা দেহ থেকে রূপ আর গন্ধ গ্রহণ—করে না, কিন্তু কম্যুনিস্ট দেহ ছাড়া আর কিছুরই ধার ধারে না।

সত্যবঞ্চিত এই পয়গম্বরের দীন পেটের সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ভ্রাতৃত্বের আসন রয়েছে হৃদয়ে, ওর বীজ রয়েছে মানস লোকে, জল আর মাটিতে নয়।"

সাম্রাজ্যবাদের লক্ষও কিন্তু এই দেহ-সেবা ছাড়া অন্য কিছু নয়,—

www.ahlehadeethbd.org

هم ملوکیت بدن را فربهی است
سینۂ بے نور او از دل تہی است !

"দেহকে মোটা করা সাম্রাজ্যবাদেরও নীতি,
ওর নূরহীন বুক হৃদয়-শূন্য।
উভয় মতবাদই অসহিষ্ণু ও ধৈর্যহীন,
উভয়েই সৃষ্টিকর্তাকে চিনেনা আর মানুষকে দাগা দিতে চায়।
সাম্রাজ্যবাদের মৎলব হচ্ছে শোষণ আর
কম্যুনিজমের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদ্রোহ আর পীড়ন,
প্রস্তর ফলকের মাঝখানে পড়েছে কাঁচ।
কম্যুনিজম জ্ঞান, ধর্ম ও শাস্ত্রকে পরাভূত করেছে,
সাম্রাজ্যবাদ দেহ থেকে প্রাণ আর হাত থেকে রুটি হরণ করেছে।
উভয়কেই আমি কাদা পানীতে সিক্ত দেখলুম
উভয়েরই দেহ কমনীয় আর দিল অন্ধকার।"

ইক্‌বাল উভয় মতবাদকে পরিহার করে ইছলামী সাম্যবাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার আকুল—আহ্বান বিশ্ববাসীকে জানিয়েছেন,—

পয়গম্বরে-ইছলামের শরীঅৎ—

موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لئے
نئے کوئی فغفور و خاقان نئے فقیر رہ نشیں
کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک وصاف
منعموں کو مال ودولت کا بناتا ہے امیں !
اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب ؟
بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمیں !

"সকল রকম দাসত্বের জন্য মৃত্যুর পয়গাম.
এখানে রাজরাজেশ্বর আর পথের ফকীর নেই!
ইছলাম ধনকে সব আবর্জনা থেকে পরিষ্কার—করে দেয়,
ধনিকদেরকে দওলতের শুধু ট্রাস্টিতে পরিণত করে দেয়।
চিন্তা ও কর্ম জগতে আর কি বিপ্লব চাও?
মাটির মালিক আল্লাহ, রাজারা নয়!

নারীদের সম্বন্ধে ইক্‌বালের মতবাদ দু এক—কথায় শেষ না করলে যিক্‌রে ইক্‌বাল অর্ধাংগ হয়ে থাক্‌বে।

ইক্‌বালের দর্শনে নারীর আদর্শ হচ্ছেন হযরত ফাতিমায় যহরা। নারীত্বের কর্তব্য বিলাস ব্যসন আর পুরুষের মনোহরণ নয়, অর্থোপার্জনও নারীর কর্তব্যের বাইরে। নারীর কর্তব্য ইমাম হুছইনের তুল্য সন্তান প্রস্তুত করা।

نیک اگر بینی امومت رحمت است'
زانکه او را بانبوت نسبت است !
شفقت او شفقت پیغمبر است'
سیرت اقوام را صورت گر است !

"যদি বুঝে দেখ তাহলে জান্‌বে যে মাতৃত্ব হচ্ছে রহ্‌মত,
কারণ নবুওতের সংগে ওর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক!
মার স্নেহ পয়গম্বরের স্নেহ,
জাতীয় চরিত্রের রূপদাত্রী!

وان تہی آغوش نازک پیکرے
خانه پرورن نگاهش محشرے !
فکر او از تاب مغرب روشن است
ظاهرش زن باطن او نازن است !
بند ہائے ملت بیضا گسیخت
تاز چشمش عشوه ها حل کرده ریخت !
شوخ چشم وفتنهزا آزادیش
از حیا نا آشنا آزادیش !
علم او بار امومت بر نتافت
بر سر شامش یکے اختر نتافت
ایں گل از بستان ما نارسته به
داغش از دامان ملت شسته به

"কোল শূন্য ললিতাংগী ললনা,
গৃহ পালিতা, দৃষ্টিতে তার প্রলয়।
চিন্তা তার পাশ্চাত্যের আলোকে সমুজ্জ্বল,
প্রকাশ্যে নারী, ভিতরে অতিলুব্ধা।"

কবি এস্থলে "যন্" ও না-যন" ব্যবহার করেছেন, এর সাহিত্যিক সৌন্দর্য হচ্ছে যে, 'যনে'র অর্থ যেমন নারী, 'না-যনে'র অর্থ তেমনি অ-নারী হতে পারে,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আবার যুক্ত শব্দ না করে 'নাযন'কে এক শব্দ রূপে গ্রহণ করলে 'তার অর্থ হাবভাব প্রদর্শন ক্রিয়াও— নেয়া যেতে পারে। আমি শেষোক্ত অর্থই করলুম, কারণ নারী নর তো হতে পার্বে না; সুতরাং অ-নারী বলতে যা বুঝাবে তা বর্তমান বিলাসিনী অভিমানিনী-দের পক্ষে বড়ই কঠোর হবে।

"উজ্জ্বল ধর্মের বন্ধন এরা ছেদন করেছে
তাদের চক্ষু কেবল বিলোল কটাক্ষ হেনে থাকে।
তাদের স্বাধীনতার অর্থ লজ্জাহীনতা আর উপদ্রব সৃষ্টি
তাদের স্বাধীনতা হারার সংগে অপরিচিত।
তাদের শিক্ষা মাতৃত্বের ভার বহন করতে উদ্যত হয়নি,
তাদের সন্ধ্যাকাশে একটী তারকাও উজ্জ্বল হয়ে উঠেনি।
এমন ফুল আমাদের উদ্যানে না ফোটাই ভাল,
জাতির পরিচ্ছদ থেকে এ কলংক ধুয়ে ফেলাই ভাল!

এতক্ষণ ধরে ইক্‌বালের দর্শন আর চিন্তাধারার কথাই বললুম, তাঁর কবিত্বের রস আর সৌন্দর্য্য— সম্বন্ধে কিছুই বলা হলোনা। এর প্রধান কারণ আমি স্বয়ং একেবারেই অকবি, নিরেট গদ্যমাত্র, এসম্বন্ধে কিছু বলা আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা। এ ছাড়া উর্দু আর ফার্ছী সাহিত্যের সাহিত্যিক আলোচনা এসভার উপযোগীও নয়। ইক্‌বাল সম্বন্ধে যা বলা বা আলোচনা করা কর্ত্তব্য ছিল, তার একটী অক্ষ-রও বলতে পারাগেলনা, তবুও আপনারা আমার বিক্ষিপ্ত কথাগুলো যেমন আগ্রহের সংগে শুনেছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি জানি আপনাদের আগ্রহ আমার বাগাড়ম্বরের জন্য নয়, যে সত্যদ্রষ্টা ইক্‌বালের স্বপ্ন আজ পাকিস্তানের রূপ পরিগ্রহ— করেছে, তাঁর প্রতি আপনাদের অকুণ্ঠ অনুরাগের ফলেই আমি আপনাদের আগ্রহ আর মনোযোগ লাভ করেছি। সত্যিই ইক্‌বাল জাতির অমূল্য সম্পদ, যুগ যুগান্তরেও এমন অতুলনীয় রত্ন কোন জাতি লাভ করতে পারেনা, ইক্‌বাল স্বয়ং বলেছেন,—

هزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا!

হাজার বছর ধরে নর্গীস তার জ্যোতিহীনতার জন্য কেঁদেছে।
অনেক কষ্টে বাগিচায় চক্ষুষ্মান জন্মলাভ করে— থাকে।

আসুন প্রার্থনা করি, আল্লাহ কবিকে বাগে— ফির্‌দওছের অধিকারী করুন আর আমরা যেন তাঁর আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত হতে পারি। পাকিস্তান ইক্‌বা-লের আদর্শে ইক্‌বাল-মন্দ ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়ে উঠুক!

www.ahlehadeethbd.org

ফুলের আঘাত

—মুফাখ্‌খারুল ইস্‌লাম

বাগ্‌দাদ-রাজপথে
ফির্‌কা-বন্দী নাগরিক দল দাঁড়ায়েছে শতে শতে।
কারো হাতে লাঠি, কারো হাতে ঢিল, কারো হাতে বল্লম,
কার প্রতি যেন অকারণ রোষে রুদ্ধ সবারি দম!
সেই পথ মাঝ দিয়া
সিপাহী চলেছে হাতকড়া-আঁটা মনসুরে টেনে নিয়া।
মাঝে মাঝে তবু খোদার সিংহ উঠিতেছে চিৎকারি'
"আনা আল্‌ হক! আনা আল্‌ হক্‌!!" দারাজ কণ্ঠ ছাড়ি'।
চারি দিক হ'তে ইট্‌-পাট্‌কেল যে যা খুশী ছোড়ে গায়,
'সত্য' তথাপি অবিচল স্বরে নিজেরে ঘোষিয়া যায়!

ফতোয়া করেছে রাজকীয় আলিমান:
"আমিই সত্য" এ কথা যে বলে, নেওয়া হোক তার জান!
মনসুর হাসে, বলে তাহাদের: মিথ্যাই যদি আমি,
মোরে নিয়ে এই খেলা কেন তবে জুড়িল বিশ্বস্বামী?

কাহার যুক্তি কে শোনে? লেগেছে ধর্মবানের ঢেউ,
ধর্ম না বু'ঝে ধার্মিক সেজে ফতোয়া দেয় যে-কেউ:
মেরে ফেলো ওই বে-হুদারে! আগে শুনিনি কাহারো মুখে
এমন বাণী যে! কেমনে এ' সহি বুকে!'
নতুন কথা যে বলিবে এমন, তার ইন্‌সাফ লাগি'
দেশের রাজারে লেলিয়ে দেবোই ধর্মের নামে জাগি'।

রাজাও দেখেছে, নতুন কথার প্রশ্রয় দিলে হেন,
আবার কি ব'লে তখ্‌ত নিয়ে-বা টান পড়ে নাকি যেন!
কতলগাহেই চু'কে যাক সব লেঠা!
ধার্মিকে মেরে ধর্মধ্বজীরা নিজেদের ঢাক-পেটা
অটুট রাখুক! এদেরে রাখিলে হাতে,
রহিতে পারিবে জিন্দিগীভর কায়েম সাল্‌তানাতে!

www.ahlehadeethbd.org

হাতকড়া বাঁধা মনসুর হাল্লাজ
তাই খলীফার হুকুমে চলেছে কতলগাহেতে আজ!
এই ইন্‌সাফ দেখাবার তরে ডাকিয়া পৌর দলে
লেলিয়ে দিয়েছে মনসুর-পানে অপরূপ কৌশলে।
চলেছে বন্দী মনসুর রাজপথে;
নাগরিক দল যার যাহা খুশী হানে তাই হাত হ'তে
হাল্লাজ-পানে ছুঁড়ে:
ছিল্‌ছিল্ ক'রে রক্ত ঝরিছে তামাম ওজুদ ফুঁড়ে।
ওলীয়ে-কামিল তবু কি দেখিয়া চোখে
হাহা হেসে ওঠে প্রবল খুশীতে প্রতি আঘাতের ঝোঁকে।
পাগলের মতো শুধু হেসে ওঠে আকাশ বাতাস নাড়ি'
আর সাথে সাথে "আনা আল্ হক।" ওঠে শুধু চিৎকারি'।

এমন সময় সেই পথ দিয়ে কোন্‌ভাবে মন বাঁধি'
চলিতেছিলেন সালেকপ্রবর জুনায়েদ বাগ্‌দাদী!
সহসা হেরিয়া এ হাল— তিনিও নাগরিকদের মতো
হাতের ফুলটি মনসুর-পানে ছুঁড়ে দেন তদ্‌গত.....

হায় সে অমনি মিলালো কোথায় মনসুরের সে-হাসি?
চোখ ফেটে তার ঝরিছে সবেগে—রক্ত অশ্রুরাশি!
ছাতি চাপ্‌ড়ায়ে হাহাকার ক'রে উঠিল সে হাল্লাজ!
আহ্‌মক ব'নে জুনায়েদ যেন পেলো বড় ভয়লাজ।

চকিতে থামিল জুনায়েদ বাগ্‌দাদী:
এত আঘাতেও কাঁদেনি যেজন, সে কেন উঠিল কাঁদি'
তাহার একটি ফুলের আঘাত পেয়ে?
আজীজি করিয়া শুধালো একথা হাল্লাজ-কাছে যেয়ে!

"ওগে মুর্‌শিদ!" ডুকরি' উঠিল হাল্লাজ মনসুর:
"তুমিত জেনেছ—পয়দা কোথায় আমার তনের নূর!
এরাই নাহয় বোধহীন হায়ওয়ান,
এদের বিষম আঘাতেও তাই হাসি মোর অম্লান!
যত অবোধের পাথর-আঘাত গায়ে লেগে হল ফুল;
তোমার ফুলের আঘাত কেন যে একেবারে নির্ভুল
পাষাণ ঠেকিছে আমার শিরেতে লেগে,
তুমিকি বোঝনা তার কোনো মানে চারিদিকে চেয়ে দেখে?
তোমার আঘাত হোক সে ফুলের—দুঃসহ মোর তাই!
সেও কেন বলো অন্ধ সাজিবে আঁখি যার রোশ্‌নাই?"

www.ahlehadeethbd.org

হে রসুল এস ফিরে

—মির্জ্জা আবু নঈম মুহাম্মদ শামসুল হুদা

হে রসুল আজি ফিরে এস হেথা
ফিরে এস আজি তুমি
কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমারে খুঁজিছে
ব্যাকুল এই বিশ্বভূমি।
হে রসুল তুমি ফিরে এস হেথা
এস আজি তুমি ফিরে
আকাশে বাতাসে উঠে ক্রন্দন
তোমারি স্মৃতিরে ঘিরে।
তাদের ডাক কি শোন নাই নবী?
কাঁদে আজি জনগণ!
মানবতা আজি ডুকুরিয়া কাঁদে
ঘরে ঘরে ক্রন্দন।
ইবলিসের সে ছদ্ম মূর্ত্তি
আজি নগ্ন রূপ ধরে
বিষাক্ত করে তুলেছে বাতাস
ফিরি প্রতি ঘরে ঘরে।

তুমি কি তাহারে রোধিবে না নবী
বধিবেনাক কি তারে?
যেই শয়তান আঘাত হানিছে
মানবের হৃদিদ্বারে।
শুধু হাশরের মাঠে নাহি চাহি
শাফায়াতের কাজে
আরও যে চাহি তোমায় হে নবী
এই পৃথিবীর মাঝে।
লক্ষ মানবের রক্তে সিক্ত
এই ধরনীর ধূলি—
তোমারে ডাকিয়া বারবার কহে
হে নবী থেকোনা ভুলি।
মানবের মাঝে এস হে রসুল
ধরণীর ধূলি তীরে
তুমি ফিরে এস! ফিরে এস তুমি
হে রসুল এস ফিরে।

www.ahlehadeethbd.org

পাকিস্তানের শাসন-সংবিধান

(পূর্বানুবৃত্তি)

৬। ইব্‌নেআব্বাছ বলেন যে, রছুলুল্লাহর—(দঃ) যুগে, আবুবক্‌রের খিলাফতে এবং উমরের খিলাফতের দুই বৎসর কাল পর্যন্ত কেহ এক সংগে তিন তালাক প্রদান করিলে উহা এক তালাক বলিয়া গণ্য করা হইত (অর্থাৎ স্ত্রীকে সে পুনর্গ্রহণ করিতে পারিত) উমর ফারুক বলিলেন, যে বিষয়ে লোকদিগকে অবসর দেওয়া হইয়াছিল (অর্থাৎ যে তিন—তালাক ক্রামশিক ভাবে বিভিন্ন ঋতুতে প্রদান করার ব্যবস্থা ছিল) তাহাতে তাহারা ব্যস্ততার পরিচয় দিয়াছে সুতরাং আমরা একত্র তিন তালাক দেওয়ার কার্যের জন্য তিন তালাকের হুকুমই বলবৎ করিব। এই বলিয়া তিনি উক্ত আদেশ বলবৎ করিলেন। * আবুছ্‌ছহবা ইব্‌নেআব্বাছকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনি কি ইহা অবগত আছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং আবুবক্‌রের যুগে একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক রূপে এবং উমরের যুগে তিন তালাক রূপে গণ্য করা হইত? ইবনেআব্বাছ বলিলেন—হাঁ। †

উমর ফারুক এ রূপ নির্দেশ দিয়াছিলেন কেন? আল্লামা কুহাছ্‌তানী এবং কাষী শয়খীযাদা বলেন, প্রাথমিক যুগে কেহ তিন তালাক একত্রিত ভাবে—প্রদান করিলে উমরের সময় পর্যন্ত উহাকে এক তালাকের পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়াই আদেশ দেওয়া হইত অতঃপর এই অভ্যাসের ছড়াছড়ি ঘটায় তিনি শাসনের উদ্‌দেশ্যে একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাকের আদেশের পর্য্যায়ভুক্ত করিলেন ‡

উমর ফারুকের এই ব্যবস্থা অস্থায়ী এবং শাসনমূলক ছিল, উহা রছুলুল্লাহর (দঃ) আদেশকে বাতিল করেনাই এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) আদেশকে মনছুখ বা বাতিল করার শক্তি ও অধিকার কাহারো নাই। এবিষয়ে ইজ্‌মার দাবী করা বৃথা, কারণ ছাহাবাগণের মধ্যে আলী মুতযা, আবদুল্লাহ বিনে মছ্‌উদ, আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছ, আবদুর রহমান বিনে আওফ, যুবয়র বিনুল আওয়াম ও আবুমুছা আশ্‌আরী প্রভৃতি এবং তাবেয়ীগণের মধ্যে ইক্‌রিমা, আতাবিনে আবি রিবাহ, তাউছ, আম্‌র বিনে দীনার, জাবির বিনে—যয়েদ, যয়েদ বিনে আলী বিনুল হুছাইন ও মোহাম্মদ বিনে আলী বিনুল হুছাইন প্রভৃতি এবং আত্‌বায়ে তাবেয়ীনের মধে ইমাম জা'ফর ছাদিক, মোহাম্মদ বিনে ইছ্‌হাক, খিলাছ বিনে আম্‌র বছ্‌রী, হারিছ বিনে ইয়াযিদ আকলী প্রভৃতি এবং মুজ্‌তাহিদ—ইমামগণের মধ্যে তিল্‌মিছানী ও ইব্‌নে আবি যয়েদের রেওয়ায়ত সূত্রে ইমাম মালিক, মাযরীব রেওয়ায়ত সূত্রে ইমাম আবুহানীফা এবং তাঁহার—স্কুলের ইমাম মোহাম্মদ বিনে মুকাতিল রাযী এবং হাম্বলী ও আহ্‌লেহাদীছগণের মধ্যে মজ্‌দুদ্দীন ইব্‌নে তয়ামিয়হ, তকীউদ্‌দীন ইবনে তয়ামিয়হ, ইবনুল কাইয়েম, ইমাম দাউদ বিনে আলী যাহেরী আবুল মুফ্‌লিছ, মোহাম্মদ বিনে তকী বিনে মুখ্‌লিদ, মোহাম্মদ বিনে আবদুছ্‌ছালাম খশনী,—আছবগ বিনুল হুবাব, ইবনে হম্‌বাগ প্রভৃতি এবং মুহাক্কিক উলামার মধ্যে ইমাম ফখ্‌রুদ্দীন রাযী, তুর্কীর ছুল্‌তান মোহাম্মদ ফাতিহ এর উছতায—আল্লামা মুছলিহুদ্দীন মুছ্‌তফা এবং ইয়েমেনের কাযী মোহাম্মদ আলী শওকানী প্রভৃতি উমর ফারুকের এই নির্দেশকে এক মুহূর্তের জন্যও শর্‌য়ী আদেশের স্থান দান করেন নহে। তাঁহারা সকলেই একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক রূপে গণ্য করার ফত্‌ওয়া দিয়া আসিয়াছেন। *

একত্রিত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে এক—তালাক রূপে গ্রহণ করা প্রমাণ ও যুক্তি তর্কের দিক দিয়া যতই সংগত ও সঠিক হউক না কেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে, এক তালাক ও তিন তালাক কখনো

* মুছলিম (১) ৪৭৭ পৃঃ।
† মুছলিম, ঐ; তাহাবী (২) ৩১ পৃঃ।
‡ জামেউর্‌রমুয. ২৭৭ পৃঃ; মজ্‌মাউল আন্‌হর—৩২৬ পৃঃ।

* ফত্‌হুল বারী (৯) ৩১৬; শর্‌হে মুছ্‌লিম—নববী (৬) ২৭৫ পৃঃ; ইর্‌শাদুছ্‌ছারী (৮) ১২৭ পৃঃ; তফ্‌ছীর মযহরী (১) ২৩৫; উম্‌দাতুর রিআয়া (২) ৬৭ পৃঃ. ফতাওয়া ইব্‌নে তয়মীয়হ (৩) ৩৭ পৃঃ; ইগাছাতুল্‌লহ্‌ফান ১৭৫, ১৭৭, ১৭৯ এবং ১৫৭ পৃঃ; তফ্‌ছীর কবীর (২) ৩৭২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

অভিন্ন হইতে পারে না, সুতরাং তিন তালাককে—সকল অবস্থায় অবাধভাবে এক তালাক রূপে ব্যবহার করা হইতে থাকিলে উভয় প্রকার তালাকের উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়া যায় এবং তালাক প্রদান করার যে সঠিক রীতি শরীঅতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে,—তাহার কোন সার্থকতা থাকে না, সুতরাং এরূপ দুর্নীতির প্রতিরোধকল্পে শাসন কর্তৃপক্ষের কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করার অধিকার থাকা আবশ্যক। উমর ফারুকের এই রাষ্ট্রীয় অধিকারকে ছাহাবাগণ অস্বীকার করেন নাই।

৭। আনছ বিনে মালিক বলেন হুযয়ফা বিনুল ইয়ামান উছ্‌মান গনীর নিকট আগমন করিলেন, তখন শামের অধিবাসীরা ইরাকবাসীদের সমবায়ে আরমেনিয়া ও আযরবইজানে জিহাদ করিতেছিলেন, কোর্‌আনের পাঠ লইয়া তাঁহাদের মধ্যে যে বৈষম্য সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা দর্শন করিয়া হুযয়ফা অতিশয় বিচলিত হইয়াছিলেন। তিনি উছমানকে বলিলেন, হে আমীরুল মুমেনীন, উম্‌মত ইয়াহুদ ও নাছারার ন্যায় আল্লাহর গ্রন্থ সম্বন্ধে মতভেদ করিয়া বসার পূর্বেই আপনি ইহার প্রতিকার করুন। উছমান গনী মা হফ্‌ছার নিকট কোর্‌আনের লিখিত গ্রন্থ (যাহা আবুবক্‌র ছিদ্দীকের সময়ে সংকলিত—হইয়াছিল, তাহা) চাহিয়া পাঠান এবং যয়েদ বিনে ছাবিত, আবদুল্লাহ বিনুয্‌যুবায়র, ছঈদ বিনুল আছ ও আবদুর রহমান বিনুল হবুছকে উহা বিভিন্ন—পুস্তকাকারে নকল করার নির্দেশ দেন। কোর্‌আনের বিভিন্ন কপি লিখিত হওয়ার পর উছমান হফছার নিকট মূলগ্রন্থ প্রত্যর্পণ করেন ও সাম্রাজ্যের——বিভিন্ন প্রান্তে অনুলিখিত কোর্‌আনের কপিগুলি প্রেরিত হয় এবং তিনি ও গুলি হইতে ভিন্ন ভাবে সংকলিত কোরআনের সমুদয় কপি পোড়াইয়া—ফেলার নির্দেশ দেন। *

ইমাম ইব্‌নেজরীর তাবারী এ সম্পর্কে যে—মন্তব্য করিয়াছেন তাহা লক্ষ করা আবশ্যক। তিনি বলেন, হযরত উছ্‌মান কোরআন সম্পর্কে জন সাধারণের পাঠভংগীর বৈষম্য দর্শন করিয়া জাতীয়—সংহতির বিধ্বস্তির আশংকা করিয়াছিলেন এবং তাহাদের সকলকে এক ও অভিন্ন কির্‌আতে সমবেত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্যে তিনি জাতির—মিলিত সম্মতি লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার নির্দেশে যে ব্যাপক মংগল নিহিত আছে তাহা বুঝিয়া তাঁহারা তাঁহার ব্যবস্থা মান্য করিয়া লইয়াছেন এবং কোর্‌আনের অন্য ষড়বিধ কির্‌আত পরিত্যাগ করিয়াছেন। আজ ঐসকল কির্‌আতের প্রচলন যেরূপ পরিত্যক্ত হইয়াছে, তেমনি ওগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়াগিয়াছে। অতঃপর কাহারো পক্ষে ঐসকল কির্‌আতের অনুসরণ করার কোন উপায় নাই। যাহাদের জ্ঞান দুর্বল, তাহারা প্রশ্ন করিতে পারে যে, 'কির্‌আত-সপ্তক'—রছুলুল্লাহর (দঃ) অনুমোদিত ছিল এবং সাত কির্‌আতেই কোর্‌আন পাঠ করার জন্য রছুলুল্লাহ (দঃ) অনুমতি দিয়াছিলেন, উক্ত 'কির্‌আত সপ্তকে'র—অন্যান্য রীতিগুলি পরিত্যাগ করা কেমন করিয়া জায়েয হইল? এই প্রশ্নের জওয়াবে বলা হইবে যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) উপরিউক্ত অনুমতি মুছতহব ও রুখ্‌ছতের অন্তরভুক্ত ছিল, ফরয বা ওয়াজিবের পর্যায়ভুক্ত ছিলনা। ফরয বা ওয়াজিব হইলে প্রত্যেককেই সপ্তবিধ কির্‌আতে অভিজ্ঞতা লাভ করা অত্যাবশ্যক হইত, অথচ স্বয়ং রছুলুল্লাহর (দঃ) যুগেই যাঁহারা এক কির্‌আতে পাঠ করিতেন, তাঁহারা অন্যবিধ—কির্‌আতের সংবাদ রাখিতেন না। এই ঘটনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইল যে, তাঁহাদিগকে বিভিন্নরূপ পাঠের অনুমতি মাত্র প্রদত্ত হইয়াছিল, কোর্‌আনের সপ্তবিধ পাঠ তাঁহাদের জন্য ফরয করা—হয়নাই। *

আমি ইহার সহিত এইটুকু যুক্ত করিতে চাই যে, জাতির বৃহত্তর অকল্যাণের প্রতিরোধ উদ্দেশ্যেই উছ্‌মানগনী শাসনকর্তা রূপে একটী মুছ্‌তহবের ব্যাপকতাকে সংকুচিত করিয়াছিলেন এবং ইহার জন্য তিনি জাতির সম্মতি লাভ করিয়াছেন। আজও—জাতির বৃহত্তর অকল্যাণকে প্রশমিত করিতে হইলে

* বুখারী (৩) ১৪৫ পৃঃ।

* ইব্‌নে কছীর—ফযায়েলুল কোর্‌আন ৩৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুছ্লিম রাষ্ট্রের নেতা সর্বসম্মতিক্রমে কোন মুছ্তহব কার্যকে বাতিল করিয়া দিতে পারেন।

৮। ছায়েব বিনে ইয়াযীদ বলেন, রছুলুল্লাহর (দঃ) যুগে জুমার দিনে ইমাম মিম্বরে উপবেশন করার পর সর্বপ্রথম আযান দেওয়া হইত। মুআয বিনে জবল বলেন যে, উমর ফারূক জুমার দিন মছজিদের বহির্দেশে জনসাধারণকে আহ্বান করার জন্য দুইজন মুওয়ায্যিন নিযুক্ত করিয়াছিলেন, লোকেরা তাহাদের আহ্বান শ্রবণ করিত। তারপর রছুলুল্লাহ (দঃ) ও আবুবক্রের যুগের ন্যায় খুৎবার পূর্বে তাঁহার— সম্মুখে আযান দিবার জন্য তিনি আদেশ করিতেন। হযরত উমর বলেন, মুছলমানদের সংখ্যাধিক্যের জন্য আমরা এই রীতি নবাবিষ্কৃত করিয়াছি। * ছায়েব বিনে ইয়াযীদ বলেন যে, উছমান গনীর খিলাফতে মুছলমানগণের সংখ্যার প্রাচুর্য ঘটায় তিনি জুমার— দিবস যাওরায় প্রথমআযান প্রদান করার জন্য নির্দেশ দেন এবং অতঃপর এই ব্যবস্থা মুছলিম জগতে— প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। †

ফল কথা, জুমার আযানের মূল ব্যবস্থা ছিল খুৎবার অব্যবহিতকাল পূর্বে এবং মছজিদের দ্বার-দেশে ইমামের সম্মুখ ভাগে, এই রীতির মধ্যে পরি-বর্তন ঘটাইবার উপায় নাই এবং উমর বা উছমানও তাহা পরিবর্তিত করেন নাই। কিন্তু সাম্রাজ্য বিস্তার, রাজধানীতে জনসংখ্যার প্রাচুর্য এবং ব্যবসা বাণিজ্য ও সরকারী কাজকর্মের বহু বিস্তৃতি ঘটায় জনমণ্ডলী-কে জুমা সম্বন্ধে সতর্ক করার জন্য আর একটী আযান বা উহার অনুরূপ আবাহন রীতি উমর ফারূক কিংবা উছমান গনী প্রবর্তিত করেন। খলীফায় আদিল ও রাশিদ রূপে বৃহত্তর মংগলের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের— এরূপ করার অধিকার ইছলাম জগত স্বীকার করিয়া লইয়াছে, কিন্তু রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জুমার আযানের ফযিলতের গৌরব উমর বা উছ্-মানের প্রবর্তিত আযানের নাই। আবশ্যক হইলে এই রীতি অনুসরণ করা যাইতে পারে, কিন্তু কোন

ক্রমেই উহা ইবাহতের সীমার উর্ধে উন্নত হইতে পারিবে না।

৯। উমর ফারূক সিরিয়ার ছফরে ছরগনামক স্থানে উপনীত হইলে সিরিয়ার মহামারীর কথা জানিতে পারিলেন। তিনি মুহাজির ও আনছার-গণকে সমবেত করিয়া ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ— করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিল। তখন কুরায়শগণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা মক্কা জয়ের পূর্বে হিজরত করিয়াছিলেন, তাঁহাদি-গকে সমবেত করিয়া উমর ফারূক তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করায় তাঁহারা সকলেই সমবেতভাবে প্রত্যা-বর্তন করার পক্ষে মত দিলেন এবং তদনুসারে উমর ফারূক সিরিয়ায় প্রবেশ না করিয়া মদীনায় প্রত্যা-বর্তিত হইলেন। *

১০। কাযী আবুইউছুফ ছনদ সহকারে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, ছঅদ বিনে আবি ওয়াক্কাছ যখন ইরাক-বাহিনী সমভিব্যহারে মদীনায় উপনীত হইলেন তখন উমর ফারূক দিওয়ান গঠন করা— সম্পর্কে রছুলুল্লাহর (দঃ) ছাহাবাগণের সহিত পরা-মর্শ করিলেন এবং আবুবকর ছিদ্দীকের অনুসরণ করিয়া সকলের অংশ তুল্যরূপে নির্দিষ্ট করিলেন। অতঃপর ইরাক যুদ্ধের লুণ্ঠিত সম্ভার সমাগত হইলে উমর পুনরায় পরামর্শ করিলেন এবং পদমর্যাদানু-সারে অংশ বণ্টন করিলেন। ইরাক ও শামের যে সকল ভূখণ্ড বিনা অস্ত্রে বিজিত হইয়াছিল, সেগুলির বণ্টন সম্বন্ধেও উমর ফারূক পরামর্শের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত ছিল উপরি উক্ত শ্রেণীর ভূখণ্ড সমূহ সৈন্য দলের মধ্যে— বণ্টন না করা এবং মুছলিম জাতির ভাবী বংশধরদের জন্য ওগুলি স্টেটের অধিকারভুক্ত করিয়া রাখা। এ সম্পর্কে আবদুর রহমান বিনে আওফ বিরোধ করায় এবং সর্বপ্রকার জমি সৈন্য দলের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়ার অভিমত প্রকাশ করায় উমর সর্বাগ্রে প্রাথমিক মুহাজিরগণের সহিত পরামর্শ করিলেন। উছমান, আলী, তলহা ও ইবনে উমর ফারূককে সমর্থন

* ফত্হুলবারী (২) ৩২৭ পৃঃ।

† বুখারী (১) ১০৭।

* বুখারী (৩) ১০ পৃঃ

খোর্দ মোহনপুর,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি আন্‌ছারীগণের অওছ গোত্রের পাঁচজন আর খযরজ গোত্রের ৫ জন নেতৃস্থানীয়কে পরামর্শের অন্তরভুক্ত করেন এবং সমুদয় ভূখণ্ড বণ্টন করার ভাবী কুফল, জাতির ভবিষ্যৎ এবং মুছলিম রাষ্ট্রের সংরক্ষণ সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন এবং স্বীয় অভিমতের পোষকতায় কোর্‌আনের ছুরত-আল্‌হশরের ৬ষ্ঠ আয়ত হইতে ১০ম আয়ত পর্যন্ত উপস্থিত করেন। অবশেষে সকলেই উমর ফারুকের অভিমতের সমীচীনতা স্বীকার করিয়া লন এবং—তদনুসারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। *

১১। উমর ফারুক জনৈক স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, নারী তাহার স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া কত দিন স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে? তিনি জওয়াব—দিলেন—বেশীর বেশী চারিমাস। অতঃপর উমর ফারুক উক্ত মহিলার পরামর্শ মত এই নিয়ম বলবৎ করিলেন যে, কোন সৈনিক চারিমাস কালের অধিক তাহার স্ত্রী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারিবেনা। ক

১২। ঐতিহাসিক বলাযুরী লিখিয়াছেন, মদীনার মছজিদে নববীতে মুহাজিরগণের একটী—অ্যাসেম্‌ব্লী বসিত, উমর ফারুক তথায় উপবেশন করিতেন এবং রাষ্ট্র সম্পর্কিত ব্যাপারে তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতেন। একদা তিনি বলিলেন যে, অগ্নিপূজকদিগকে কোন্ পর্য্যায়ের প্রজা বলিয়া ধরিতে—হইবে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছিনা। ক আবু দাউদ আবুশ্‌শঅ্‌ছার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, উমর ফারুক আবদুর রহমান বিনে আওফের নিকট শ্রবণ করেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) অগ্নিপূজকদিগের নিকট হইতে জিয্‌য়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদনুসারে তিনি অগ্নিপূজকদের নিকট হইতে জিয্‌য়া গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। গ

প্রকৃতপক্ষে সর্ববিধ ব্যাপারে মন্ত্রণা বা কাউন্সীল ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের অপরিহার্য পদ্ধতি। স্বর্ণযুগে শুধু রাষ্ট্র পরিচালনা ও শাসন সম্পর্কিত ব্যাপারগুলির মধ্যে মন্ত্রণার রীতি সীমাবদ্ধ ছিলনা। শরয়ী আহ্‌কাম সংক্রান্ত যেসকল অভিনব ব্যাপার সমুপস্থিত হইত, অথবা স্থান, কাল, ও পাত্র ভেদে—যেসকল শরয়ী বিধানের নিবর্তন, সংকোচন অথবা সম্প্রসারণ আবশ্যক বিবেচিত হইত, সে সমুদয় বিষয়ে সর্বদাই মন্ত্রণার আশ্রয় গ্রহণ করা হইত। ইছ্‌লামী রাষ্ট্রে মন্ত্রণার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতাকে লক্ষ করিয়াই উমর ফারুক বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, যে রাষ্ট্রে মন্ত্রণার ব্যবস্থা নাই, لا خلافة الا عن مشورة তাহা খিলাফত নয়। * যে রাজ্য-শাসনপ্রণালী—আল্লাহ ও তদীয় রছুলের মনঃপুত, ইছ্‌লামী পরিভাষায় তাহা খিলাফৎ নামে অভিহিত। মুছলমানগণ কর্তৃক শাসিত হইলেও যে শাসনপ্রণালী আল্লাহ ও তদীয় রছুলের মনঃপূত নয়, রছুলুল্লাহ (দঃ)—তাহাকে "মুল্‌ক" রাজতন্ত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, "খিলাফৎ" বলিয়া স্বীকার করেননাই। ইচ্ছা করিলে এই "খিলাফত"কে "ইছ্‌লামী গণতন্ত্র" বলা যাইতে পারে। উমর ফারুকের উক্তির তাৎপর্য এই যে, মন্ত্রণার রীতি যে শাসন পদ্ধতীতে নাই, উহা রাজতন্ত্র, ইছ্‌লামী গণতন্ত্র নয়।

মন্ত্রণা দ্বারা স্থিরীকৃত বিষয়সমূহের যে দ্বাদশটী নযীর উদ্ধৃত হইল, সেগুলি সাবধানতার সহিত পরীক্ষা করিলে প্রতিপন্ন হইবে যে, ব্যবহারিক ও রাষ্ট্রীক সর্ববিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ ব্যাপারেই পরামর্শ গ্রহণ করা হইত। হাদীছ ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে যে, সৈনিকদের বেতন, সেক্রেটারিয়েটের শৃংখলা, আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের নিয়োগ, বিজাতীয়দিগকে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা প্রদান, বাণিজ্যশুল্কের নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়গুলি পরামর্শ সভায় বসিয়া সুদীর্ঘ তর্ক-বিতর্কের পর স্থিরীকৃত হইয়াছিল। প্রত্যেকটী বিষয়ের বিশ্লেষণ করা এই নিবন্ধে সম্ভবপর হইবেনা, কিন্তু প্রাসংগিক ভাবে দু, একটী বিষয়ের আলোচনা যথাস্থানে করা হইবে।

* কিতাবুল খিরাজ, ২৮—৩২ পৃঃ।
ক আল্‌ফারুক, ৩০৮ পৃঃ।
ক ইযালাতুলখাফা (২) ৭৭ পৃঃ।
গ ছুনানে আবিদাউদ (৩) ১৩৪ পৃঃ।
* কন্‌যুল উম্‌মাল (৩) ১৩৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ইছ্‌লামী শাসনসংবিধানের আরও চারিটী উপকরণ,

কোর্‌আন, ছুন্নাহ ও শুরা ব্যতীত আরও চারিটী উপকরণের সাহায্যে ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের শাসন সংবিধান বিরচিত হইবে, যথা

(ক) জাতির সম্মিলিত সমর্থন—ইজ্‌মা (Consensus)।

(খ) মুজ্‌তাহিদগণের কিয়াছ ও ইজ্‌তিহাদ—(Analogy & Deduction)।

(গ) পূর্ববর্তী খলীফাগণের মীমাংসা (Precedent)।

(ঘ) প্রচলিত রীতি—উর্‌ফ (Custom)।

অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, উল্লিখিত চারিটী উপকরণ স্বতন্ত্র ও পৃথক পৃথক নয়, কারণ ওগুলি মূলতঃ একদিকে যেরূপ—কোর্‌আন ও ছুন্নতের অধীনস্থ, তেমনি ওগুলির প্রয়োগ Enforcement মিল্লতের শুরার অনুমতি—সাপেক্ষ।

(ক) ইজ্‌মা সম্বন্ধে ইব্‌নে তয়মিয়হ্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা মনোযোগ সহকারে পাঠ করা উচিত। তিনি বলেন, "জাতির মিলিত সমর্থন বরহক, কারণ সমগ্র জাতির পক্ষে কোন সময়ে কোন অন্যায় বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভবপর নয়। যেসকল বিষয়ে মুছলমানগণ একমত হইয়াছেন, সমস্তগুলিতেই রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব সমগ্র জাতির যাহারা—বিরোধী তাহারা রছুলুল্লাহর (দঃ)—বিরোধী, যেরূপ—

اما الاجماع فاجماع الامة حق فانها لاتجتمع على ضلالة - وكل ما اجمع عليه المسلمون فانه يكون منصوصاً عن الرسول فالمخالف لهم مخالف للرسول، كما ان المخالف للرسول مخالف لله، ولكن هذا يقتضى ان كل ما اجمع عليه قد بينه الرسول، وهذا هوالصواب - فلا يوجد قط مسالة مجمع عليها الا وفيها بيان من الرسول ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم

রছুলের (দঃ) বিরোধী الاجماع فيستدل به - প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর বিরোধী। এই উক্তিদ্বারা—প্রতিপাদিত হয় যে, যেসকল বিষয়ে প্রকৃতপক্ষে সমগ্র জাতির সম্মতি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি স্বয়ং রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক নির্দেশিত এবং ইহাই সঠিক সিদ্ধান্ত! এমন কোন সর্বসম্মত বিষয় নাই, যাহার—সম্বন্ধে রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ নাই, অবশ্য সে নির্দেশ কোন কোন ব্যক্তির নিকট গোপন রহিয়াছে,—তাহারা শুধু ইজ্‌মা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপার অবগত আছে এবং তাহাই প্রমাণ স্বরূপ প্রয়োগ করিয়াছে। ইজ্‌মার সাহায্যে যাহা প্রমাণিত, তাহা—প্রকৃতপক্ষে কোর্‌আন ও ছুন্নাহর সাহায্যেই প্রমাণিত এবং যাহা কোর্‌আনের সাহায্যে প্রমাণিত তাহা—প্রকৃতপক্ষে রছুলের (দঃ) নিকট হইতেই পরিগৃহীত, কারণ কোর্‌আন ও ছুন্নাহ উভয় বস্তুই রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। এমন কোন সিদ্ধান্তই নাই যাহার সম্বন্ধে ইজ্‌মা ঘটিয়াছে, অথচ সে বিষয়ে 'নছ' নাই! কতকগুলি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের 'নছ' কতিপয় মুজ্‌তাহিদ অবগত না থাকায়—তাঁহারা নছের অনুরূপ ইজ্‌তিহাদ করিয়াছেন, কিন্তু 'নছ' অপর দলের নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে। ইমাম ইব্‌নে-জরীর এবং একদল বিদ্বান বলেন যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ উদ্ধৃত নাকরা পর্যন্ত ইজ্‌মা সংঘটিত হইবেনা। ইমাম ইব্‌নেতয়মিয়াহ বলেন, আমরা এরূপ শর্ত—করিনা যে, ইজ্‌মার জন্য সকল বিদ্বানের পক্ষে 'নছ' অবগত হওয়া আবশ্যক। হাদীছের যেরূপ মর্মার্থ বর্ণনা করা হইয়া থাকে, তাঁহারাও সেইরূপ ইজ্‌মার কথা বর্ণনা করেন। আমরা বিদ্বান মণ্ডলীর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছি এবং জানিতে পারিয়াছি যে, সমস্তগুলিরই মৌলিক প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। অনেকেই মৌলিক প্রমাণ অবগত না হওয়ায় সংহতির অনুসরণ করিয়াছেন।

فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نصاً، فقالوا فيها باجتهاد الرأى الموافق للنص، لكن كان النص عند غيرهم -

www.ahlehadeethbd.org

পরবর্তী যুগের একদল বিদ্বান বলিয়া থাকেন যে, 'ইজ্‌মা' শরীঅ-তের স্বতন্ত্র প্রধানতম দলীল। তাহাদের— কিতাব ও ছুন্নাহ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা যে অসম্পূর্ণ, উপরিউক্ত বাক্যদ্বারা তাহারা নিজেদের— সেই অবস্থা ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের একথা তাহাদের অন্য আর একটী কথার ন্যায়! তাহারা ইহাও বলিয়া থাকে যে, বহু ঘটনার নির্দেশ কোর্‌আন ও হাদীছে নাই বলিয়াই কিয়াছের (Anlaogy) প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু এসকল কথা, যাহাদের কোর্‌আন ও ছুন্নাহ এবং— এতদুভয়ের প্রতিপাদ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নাই শুধু তাহারাই বলিতে পারে। পরবর্তী বিদ্বানগণের আর একটী দল বলেন যে, মুজ্‌তাহিদকে সর্বপ্রথম 'ইজ্‌মা' লক্ষ করা কর্তব্য। ইজ্‌মা পাওয়াগেলে কোর্‌আন ও ছুন্নাহর দিকে দৃষ্টি দেওয়া নিরর্থক। যদি কোর্‌আন ও হাদীছে 'ইজ্‌মা'র প্রতিকূল কিছু পরিদৃষ্ট হয়, তাহাকে অজ্ঞাত নছ্‌ছের সাহায্যে মনছুখ মনে করিতে হইবে আর কেহ এমন কথাও বলিয়াছেন যে স্বয়ং 'ইজ্‌মা'ই তাহার প্রতিকূল কোর্‌আন ও ছুন্নাহর নির্দেশকে মনছুখ করিয়া দিয়াছে। শয়খুল ইছ্‌লাম ইব্‌নে তয়মিয়্যহ বলেন,— চলফে ছালেহীনের তরীকাই— অভ্রান্ত। তাঁহারা বলেন,— ইজ্‌মা যদি নছ্‌ছের প্রতিকূল— হয় তাহাহইলে ইজ্‌মার পক্ষেও এমন— সুস্পষ্ট নছ' থাকিতে হইবে যাহার সাহায্যে প্রতিকূল 'নছ' মনছুখ হওয়া সাব্যস্ত করা যাইতে পারে। কারণ উম্মতের পক্ষে ইহা ধারণা করা যাইতে পারেনা যে, তাহারা অবধারিত নির্দেশ হারাইয়া ফেলিয়াছে, আর মনছুখ নির্দেশ স্মরণ রাখিয়াছে। এরূপ ঘটনার কোন নযীর কস্মিনকালেও পাওয়া যাইবেনা। এ কথার অর্থ দাঁড়ায় যে, উম্মতকে যে আদেশ প্রতিপালন— করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল তাহারা সেই আদেশ স্মরণ রাখিয়াছে আর যে নির্দেশ প্রতিপালন করিতে বলা হইয়াছিল, তাহারা উহা বিস্মৃত হইয়াছে। উম্মত কদাচ এরূপ অপরাধ করিতে পারেনা। *

ومن قال من المتاخرين : ان الاجماع مستند معظم الشريعة' فقد اخبر عن حاله' فانه لنقص معرفته بالكتاب والسنة احتاج الى ذلك - وهذا كقولهم : ان اكثر الحوادث يحتاج فيها الى القياس لعدم دلالة النصوص عليها فانما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب و السنة ودلالتهما على الا حكام !

والصواب طريقة السلف وذلك لان الاجماع اذا خالفه نص' فلا بدان يكون مع الاجماع نص معروف به ان ذلك منسوخ - فاما ان يكون النص المحكم قد ضيعته الامة وحفظت النص المنسوخ' فهذا لايوجد قط - وهو نسبة الامة الى حفظ مانهيت عن اتباعه و اضاعة ما امرت باتباعه و هي معصومة عن ذلك -

ফল কথা দেখা যাইতেছে যে, জাতির সর্বসম্মত সিদ্‌ধান্তের জন্য কোর্‌আন ও ছুন্নাহর প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকা আবশ্যক এবং কোর্‌আন— অথবা ছুন্নাহর প্রতিকূল ইজ্‌মা অগ্রাহ্য। সুতরাং অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ অবগত হইবার জন্য যেরূপ ইজ্‌তিহাদ আবশ্যক, উহা সংঘটিত করার জন্য তদ্রূপ— বিদ্বানগণের পরামর্শও প্রয়োজনীয়, অতএব, প্রকৃত পক্ষে ইজ্‌মা জাতীয় পরামর্শ অর্থাৎ মিল্লী শুরার অনুমোদন সাপেক্ষ বরং উহার নামান্তর এবং এই রূপ সর্বসম্মত সিদ্‌ধান্ত রাষ্ট্রীয় সংবিধানের অন্যতম উপকরণ।

(খ) সৌসাদৃশ্যিক প্রমাণ (Analogical deduction) কে কিয়াছ বলে। ইছ্‌লামী আইনের বিশেষজ্ঞগণ কোর্‌আন, ছুন্নাহ অথবা ইজ্‌মার স্পষ্ট— অথবা প্রতিপাদিত নির্দেশের সাহায্যে কোন সিদ্‌ধান্তে উপনীত হইবার জন্য যে ইজ্‌তিহাদ প্রয়োগ করেন, তাহাই কিয়াছ। ব্যক্তিগত এবং ভিত্তিহীন কিয়াছ (Personal Analogy) গ্রাহ্য নয়।

দ্বিতীয় শতকের মুজতাহিদ ইবনে-ওআয়না— (—১৯৮) বলেন,— অভিজ্ঞ (Expert)—

اجتهاد الراى هو مشاورة أهل العلم' لاان يقول برايه

* ম'আরিজুল ওছুল ২০—২৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

দলের সহিত পরামর্শের কার্যকে মতের ইজ্‌তিহাদ বলে। ব্যক্তিগত কিয়াছ ইজ্‌তিহাদ নয়। *

তৃতীয় শতকের মুজতাহিদ ইমাম শাফেয়ী—(—২০৪) বলেন,—বিশেষ প্রয়োজন—হইলে কিয়াছ জায়েয হইবে, তথাপি একথা বলার উপায় নাই যে, কিয়াছকারী—তাহার কিয়াছের—সাহায্যে শরীঅতের সঠিক উদ্দেশ্যে উপনীত হইতে পারিয়াছে। অবশ্য সে ভুল করিলেও তাহার ইজ্‌তিহাদের জন্য সে পুরস্কৃত হইবে বলিয়াই তাহার পক্ষে গবেষণা করিয়া যাওয়া উচিত। †

القياس عند الضرورة ومع ذلك فليس العامل برايه على ثقة من انه وقع على المراد من الحكم فى نفس الامر وانما عليه بذل الوسع فى الاجتهاد ليؤجر ولواخطا -

ইমাম আবুহানীফা দুর্বল হাদীছের সমকক্ষতায় কিয়াছকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, অধিকন্তু দণ্ডবিধি ও ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে কিয়াছকে একদম নাজায়েয বলিয়াছেন। ‡

মুজাদ্দিদ ইছমাঈল শহীদ (—১২৪৬) বলেন, যে কিয়াছ গ্রাহ্য, তাহার জন্য কোর্‌আন, ছুন্নাহ—অথবা ইজমার মধ্যে ইংগিত থাকা চাই স্পষ্ট নির্দেশের বিদ্যমানতায় কিয়াছ নিরর্থক এবং ওগুলির—প্রতিকূল কিয়াছ বাতিল। ¶

বৈধ-কিয়াছ ইজতিহাদের নামান্তর মাত্র, ইহা যতই কষ্টসাধ্য ও উহার প্রয়োগ যতই সীমাবদ্ধ ও সপ্রতিবন্ধক [Conditional] হউক না কেন, শাসন সংবিধানে উহার প্রয়োজন অস্বীকার করার উপায় নাই এবং উহার বৈধতা অকাট্য ভাবে প্রমাণিত। ইমাম শাফেয়ী, আহ্‌মদ, বুখারী; মুছ্‌লিম, আবু-দাউদ তিরমিযী, নাছায়ী, ইবনে মাজা ও দারকুৎনী প্রভৃতি আমর বিন্নুল আছ ও আবু হোরায়রার বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, শাসন কার্যে শাসনকর্তা যখন — ইজ্‌তিহাদ করে,— অতঃপর উক্ত ইজ্‌তিহাদ সঠিক হয়, তাহা হইলে তাহার পুরস্কার দ্বিগুণ হইবে আর যখন শাসন কার্যে সে ইজ্‌তিহাদ করে আর ভুল করিয়া বসে, তাহা হইলে তাহার পুরস্কার হইবে একটী। *

اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران و اذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر -

বুখারী, মুছলিম ও তিরমিযী প্রভৃতি আবুছঈদ খুদরীর প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, বনিকোরায়জার ইহুদীদের ব্যাপারে রছুলুল্লাহ (দঃ) ছঅদ—বিনে মুআযকে সিদ্ধান্ত করার অনুমতি দিয়াছিলেন। †

ইমাম আহমদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, বয়হকী ও ইবনোআব্দিলবর প্রভৃতি মুআয বিনে জবলের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে ইয়ামানের শাসনকর্তা রূপে প্রেরণ করার প্রাক্কালে জিজ্ঞাসা—করিলেন— তুমি কি ভাবে বিচার করিবে মুআয বলিলেন—— আল্লাহর গ্রন্থ অনুসারে বিচার করিব। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন : যদি আল্লাহর গ্রন্থে না থাকে? বলিলেন : রছুলের (দঃ) ছুন্নত অনুসারে। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি ছুন্নতে—

فقال صلى الله عليه وسلم : كيف تقضى ؟ فقال اقضى بما فى كتاب الله ! قال : فان لم يكن فى كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ! قال : ان لم يكن فى سنة رسوله ؟ قال : اجتهد رائ - قال ! الحمدلله الذى وفق رسول رسول الله !

* ইবনে হযম—আলুইহ্‌কাম (৬) ৩৬ পৃঃ।
† ফতহুলবারী (১৩) ২৪৫ পৃঃ।
‡ আলুইহ্‌কাম (৭) ৫৪ পৃঃ।
¶ অছুলেফিকহ, ১২ পৃঃ।

* শাফেয়ী, উম্ (৬) ২০৩ পৃঃ; আহ্‌মদ, মুছনদ (৪) ১৯৮ ও ২০৪; বুখারী (১৩) ২৬৮ ও ২৬৯; মুছলিম (২) ৭৬ পৃঃ; আবুদাউদ (৩) ৩২৪; তিরমিযী (২) ২৭৫; নাছায়ী (২) ৩০৩;— ইব্‌নেমাজা ১৬৮ পৃঃ; দারকুৎনী (২) ৫১১ পৃঃ।
† বুখারী (৬) ১১৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মীমাংসা নাথাকে? মুআয বলিলেন, আমি আমার ইজ্‌তিহাদ প্রয়োগ করিব! রছুলুল্লাহ বলিলেন,—আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহ! তিনি আল্লাহর রছুলের রছুলকে তওফীক প্রদান করিয়াছেন। *

ফলকথা, অন্ততঃ শাসন ব্যবস্থায় ইজ্‌তিহাদ আবশ্যক, কিন্তু সংবিধানে উহার প্রয়োগ পরামর্শ সাপেক্ষ, সুতরাং ইহাও জাতীয় অ্যাসেমব্লীর অনুমতি সাপেক্ষ।

(গ) পূর্ববর্তী খলীফার নির্দেশগুলিও ইজ্‌মার পর্যায়ভুক্ত, কারণ খুলাফায় রাশেদীন যেসকল বিষয় মীমাংসা করিতেন তাহা মন্ত্রণাসভার সাহায্যেই করিতেন, এককভাবে করিতেননা।

উমর ফারুক কুফার বিচারপতি কাযী শুরায়হকে লিখিয়া পাঠান, আপনার নিকট যদি এমন কোন বিষয় উপস্থিত হয়, যাহার মীমাংসা আল্লাহর গ্রন্থ এবং তদীয় নবীর ছুন্নতে নাই, তাহাহইলে দেখুন আপনার পূর্ববর্তীরা যেসকল বিষয়ে একমত হইয়াছেন সেগুলিতে উহার মীমাংসা আছে কিনা? যদি থাকে তাহাহইলে উহা গ্রহণ করুন। ক

আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছ কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে, যদি কোর্‌আনে উহার সমাধান মিলিত, তাহাহইলে তদনুসারে, নতুবা রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তিসূত্রে মীমাংসা করিতেন। কোর্‌আন ও ছুন্নতে উহার সমাধান না থাকিলে আবুবক্‌র ও উমরের প্রদত্ত—ব্যবস্থানুসারে মীমাংসা করিতেন। ক

আবদুল্লাহ বিনে মছ্‌উদ বলেন, তোমরা কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে সর্বপ্রথম আল্লাহর গ্রন্থে উহার সমাধান অনুসন্ধান কর, উহাতে প্রাপ্ত না হইলে রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নতে অনুসন্ধান কর, যদি তাহাতেও না পাও, তাহাহইলে মুছলমানগণ সমবেতভাবে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তদনুসার মীমাংসা কর। *

উল্লিখিত উক্তি সমূহের সাহায্যে প্রমাণিত হইল যে, পূর্ববর্তী খলীফাগণের যেসকল নির্দেশ পরামর্শ সভার সমর্থনলাভ করিয়াছে, সেগুলিও—রাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করার উপকরণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারিবে। কাহারো ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত—ইছ্‌লামী আইনের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারেনা, খলীফাগণের মীমাংসা ইজ্‌মার গৌরব লাভ করিয়াছে বলিয়াই উহা নযীর (Precedent) রূপে গ্রাহ্য করা হইবে।

আবার খলীফাগণের কোন ব্যবস্থা যদি সাময়িক ও অবস্থাগতিক হয়, তাহাহইলে সেরূপ ব্যবস্থাও সর্বকালে ও সকলক্ষেত্রে গৃহীত হইবেনা।

(ঘ) প্রচলিত রীতি যাহাকে আরাবী ভাষায় উর্‌ফ বলে, কিতাব ও ছুন্নাহর প্রতিকূল না হইলে—ইছ্‌লামী শাসন সংবিধানের অন্যতম উপকরণরূপে গৃহীত হইবে। এরূপ রীতি যাহা আইনের স্থান অধিকার করিয়াছে, ইব্‌নুল কাইয়েম তাহার —শতাধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নে গুটিকয়েক উদ্‌ধৃত হইল,—

১। কোন লোকের পতিত খাদ্যাংশ আহরণ করিয়া ভক্ষণ করা বৈধ।

২। কোন দুশ্চরিত্র পুরুষকে কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর নিকট নিভৃতে আসা যাওয়া করিতে দেখিয়া প্রকাশ্য লক্ষণাদি সূত্রে স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের সাক্ষ প্রদান করিতে পারে।

৩। কাহারো ছওয়ারী ভাড়া করিয়া মালিকের বিনানুমতিতে উহার মন্থর গতির জন্য ছওয়ারীকে চাবুক মারা বৈধ।

৪। বাড়ী ভাড়া করার প্রাক্কালে শর্ত স্থিরীকৃত নাহইলেও নিজের অতিথিবর্গকে বাড়ীতে প্রবেশ ও রাত্রিবাস করার অনুমতি প্রদান করা ভাড়াটিয়ার পক্ষে বৈধ।

৫। কোন ব্যক্তির গরু ছাগল মৃত্যুর নিকটবর্তী হইলে মালিকের বিনানুমতিতে তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত

* আবূদাউদ (৩) ৩৩০ পৃঃ, তিরমিযী (২) ২৭৫ পৃঃ; মুছনদে আহমদ (৫) ২৩৬ পৃঃ।

ক দারমী, ৩৪ পৃঃ, ছুননে কুব্‌রা, বয়হকী (১০) ১১০ ও ১১৫ পৃঃ।

ক ছুননে কুব্‌রা (১০) ১১৫ পৃঃ; ইব্‌নে আবদুলবর—ইল্‌ম (২) ৫৮ পৃঃ।

* দারমী, ৩৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

হইতে না দিবার অভিপ্রায়ে অন্য ব্যক্তির পক্ষে উক্ত পশুকে যবেহ করা বৈধ।

৬। বন্যা কাহারো গৃহকে প্লাবিত করিবে এরূপ আশংকা দেখাদিলে আর প্রাচীর ভাংগিয়া দিলে—বন্যার পানী নিষ্কাসিত হইয়া যাইবে এরূপ সম্ভাবনা থাকিলে গৃহস্বামীর বিনানুমতিতে তাহার প্রাচীর বিধ্বস্ত করা বৈধ।

৭। কাহারো গৃহে আগুন লাগিলে অগ্নির—বিস্তার রোধ করার উদ্দেশ্যে গৃহস্বামীর বিনানুমতিতে তাহার সেই গৃহ ভাংগিয়া ফেলা বৈধ।

৮। ডাকাত প্রতিবেশীর সমস্ত ধন সম্পদ—লইয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া আপোষ সূত্রে অনুরোধ উপরোধের দ্বারা কতক ধন রক্ষা করিয়া অবশিষ্ট ধনসহ ডাকাতকে ফিরিয়া যাইতে দেওয়া বৈধ হইবে যদি ডাকাতকে আটক করার, মারার অথবা সমস্ত ধন সম্পদ কাড়িয়া লওয়ার ক্ষমতা না থাকে।

৯। পথের ধারের গাছ, অথবা যে বাগানের প্রাচীর নাই তাহার পতিত ফল ভক্ষণ করা বৈধ।

১০। যে গৃহে প্রবেশ করার অনুমতি লাভ করা হইয়াছে, মালিকের বিনানুমতিতে উক্ত গৃহে পানী পান করা বৈধ। *

মন্ত্রণা সভার সদস্যগণের দায়িত্ব ও অধিকার,

ইছলামী রাষ্ট্রে ইমাম রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক (Supreme Head) এবং তাঁহার দায়িত্ব ও ক্ষমতা অসাধারণ [Abnormal] হইলেও সীমাহীন নয়। রাষ্ট্রাধিনায়কের অপসারণ, আইন প্রণয়ন এবং রাষ্ট্র পরিচালনা কার্যে মতামত দেওয়ার প্রকৃত অধিকার—পরামর্শ সভা বা অ্যাসেম্ব্লীর রহিয়াছে। রাষ্ট্রাধিনায়ক স্বয়ং উক্ত অ্যাসেম্ব্লীর একজন সদস্য। তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত পরামর্শ সভা শুনিতে বাধ্য নহেন বরং সভার সম্মিলিত সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিতে রাষ্ট্রাধিনায়ক সকল সময়ে বাধ্য। উমর ফারূক—তাঁহার মজলিছে একথা স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করিয়াছেন। ভূমির জাতীয়করণ সম্বন্ধে পরামর্শ সভার যে ঐতিহাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, তাহার—উদ্বোধনী বক্তৃতায় উমর ফারূক বলেন,—

انى لم ازعجكم الا لان تشتركوا فى امانتى فيما حملت من اموركم' فانى واحد كا حدكم وانتم اليوم تقرون بالحق' خالفنى من خالفنى و وافقنى من وافقنى ! ولست اريد ان تتبعوا هذالذى هواى' فوالله لئن كنت نطقت بامر اريده ما اريد به الا الحق -

আমি আপনাদিগকে শুধু এই জন্য কষ্ট—দিয়াছি যে, আপনাদের রাষ্ট্র পরিচালনা করার যে ভার — আমাকে সমর্পণ করা হইয়াছে আমার সেই আমানতে (Trust) আপনারা আমার—শরীক হইবেন।—কারণ আমি আপনাদের মতই একজন। আপনারা অদ্য সঠিক ও সত্য যাহা, তাহা নর্ধারণ করিবেন। আমার মতের যাহার ইচ্ছা হয় বিরোধ বা সমর্থন করুন, আমার এ ইচ্ছা নয় যে, আপনারা শুধু শুধু—আমার মতের সমর্থন করিয়া যাইবেন, কারণ আল্লাহর শপথ, আমি যে বিষয়ে যাহা বলিয়াছি, সত্য ও সঠিক মনে করিয়াই বলিয়াছি। †

পরামর্শ সভার সংগঠন,

যে শ্রেণীর লোকদের সমবেত সিদ্ধান্ত ইছলামী আঈন বা শরার গৌরব লাভ করিতে পারে, তাঁহাদের যোগ্যতার মান সম্বন্ধে পণ্ডিত মণ্ডলীর—মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। বিশেষভাবে লক্ষ করিয়া দেখিলে এই মতভেদ অবস্থাগতিক এবং আপেক্ষিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কারণ পরামর্শের বিষয়বস্তু যেরূপ অভিন্ন নয়, পরামর্শদাতাগণের যোগ্যতার—মানও সেইরূপ অভিন্ন হওয়া সম্ভবপর নয়। বিচার ও আইনঘটিত বিষয়াদি সম্পর্কে যেরূপ ব্যক্তির পরামর্শ আবশ্যক হইতে পারে, যুদ্ধ ও কৃষি ইত্যাদি বিষয়ে সেরূপ ব্যক্তির পরামর্শ ততখানি প্রয়োজনীয় হয়তো হইবেনা। আবার যেসকল বিষয় সাধারণ অভিজ্ঞতার

* ইলামুল মুওয়াক্কেয়ীন (৩) ১৭; তুরুকে হিকামীয়াহ ৩২ ও ৩৩ পৃঃ।

† কিতাবুল খিরাজ, ৩০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উপর নির্ভর করে এবং মতামত প্রকাশ করার জন্য বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন হয়না, সেসকল বিষয়ে একজন নিরক্ষর ব্যক্তির অভিমতও মূল্যবান হইতে পারে। এমনও অনেক বিষয় রহিয়াছে যেসকল ব্যাপারে পুরুষ অপেক্ষা নারীর পরামর্শ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পরামর্শের বিষয়বস্তুর তারতম্য অনুসারে পরামর্শদাতাগণের যোগ্যতার মান বিভিন্ন হওয়া অনিবার্য। রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং আবুবক্‌র ও উমরের যুগে দুইটী দল অখণ্ড মুছ্‌লিম জাতির প্রতিনিধি ছিলেন, অর্থাৎ মুহাজেরীন ও আন্‌ছার। আদর্শ রাষ্ট্র (Ideological State) রূপে ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের তাঁহারাই প্রকৃত নাগরিক ছিলেন। আরবের শত সহস্র গোত্র ও বর্ণকে একীভূত করিয়া ইছ্‌লাম মাত্র দুইটী গোত্রকে জন্ম দিয়াছিল — ইছ্‌লামের জন্য সর্বত্যাগীর গোত্র আর ইছ্‌লামের পৃষ্ঠপোষক গোষ্ঠি। কোর্‌আনে ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের এই দুই গোত্র ছাড়া আর কাহারো উল্লেখ নাই। সমগ্র আরব এই দুই আদর্শবাদী গোষ্ঠিকে— তাহাদের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। তাই রছুলুল্লাহর (দঃ) যুগে ও আবুবক্‌র এবং উমরের খিলাফতে মুহাজেরীন ও আন্‌ছারের সমবায়েই মন্ত্রণা সভা গঠিত হইত এবং তাঁহাদিগকেই পরামর্শ প্রদান করার উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করা হইত।

ইবনে আব্বাছ বলেন, কোর্‌আনের বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিগণ উমর ফারুকের মন্ত্রণা সভায় সদস্য হইতেন। প্রবীন ও নবীন উভয় শ্রেণীর বিদ্বানগণ উহাতে যোগদান করিতেন। *

ছুফ্‌য়ান ছওরী বলেন, উমর ফারুক সকলের— সংগে এমন কি নারীদের সংগেও পরামর্শ করিতেন।†

উমর ফারুকের কাউন্‌সীলের সকল সদস্যের নাম উল্লেখ করা মুশ্‌কিল, কিন্তু ইবনে ছা'দ বলিয়াছেন যে, উছ্‌মান, আলী, আবদুররহমান বিনে আওফ মুআয বিনে জবল, উবাই বিনে কআব ও যয়েদ বিনে ছাবিত ফারুকের মন্ত্রণাসভার উল্লেখযোগ্য সদস্য ছিলেন। * তাবারী বলেন যে মজ্‌লিছে— শুরার অধিবেশন আহ্বান করার জন্য মুওয়ায্‌যিন 'মিলিত প্রার্থনা' ঘোষণা করিতেন। সকলে একত্রিত হইলে উমর ফারুক প্রথমে দুই রক্‌অৎ নামায পড়িতেন, তারপর আলোচনা আরম্ভ করা হইত। † গুরুতর কারণ উপস্থিত হইলে মুহাজেরীন ও আন্‌ছারের সাধারণ অধিবেশন আহ্বান করা হইত।

যাঁহাদের সর্বসম্মত অভিমত জাতির পক্ষে— অবশ্য প্রতিপালনীয় এবং যাঁহাদের মিলিত অভিমত আইনরূপে গৃহীত হইতে পারে, বিদ্বানগণের অধিকাংশ তাঁহাদের জন্য মুজ্‌তাহিদ হওয়া প্রয়োজনীয় বলিয়াছেন, কিন্তু কাযী আবুবক্‌র বাকেল্লানী (—৪০৩) ইহা অস্বীকার করিয়াছেন, তিনি জনসাধারণকেও মতামত প্রকাশ করার অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইমাম জাছ্‌ছাছ রাযী (—৩৭০) ও ফখ্‌রুল ইছলাম (—৪৮২) বলিয়াছেন, যেসকল— বিষয়ে ইজ্‌তিহাদের প্রয়োজন নাই, সেই সকল বিষয়ে জনসাধারণের অভিমত গ্রাহ্য হইবে। ‡

অধিকাংশ বিদ্বান বিদ্‌আতী ও ফাছেকের পরামর্শ গ্রাহ্য করেন নাই কিন্তু ছায়রফী (—৩৩০) ও ছকী-উদ্দীন হিন্দী (—৭১০) প্রভৃতি একথা অস্বীকার— করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, কদ্‌রী, মুর্জিয়া ও শিয়া এবং সমুদয় বিদ্‌আতীর পরামর্শ গ্রাহ্য কিন্তু তাঁহাদের জন্য মুজ্‌তাহিদ হওয়া আবশ্যক। ¶

মাওয়ার্দী (—৪৫০) তাঁহার 'আহ্‌কামে ছুল্‌তানীয়াহ'তে নির্বাচক মণ্ডলীর জন্য নিম্নলিখিত— যোগ্যতাগুলি আবশ্যক বলিয়াছেন,—

(ক) বিশুদ্ধ চরিত্র হওয়া।

(খ) রাষ্ট্রাধিনায়কের যোগ্যতাকে বিচার করার মত ক্ষমতা থাকা।

(গ) কোন্ প্রার্থীর মধ্যে শাসন কার্য পরিচালনা

* বুখারী (৩) ৮৬ পৃঃ।

† ইবনে জরীর (তুবরে মনছুর ২য় খণ্ড, ৯০ পৃঃ।)

* কন্‌যুল উম্‌মাল (৩) ১৩৪ পৃঃ।

† তারীখ, ২৫৭৪ পৃঃ।

‡ শর্হে তহবীরুল অছুল (৩) ৮০ পৃঃ।

¶ ইরশাদুল ফহুল, ৭৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

করিবার দক্ষতা অধিকতর, তাহা বুঝার মত গভীর দৃষ্টি এবং বিচারবুদ্ধি বিদ্যমান থাকা। *

আপাত দৃষ্টিতে পরামর্শদাতা এবং নির্বাচক—মণ্ডলীর যোগ্যতা সম্বন্ধে উল্লিখিত উক্তিগুলি অসংলগ্ন বলিয়া অনুমিত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ওগুলির মধ্যে অসামঞ্জস্য নাই। সমুদয় উক্তির সারাংশ এই যে, পরামর্শদাতাগণের পরামর্শ দিবার মত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। ব্যবহারিক ও রাষ্ট্রীক আইনের প্রণয়ন এবং আহকামে-শরার নিবর্তন, সংকোচসাধন ও সম্প্রসারণের জন্য পরামর্শদাতাগণকে ফকীহ্ [Jurist] হইতে হইবে। ইল্‌মে শরীঅতের অভিজ্ঞতার সংগে সংগে পরামর্শদাতাগণের নৈতিক বলসম্পন্ন, দূরদর্শী, ন্যায়পরায়ণ, ধার্মিক ও দৃঢ়সংকল্প হওয়া আবশ্যক। কিন্তু যে সকল ব্যাপারে ইজ্‌তিহাদ ও ফিকাহতের প্রয়োজন নাই, সে সকল বিষয়ে জনসাধারণের জন্যও পরামর্শ দিবার অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। নারীগণের নির্দিষ্ট প্রশ্নসমূহে নারীগণের নিকট—হইতেও পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্তগণ যখন নারী ও জনসাধারণের নিকট হইতেও পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, তখন সকল বিষয়ে কেবল বিদ্বান ও সাধুসজ্জন পুরুষদিগকেই পরামর্শের অধিকারী স্থির করা কোন ক্রমেই সংগত হইবে না, পক্ষান্তরে যে বিষয়ে যাহার অধিকার ও অভিজ্ঞতা নাই, সেই বিষয়ে তাহাকে—পরামর্শের ক্ষমতা দান করাও অত্যন্ত অন্যায় হইবে।

নির্বাচকমণ্ডলীর জন্য মাওয়ার্দী যে তিনটী যোগ্যতার কথা বলিয়াছেন, তাহা নির্দিষ্ট কোন দলে—সীমাবদ্ধ নাই। একজন সাধারণ মুছলমানের পক্ষে যেমন বিশুদ্ধ চরিত্র হওয়া সম্ভবপর, তেমনি একজন অতিবিচক্ষণ ও প্রগাঢ় বিদ্যা-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে উহার অভাব থাকা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এতদ্ব্যতীত প্রার্থীর যোগ্যতা ও শাসনসৌকর্য সম্বন্ধে জ্ঞান—অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। ইউরোপীয় নির্বাচন পদ্ধতি অনুসারে এই অভিজ্ঞতা প্রোপাগাণ্ডা, প্রচারণা ও অর্থশক্তির সাহায্যে যাচাই করা হইয়া থাকে কিন্তু ইছ্‌লামী সংবিধানে কোন পদপ্রার্থীর নির্বাচনের প্রশ্ন উঠেনা। জনমণ্ডলী যাহার যোগ্যতা, সেবা ও বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত অধিকতর আস্থা সম্পন্ন, তাহাকেই তাহারা নির্বাচন করিবে। অতএব জনমণ্ডলীকে নির্বাচনাধিকার হইতে বঞ্চিত করার কোন শর্‌য়ী এবং যৌক্তিক হেতুবাদ নাই।

ইছ্‌লামী রাষ্ট্রে অমুছলমান নাগরিকদের পরামর্শাধিকার.

ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের শাসন সংবিধান মূলতঃ—আল্লাহ তদীয় রছুলের মধ্যস্থতায় মুছ্‌লিম জাতির হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, এই বিধানের স্পষ্টাংশের বিরোধ করার অধিকার ইছলামী রাষ্ট্রের কোন নাগরিকেরই নাই, মুছলমানদেরও না। আর অস্পষ্টাংশগুলির ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ-কৌশল নির্ণয় করার অধিকার, যাঁহারা শরীঅতের বিদ্যায় প্রজ্ঞাসম্পন্ন, শুধু তাঁহাদেরই রহিয়াছে, অনভিজ্ঞ মুছলমান নাগরিকদেরও উপরিউক্ত বিষয়সমূহে মতামত প্রকাশ করার অধিকার নাই। আর যেসকল বিষয়ে সর্বসাধারণ মুছলিম নাগরিকদের পরামর্শ দিবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে সেসকল বিষয়ে রাষ্ট্রের অমুছলমান নাগরিকদেরও পরামর্শ দিবার ও সাহায্য করার অধিকার রহিয়াছে। এরূপ সাহায্য ও পরামর্শ লইবার বহু প্রমাণ রছুলুল্লাহর (দঃ) মক্কী ও মদনী জীবনে মওজুদ আছে।

১। রছুলুল্লাহর (দঃ) পিতৃব্য আবু তালিবের বিয়োগের পর কুরায়শগণের অত্যাচার চরমে উঠায় রছুলুল্লাহ (দঃ) তায়েফে গমন করিয়া উক্ত স্থানের—মুশ্‌রিক গোত্র বনুছকীফের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। *

২। তায়েফ হইতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) হিরায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং হিজায প্রদেশের অন্যতম মুশরিক গোত্রীয় নেতা মত্‌অম বিনে আদীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। মত্‌অম রছুলুল্লাহ (দঃ) কে সাহায্যও করিয়াছিলেন। †

* Politics in Islam, P. P. 116 Khuda Bakhsh.

* ছীরতে ইব্‌নে হিশাম (১) ১৪৬ পৃঃ।

† তাবাকাতে ইব্‌নে ছ'অদ (১) ১৪২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

৩। আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের সময় রছুলুল্লাহ (দ:) মিনায় গভীর নিশিথে মদীনা হইতে সমাগত ৭২জন আনছারীর সহিত যে পরামর্শ করিতেছিলেন, সেই পরামর্শ বৈঠকে আব্বাছ বিনে আবদুলমুত্তালিবও যোগদান করিয়াছিলেন এবং বক্তৃতা দিয়াছিলেন। আব্বাছ তখনো ইছলাম গ্রহণ করেন নাই। *

৪। ছওর পর্ব্বতগুহায় লুক্কায়িত থাকার পর রছুলুল্লাহ (দ:) যখন মদীনা যাত্রা করেন, তখন আবদুল্লাহ বিনে আরিকাৎ নামক জনৈক মুশ্‌রিক রছুলুল্লাহর (দ:) পথ প্রদর্শক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। †

(৫) রছুলুল্লাহ (দ:) মদীনায় আগমন করিয়া যে কন্‌ফেডারেশন গঠন করিয়াছিলেন, তাহাতে—মদীনা ও পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের ইয়াহুদ ও মুশ্‌রিকগণও যোগদান করিয়াছিলেন। ‡

(৬) ৬ষ্ঠ হিজ্‌রীতে রছুলুল্লাহ (দ:) ও মক্কার—কুরায়শগণের মধ্যে হুদায়বিয়ায় যে বিখ্যাত চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহার অন্যতম দফা ছিল যে, আরবের যেকোন গোত্র আপনাপন ইচ্ছামত যে—কোন দলের সংগী হইতে পারিবেন। উল্লিখিত দফাসূত্রে আরবের বনুখুযাআ গোত্র রছুলুল্লাহর (দ:) দলে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা তখনো—ইছ্‌লাম গ্রহণ করেন নাই। কুরায়শগণের মিত্রপক্ষ বনুবকর হুদায়বিয়ার সন্ধি ভংগ করিয়া বনুখুযাআদের উপর অতর্কিত নৈশহানা দেয়। কুরায়শদলের এই বিশ্বাসঘাতকতা এবং মুছলমানদের দলভুক্ত মুশ্‌রিক বনুখুযাআদের প্রতি অনুষ্ঠিত কুরায়শদলের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্যই অবশেষে রছুলুল্লাহ (দ:) মক্কা অভিযানে বহির্গত হন। ¶

(৭) মক্কাজয়ের পর হোনায়ন যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইছ্‌লাম তখন আরবে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া—উঠিয়াছিল, কিন্তু তথাপি রছুলুল্লাহ (দ:) আবুজেহলের জনৈক জ্ঞাতিভ্রাতা অবদুল্লাহ বিনে রবীআর নিকট ত্রিশ সহস্র দেরহম ঋণ গ্রহণ করেন। উক্ত যুদ্ধে—বিখ্যাত মুশ্‌রিক দলপতি ছফ্‌ওয়ান বিনে উমাইয়ার নিকট হইতে রছুলুল্লাহ (দ:) ১শতটী লৌহবর্ম এবং আনুসংগিক অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্য প্রাপ্ত হন। *

ইমাম শাফেয়ী প্রভৃতি বলিয়াছেন,— কাফের যদি মুছলমানদের—সম্বন্ধে বিদ্বেষপরায়ণ নাহয় এবং তাহার নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক বিবেচিত হয়, তাহা হইলে—তাহার সাহায্য গ্রহণ করা হইবে।

ان كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعة الحاجة الى الاستعانة به استعين به -

ইমাম নববী বলেন, কোন অমুছুলমান মুছলমানদের অনুমতিক্রমে যদি মুছলমানদের সহিত মিলিয়া যুদ্ধ করে, তাহা হইলে মালিক, শাফেয়ী—ও আবুহানীফার মত অনুসারে তাহাকে—কেবল পুরস্কৃত করা হইবে কিন্তু ইমাম যুহরী ও আওযায়ী বলিয়াছেন, শুধু পুরস্কৃত নয়,—অমুছলমান যোদ্ধা ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের সৈন্য রূপে যুদ্ধ করিলে তাহাকে যুদ্ধের লভ্যাংশের নিয়মিত ভাগও প্রদান করিতে হইবে। †

واذا حضر الكافر بالاذن رضخ له ولا يسهم له هذا مذهب مالك والشافعي وابي حنيفة والجمهور وقال الزهري والاوزاعي يسهم له -

যুহরী ও আওযায়ীর অভিমত ইছলামী আদর্শের সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠ, সুতরাং যেসকল—বিষয়ে কোর্‌আন ও ছুন্নতের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আদেশ ও ইংগিত নাই, অথবা যেগুলি বিষয়ের মীমাংসা করা সাধারণ বিচার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে সম্ভবপর, সেসকল বিষয়ে ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের বিশ্বস্ত ও অনুগত অমুছ্‌লিম নাগরিকদিগকেও পরা-

* ছীরতে ইব্‌নে হিশাম (১) ১৫৫ পৃ:।
† ইব্‌নে হিশাম (১) ২৬৭ পৃ:।
‡ তর্জুমানুল হাদীছ, ২য় বর্ষ, ১০২ পৃ:।
¶ তাবাকাতে ইব্‌নে ছঅদ (২) ২য় প্র: ৯৭ পৃ: ও ১ম প্র: ৭১ পৃ:; ফত্‌হুলবারী (৭) ৩৯৯ পৃ:, তাবারী, তারীখ (৩) ১১০—১১৪ পৃ:।

* আবুলফিদা (১) ১৪৯ পৃ:; ইব্‌নেছঅদ (১) ১ম প্র: ১০৮ পৃ:।
† শরহে মুছ্‌লিম (২) ১১৮ পৃ:।

www.ahlehadeethbd.org

মর্শের অধিকার প্রদান করা যাইবে।

মতানৈক্যের মীমাংসা,

মনীষী ইক্‌বাল বলিয়াগিয়াছেন, গণতান্ত্রিক—রাষ্ট্রসমূহে মানুষের মনুষ্যত্ব পরিমাপ করা হয় না, শুধু তাহাদের মাথা গুন্‌তী করা হয়। অর্থাৎ মাথা গণনা করিয়া সত্য ও মিথ্যা নির্ণয় করা হইয়া থাকে। ভোটের যোরে গাধাকে ঘোড়ায় পরিণত করা—প্রচলিত গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির একটী সর্বজন বিদিত কারামত! ইছ্‌লামী গণতন্ত্র সংখ্যাগুরুর এই স্বৈরাচার (Tyranny of Majority) আদৌ স্বীকার করে নাই। মজলিছে শুরায় যদি মতানৈক্য ঘটে, তাহা হইলে সংখ্যাগুরু দলের অভিমত যে সকল ক্ষেত্রেই অগ্রগণ্য হইবে, ইছ্‌লাম এ নীতি অস্বীকার করিয়াছে। কোর্‌আনের নির্দেশ এই যে, তাহাদের অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই, তাহারা মুশ্‌রিক ছাড়া কিছুই নয়— ইউছুফ :— ১০৬। আল্লাহর— কৃতজ্ঞ দাসগণ মুষ্টিমেয়, ছাবা : ১৩। পবিত্র আর অপবিত্র কখনই সমান নয়, যদিও অপবিত্রের সংখ্যাধিক্য — তোমাকে বিস্মিত করে,— আল্‌মায়েদাহ : ১০০। হে রছুল (দঃ), যদি আপনি পৃথিবীর সংখ্যাগুরু দলের অনুসরণ করেন, তাহা হইলে তাহারা আপনাকে আল্লাহর পথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া ফেলিবে! প্রত্যুত তাহারা শুধু কল্পনার অনুসরণ করিয়া থাকে এবং—অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়,— আল্‌আন্‌আম : ১১৭ আয়ত।

وما يؤمن اكثر هم بالله الا وهم مشركون —

وقليل من عبادى الشكور -

لايستوى الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث !

وان تطع اكثر من فى الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون —

ইমাম আহমদ, মুছ্‌লিম, দারমী ও তাবারানী প্রভৃতি আবদুল্লাহ বিনে আম্‌র বিন্‌ল আছের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন : রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন— দীনে ইছ্‌লামের সূচনা গরীব অবস্থায় ঘটিয়াছে এবং সূচনায় যেমন হইয়াছিল পুনরায় সেই রূপ ঘটিবে, অতএব গরীবরাই সৌভাগ্যবান! জিজ্ঞাসা করা হইল গরীবের তাৎপর্য কি? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন সংখ্যাগুরু দুষ্ট লোকদের মাঝখানে মুষ্টিমেয় সৎলোক : অনুগত দল অপেক্ষা অবাধ্য দলের সংখ্যা হইবে বেশী। *

بدء فطوبى للغرباء ! قيل من الغرباء ؟ قال الناس صالحون فى الناس سرء كثير من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم !

আবদুল্লাহ বিনে মছ্‌উদ বলেন, তোমাদের—দশা কি হইবে, যখন তোমরা এমন ফিত্‌নায় পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িবে যে, বয়স্করা তাহার চাপে দিশাহারা বৃদ্ধে পরিণত হইবে এবং অপরিণতের দল পাকিয়া উঠিবে? যাহারা ফিৎনার কোন অংশ পরিহার—করিবে, তাহাদের সম্বন্ধে বলা হইবে : উহারা ছুন্নতকে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, এরূপ অবস্থা কখন ঘটিবে? তিনি বলিলেন; যখন তোমাদের মধ্যে ইছ্‌লামী বিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিতগণের অন্তর্ধান এবং মূর্খদের প্রাচুর্য ঘটিবে, কথকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে অথচ শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ হ্রাস প্রাপ্ত হইবেন, নেতার দল বাড়িয়া যাইবে কিন্তু বিশ্বস্তদের সংখ্যা কমিবে। পারলৌকিক কার্যের সাহায্যে পার্থিব সুবিধা ভোগকরা হইবে আর ধর্মীয় উদ্দেশ্যের পরিবর্তে অন্য মত্‌লবে বিদ্যার্জন করা—হইবে। †

হাছান বছ্‌রী বলেন,—যাহারা চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যেও আহ্‌লেছুন্নতগণের সংখ্যা ছিল অল্প আর যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহাদের মধ্যেও—তাঁহারা অল্পসংখ্যক। তাঁহারা বিলাসীদের বিলাস পরায়ণতায় যেমন যোগ দেননা, তেমনি বিদ্‌আতীদের বিদ্‌আতেও তাঁহারা শরীক হননা, তাঁহারা তাঁহাদের ছুন্নতের উপর ছবর করিয়া থাকেন। ‡

بدء الاسلام غريباً وسيعود كما

---

* মুছ্‌নদে আহমদ (২) ১৭৭ ও ২২২ পৃঃ; মুছ্‌লিম (১) ৮৪ পৃঃ।

† দারমী, ৩৬ পৃঃ।

‡ দারমী, ৪০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম আবুহানীফা বলেন, সংখ্যাধিক্যের কোন মূল্য নাই। কখন একক যাহার তওফীক পায় সম্পূর্ণ দল তাহা পায়না। *

ইছ্‌হাক বিনে রাহওয়ে বলেন, যাহা সঠিক—তাহা প্রকাশিত হওয়ার পর সমর্থনের অভাবে বিচলিত হওয়া চলিবেনা। সত্য সুস্পষ্ট ও প্রকাশিত হওয়ার পর সাক্ষ্যের প্রয়োজন নাই। চক্ষু যেরূপ সূর্যকে দেখে, হৃদয় তেমনি সত্যদ্রষ্টা। সূর্য উদিত হওয়ার পর তার জন্য সাক্ষ্য অনুসন্ধান করা—নিরর্থক। †

গায্‌যালী বলেন, অধিকাংশ লোক বিদ্‌আত কার্যে একমত হইলেও কঠোর ভাবে উহা পরিত্যাগ করিবে। ছাহাবাগণের পর কোন নবাবিষ্কৃত ধর্মীয় বিধি যদি সমস্ত লোক সর্বসম্মত ভাবেও গ্রহণ করে, তাহাতে বিভ্রান্ত হইওনা। ‡

ফখ্‌রুদ্দীন রাযী বলেন, কোন বিষয়ে একজন ছাড়া সকলেই যদি একমত হয়, তথাপি দৃঢ়তার—সহিত একথা বলা চলিবেনা যে, সংখ্যাগুরুদলের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত, কারণ যে একক ভাবে ভিন্ন অভিমত পোষণ করিতেছে, তাহার সিদ্ধান্তটাও সঠিক হইতে পারে। ¶

ইবনুল কাইয়েম বলেন, সত্যদ্রষ্টা যে, সে সহচরদের সংখ্যাল্পতা বা তাহাদের সম্পূর্ণ অভাবের জন্য কখনো বিচলিত হয়না, যদি সে অনুভব করিতে পারে যে, সে প্রথম কাফিলার সাহচর্য লাভ করিয়াছে, যাহারা আল্লাহর অনুগ্রহভাজন অর্থাৎ নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সাধুগণের দল। §

واصدع بما قال الرسول ولاتخف
من قلة الانصار والاعوان !
وادرء بلفظ النص فى نحرالعدى
وارجمهم بثواقب الشهبان !

* আলমগীরী—আদবুল কাযী (৩)৩য় অধ্যায় ২১৬পৃ:
† ইগাছাতুল্লহফান, ৩৯ পৃ:।
‡ নববী, আয্‌কার, ১৫৭ পৃ:।
¶ তফছীর কবীর (২) ১১ পৃ:।
§ ইগাছা, ৩০ পৃ:।

কোর্‌আন ও ছুন্নতের নির্দেশ এবং বিদ্বানগণের সমর্থন দ্বারা ইহা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, মতভেদ ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরুদলের (Majority) সিদ্ধান্ত অভ্রান্তরূপে গ্রহণ করা ইছ্‌লামী শাসনসংবিধানের নীতি হইতে পারেনা, যাঁহারা মেজরিটির অভিমতকে সকল ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য করার—পক্ষপাতি, তাঁহাদের বক্তব্য অতঃপর পরীক্ষা করিয়া দেখা হউক।

এই দলটী তাঁহাদের দাবীর পোষকতায় বলিয়া থাকেন যে, ইব্‌নে মাজা, আবুনঈম ও লালকায়ী—আনছের বাচনিক এবং হাকিম ও ইব্‌নেজরীর ইব্‌নে-উমরের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, মানুষেরা মতভেদ— করিলে তোমরা বৃহত্তম দলের অনুসরণ করিবে। *

اذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الا عظم — (وفى رواية) اتبعوا السواد الا عظم —

উপরিউক্ত কথার জওয়াব ত্রিবিধ : প্রথম,—উল্লিখিত হাদীছটী অগ্রাহ্য, কারণ উহা প্রমাণিত নয়। ইব্‌নে মাজার ছনদের অন্যতম রাবী আবুখলফের বিরুদ্ধে মিথ্যাবাদীতার অভিযোগ আরোপিত হইয়াছে। ইব্‌নেহজর এবং বহু মুহাদ্দেছ উক্ত হাদীছকে অপ্রমাণিত বলিয়াছেন। আবুনঈম ও লাল্‌কায়ীর ছনদকে ইবনুল হুমাম দোষণীয় সাব্যস্ত করিয়াছেন। হাকিম ও ইবনে জরীরের মত্‌নে বৃহত্তম দলের অনুসরণের কথা নাই এবং ইব্‌নে জরীরের রেওয়ায়ত মুর্ছাল অর্থাৎ হাছান বছ্‌রীর প্রমুখাৎ বর্ণিত।

দ্বিতীয়, বৃহত্তম দলের অর্থ স্বয়ং রছুলুল্লাহ (দঃ) সংখ্যাগুরু হওয়া অস্বীকার করিয়াছেন। তাবারানী তাঁহার মুজমে কবীরে আবুদ্দরদা, আবু উমামা, ওয়াছিলা বিন্নুল আছকঅ্‌ এবং আনছ বিনে মালিকের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হইল— বৃহত্তম দল কাহারা? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমার এবং

قالوا يارسول الله من السواد الاعظم ؟ قال : من

* মিশ্‌কাত, ৩০ পৃ:।

كان على ما انا عليه انا واصحابى، من لم يمار فى دين الله ومن لم يكفر احدا من اهل التوحيد بذنب -

আমার সহচরগণের পরিগৃহীত রীতির যাহারা অনুসরণ— করে, তাহারাই বৃহত্তম দল। যাহারা আল্লাহর দীনের ভিতর কলহ স্থষ্টি করেনা এবং কোন তওহীদবাদীকে তাহার— পাপের জন্ত কাফের সাব্যস্ত করেনা। *

এই হাদীছের সাহায্যে জানাযায় যে, বৃহত্তম দলের তাৎপর্য মেজরিটী নয়।

৩য়, বহু বিদ্বানের উক্তি আমাদের অভিমতের পোষকতায় উপস্থিত করা যাইতে পারে।

ছুফ্য়ান ছওরী বলিয়াছেন, যিনি ছুন্নতের এবং ইছ্‌লামী জামাআতের অন্তরভুক্ত, একক হইলেও তিনিই বৃহত্তম দল। †

মোহাম্মদ বিনে আছ্‌লম তুছী বলেন, ছুন্নতের অনুসরণকারীগণের যদি একজনও অবশিষ্ট থাকেন, তিনিই বৃহত্তম দল। ‡

ফখরুদ্দীন রাযী বলেন, বৃহত্তম দলের অর্থ— কোর্‌আন ও ছুন্নাহর অনুসরণকারীগণ, তাঁহারা ছাড়া যাহারা আছে, দুন্য়া জুড়িয়া থাকিলেও তাহাদিগকে গ্রাহ্ণ করা হইবেনা। ¶

ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের মন্ত্রণা সভায় মতভেদের অবকাশ অল্প, কারণ মতভেদ স্থষ্টি হয় কল্পনা বিলাসের প্রতিযোগিতায় আর শুধু কল্পনা ও অনুমানের ভিত্তির উপর যে বিধান রচিত হইয়া থাকে, তাহাকে যে— নামেই অভিহিত করা হউকনা কেন, উহা ইছ্‌লামী শাসন সংবিধান নয়। মন্ত্রণাসভাতেই হউক অথবা রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কের সংগেই হউক মতভেদ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসার উপায় কোর্‌আন নির্দেশিত করিতেছে,—

فان تنازعتم فى شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تومنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير واحسن تاويلا -

তোমরা যদি কোন বিষয়ে মতভেদ কর, তাহা হইলে সে বিষয়ের মীমাংসা আল্লাহ ও তদীয় রছুলের দিকে প্রত্যাবর্তিত কর, যদি— প্রকৃতই তোমরা আল্লাহর এবং চরম দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হইয়া থাক। এই উপায় মংগলজনক এবং উৎকৃষ্টতম মীমাংসা, —আন্‌নিছা: ৫৯ আয়ত।

একাধিকবার একথা বলা হইয়াছে যে, — ইছ্‌লামী রাষ্ট্র একটী আমানত বা ট্রাষ্ট মাত্র। ইহার সার্বভৌমত্ব আল্লাহর জন্ত নির্ধারিত। মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি রূপে তাঁহার অভিপ্রায় মত ইছ্‌লামী রাষ্ট্র পরিচালনা করিবে। আল্লাহর অভিপ্রায় এবং তাঁহার আদেশ ও নির্দেশের বিবরণ মানুষ আল্লাহর রছুলের (দঃ) মধ্যস্থতায় লাভ করিয়াছে। ইছ্‌লামী শাসন সংবিধান কোর্‌আন ও ছুন্নাহতে পূর্ণ ভাবে লিখিত ও সুরক্ষিত রহিয়াছে। সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিশ্লেষণ না থাকিলেও প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটী বিষয়ের মূলনীতি বিদ্যমান রহিয়াছে। আইনের প্রয়োগ, নিরোধ, সংকোচন ও বিস্তারের সমুদয় নিয়ম বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, এ রূপ অবস্থায় মতভেদের অবসর কোথায়? ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সম্পর্কিত যে বৈষম্য, সরল অন্তঃকরণে এবং আত্মপ্রাধান্ত ও দলাদলি স্থষ্টি করার মনোভাব বিসর্জন দিয়া সেগুলির মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলে সমবেত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুষ্কর হইলেও অসম্ভব নয়।

আদর্শবাদী রাষ্ট্র [Ideological State] রূপে ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের মন্ত্রণা সভায় বিভিন্ন মতবাদের দল ও পার্টি বিদ্যমান থাকিতে পারেনা। সকলকে কোর্‌আন ও ছুন্নাহর অনুশাসন মানিয়া লইতে হইবে। কোর্‌আন ও ছুন্নাহর প্রভুত্ব যে শাসনবিধান স্বীকার করিবে না, তাহা তাগুতী শাসন বিধান, উহা— খিলাফত নয়। অতএব ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের গণ-পরিষদ এবং পার্লামেণ্টকে নব নব বিধান রচনা করার চাইতে কোরআন ও ছুন্নাহর আইনগুলিকে যুগীয় প্রয়োজন ও রীতি অনুসারে নব আকারে সংকলিত ও সুসম্পাদিত করার দিকেই অধিকতর মনঃসংযোগ করিতে হইবে। আর অস্পষ্ট বিধানগুলিকে সুস্পষ্ট

* মজ্‌মাউয্‌ যওয়ায়েদ (৭) ২৫৯ পৃঃ।
† মীযানে কুব্‌রা, ৬৩ পৃঃ।
‡ ইগাছা, ৩৯ পৃঃ।
¶ আমলবিল্ হাদীছ, ৭১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ও উহাদের তাৎপর্য এবং বিশ্লেষণ নির্ধারণ করার জন্য মন্ত্রণা সভার সদস্যদিগকে তাঁহাদের মনীষা ও প্রজ্ঞা নিয়োজিত করিতে হইবে। যে ব্যাখ্যা ও—তাৎপর্য্য কোরআন ও ছুন্নাহর নির্দেশ ও স্পিরিটের সহিত সর্বাপেক্ষা নিকট ও ঘনিষ্ঠ, সেই ব্যাখ্যাকেই অগ্রগণ্য করিতে হইবে। যে সকল আদেশ ও নিষেধ কোরআন ও ছুন্নাহতে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে উল্লিখিত আছে, সেগুলি কাল্পনিক ভাবে বা বিজাতীয় ও নাস্তিক ভাবপ্রবণতার অন্ধ অনুকরণে মাতিয়া পরিবর্তিত করার দুষ্ট মনোবৃত্তি অতীত কালে যেরূপ জাতীয় সংহতিকে বিধ্বস্ত করিয়াছে, আজও—তাহা করিবে। আল্লাহ ও রছুলের প্রভুত্বকে যাহারা রাষ্ট্রীয় জীবনে স্বীকার করেনা, তাহারা যদি প্রবঞ্চক ও মুনাফিক না হয়, তাহা হইলে তাহাদের সে কথা পরিষ্কার ভাবে বলিয়া দেওয়া এবং পাকিস্তান পরিত্যাগ করিয়া যে রাষ্ট্রে তাহাদের মনঃপুত রাজ্য—শাসন বিধান প্রচলিত আছে, তথায় হিজ্রত করিয়া যাওয়া উচিত। পাকিস্তানে এবং তাহার শাসন—সংবিধানে কোরআন ও ছুন্নাহর প্রাধান্য উচ্চারণ করার সংগে সংগে প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া কাল্পনিক সংবিধান রচনা ও প্রতিষ্ঠা করার ষড়যন্ত্র নিছক—ভণ্ডামি আর কাপুরুষতা ছাড়া আর কি হইতে পারে? হাকিম স্বীয় মুছতদ্রকে আওফ বিনে মালিকের বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে; রছুলুল্লাহ(দঃ) বলিয়াছেন,—

ستفترق امتى على بضع وسبعين فرقة اعظمها فرقة قوم يقيسون الامور برايهم فيحرمون الحلال ويحرمون الحرام !

আমার উম্মত — তিয়াত্তরটী দলে বিভক্ত হইবে, তন্মধ্যে বৃহত্তম ফির্কা হইবে এমন এক শ্রেণীর, যাহারা তাহাদের কল্পনা ও অনুমান দ্বারা সমুদয় বিষয়ের—সিদ্ধান্ত করিবে এবং এই উপায়ে তাহারা হালালকে হারাম আর হারামকে হালালে পরিণত করিবে।

ইমাম হাকিম বলেন, এই হাদীছটী বুখারী ও মুছলিমের শর্ত অনুসারে বিশুদ্ধ। *

অবশ্য এমনও কতকগুলি বিষয় পরামর্শ সভার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, যেগুলির মীমাংসা ও ইংগিত কোরআন ও ছুন্নাহর ভিতর মিলিবে না। এই রূপ বিষয়ে মতভেদ ঘটিলে ফকীহ [Jurist] গণের সংখ্যা-গুরুদের সিদ্ধান্তের অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার স্বপক্ষে ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল, ইব্নে জরীর, কর্খী, জুর্জাণী, আবুবক্ররাযী, আবুল হুছাইন খাইয়াত ও গয্যালী এবং অধিকাংশ অছুলী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।*

রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক,

আল্লাহ ও তদীয় রছুলের নির্দেশ ইছলামী রাষ্ট্রে বলবৎ করা এবং রাষ্ট্রের সর্ববিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ কার্য পরিচালনা করার প্রত্যক্ষ ও প্রধান দায়িত্ব সমগ্র—জাতির পক্ষ হইতে ইমাম অথবা আমীরের হস্তে সমর্পিত হইবে। সমগ্র জাতির জন্য ইমাম নির্বাচন করা ওয়াজিব।

(ক) আল্লাহর নির্দেশ, হে বিশ্বাসী দল,—

يايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم –

আল্লাহর অনুগত হও রছুলের অনুগত হও এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা আদেশের অধিকারী,—— আন্নিছা, ৫৯ আয়ত।

ছাহাবাগণের মধ্যে ইব্নেআব্বাছ, আবুহোরায়রা, উবাই বিনে কঅব প্রভৃতি; তাবেয়ীগণের—মধ্যে ময়মুন বিনে মিহরান, ছদী, মকহুল প্রভৃতি; মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে শাফেয়ী, ইব্নে জরীর ছুফ্ইয়ান বিনে ওয়ায়নিয়া, যয়েদ বিনে আছলম,—বুখারী ও ইব্নে তয়মিয়াহ প্রভৃতি "উলুল আম্রের" অর্থ শাসনকর্তা বলিয়াছেন। কাযী আয়ায এই অর্থ সম্বন্ধে বিদ্বান মণ্ডলীর 'ইজমা' উদ্ধৃত করিয়াছেন।+

একদল বিদ্বান 'উলুল্আম্রে'র অর্থ করিয়াছেন

---

* মুছতদ্রক (৪) ৪৩০ পৃঃ।

* ইর্শাদুল ফহুল, ৮৪ পৃঃ; ইক্লীদ, ২৮ পৃঃ; শর্হে হুছছামী (২) ৯ পৃঃ; তাহ্রীরুল অছুল ও ইব্নে আমীরুল হাজের শরহ (৩) ৯৩ পৃঃ।

+ বুখারী (২) ৬৫৯ পৃঃ; তফ্ছীর ইব্নে জরীর (৫) ৯৪ পৃঃ; শাফেয়ী — রিছালা, ২৪ পৃঃ; ইব্নে তয়মিয়হ—ছিয়াছতে শর্ঈয়া, ৩পৃঃ; ছিরাজুল—মুনির শর্হে জামেউছ্ছগীর (১) ২০৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

—উলামা, কিন্তু প্রথমোক্ত অর্থের সুসংগতি উল্লিখিত আয়তের পূর্ববর্তী আয়ত দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। পূর্ববর্তী আয়ত হইতেছে, "আল্লাহ অধিকারীকে আমানত প্রত্যর্পণ করার জন্য এবং যখন তোমরা মানুষের বিচার— নিষ্পন্ন করিবে তখন ন্যায় পরায়ণতার সহিত বিচার করার জন্য তোমাদিগকে আদেশ দিতেছেন,"—

ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل -

—আন্‌নিছা, ৫৮ আয়ত। হুকুমের অর্থ বিচার এবং শাসন। বিচার ও শাসনের প্রকৃত অধিকারী হইতেছেন শাসনকর্তাগণ এবং তাঁহারাই ইছ্‌লামী—রাষ্ট্রের আমানতের প্রতিভূ, সুতরাং স্পষ্টতঃ এই আয়তে শাসনকর্তাদিগকেই সম্বোধন করা হইয়াছে এবং কোর্‌আনের প্রথম ও দ্বিতীয় আয়ত পরস্পর অংগাংগিভাবে সম্পর্কিত, অতএব দ্বিতীয় আয়তে জনমণ্ডলীকে তাঁহাদেরই আনুগত্যের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। শয়খুল ইছ্‌লাম ইব্‌নে তয়মিয়াহ বলেন, বিদ্বানগণের অভিমত এইযে, প্রথম আয়ত শাসনকর্তাদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে, আমানত অধিকারীকে বুঝাইয়া দিবার জন্য আর দ্বিতীয়— আয়ত নাযিল হইয়াছে সেনানীবৃন্দ এবং প্রজা সাধারণের জন্য. তাঁহাদিগকে শাসনকর্তাগণের বণ্টনব্যবস্থা, শাসন এবং যুদ্ধ প্রভৃতি ব্যাপারে, যতক্ষণ তাঁহারা অবৈধ কার্যের জন্য আদেশ না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আনুগত্য স্বীকার করার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে। *

نزلت الاية الاولى فى ولاة الامور عليهم ان يؤدوا الامانات الى اهلها ونزلت الثانية فى الرعية من الجيوش وغيرهم عليهم ان يطيعوا اولى الامر القائمين لذلك فى قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك الا ان يامروا بمعصية -

আর উলামার অর্থ শাসনকর্তা অর্থের প্রতিকূল নয়, কারণ ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের শাসনকর্তাদিগকে স্বেচ্ছাচারের এবং কল্পিত আইনের অনুসরণ করার অনুমতি দেওয়া হয়নাই, শাসন-দণ্ড ইলাহীবিধানের প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাদের আনুগত্য প্রকৃত প্রস্তাবে কোর্‌আন ও ছুন্নাহর বিদ্যায় পারদর্শী. ন্যায়-পরায়ণ ও সত্যবাদী উলামার আনুগত্যের নামান্তর মাত্র।

উল্লিখিত আয়তের সাহায্যে শাসকের আনুগত্য যখন ওয়াজিব সাব্যস্ত হইল, তখন শাসকের অস্তিত্ব জাতির মধ্যে বিদ্যমান থাকাও সংগে সংগে ওয়াজিব প্রমাণিত হইল। কারণ শাসনকর্তা মওজুদ থাকা ওয়াজিব না হইলে তাহার আনুগত্য কেমন করিয়া ওয়াজিব হইবে?

(খ) ইমাম আহ্‌মদ আবদুল্লাহ বিনে আম্‌র বিনুল আছের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তিন ব্যক্তিও পৃথিবীর কোন ভূখণ্ডে বাস করিলে তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে তাহাদের শাসনকর্তা মান্য নাকরা পর্যন্ত তাহাদের মুছ্‌লিমরূপে বসবাস করা বৈধ হইবেনা।

لايحل لثلاثة يكونون بفلاة من الارض الا امروا عليهم احدهم -

(গ) মুছ্‌লিম ও তাবারানী আমীর মুআবীয়ার প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,— ইমাম-হীন অবস্থায় যাহার মৃত্যু ঘটিল, তাহার জাহেলী মওত হইল। (অন্য রেওয়ায়ত সূত্র) যে- ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইল অথচ তাহার স্কন্ধে আনুগত্যের শপথ রহিলনা, তাহার জাহেলী মৃত্যু ঘটিল।

من مات بغير امام ، مات ميتة جاهلية (وفى رواية) من مات وليس فى عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية -

জাহেলী মৃত্যুর অর্থ কুফ্‌রের মৃত্যু নয়। রছুলুল্লাহর (দঃ) আবির্ভাবের পূর্বে আরবগণের মধ্যে রাষ্ট্র-জীবনের কোন বাঁধাধরা ব্যবস্থা ছিলনা। সম্মিলিত জাতীয় রাষ্ট্রের অভাবে গোত্রীয় নেতৃত্ব ছাড়া রাষ্ট্রীয় সর্বাধিনায়কত্বের ধারণা তাহারা করিতে—

* ছিয়াছতে শর্‌ঈয়া ৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

পারিতনা। আরবের বিভিন্ন অংশে রোমক ও পারস্যদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বিশৃংখল ও পরাধীন জীবন 'জাহেলী জীবন' বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। ইছ্‌লাম আসিয়া আরবদিগকে স্বাধীন রাষ্ট্রীক ও সুসংবদ্ধ জীবনের সহিত পরিচিত করিয়াছিল এবং খিলাফত ও ইমারতের ব্যবস্থা দান করিয়াছিল।

ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কত্ব (ইমামত) এমন একটী অপরিহার্য ব্যবস্থা যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) ওফাতের পর ছাহাবাগণ তাঁহার কফন দফনের কার্যকে স্থগিত রাখিয়া জাতির ইমাম নির্বাচনের কার্যকে অগ্রগণ্য করিয়াছিলেন। ইমাম ইব্‌নে হয্‌ম — বলেন,—সমুদয় আহ্‌লে ছুন্নত, সমুদয় মুর্জিয়া, সমুদয় শিয়া ও সমুদয় খারেজী ইমামত ওয়াজিব—হওয়া সম্বন্ধে একমত হইয়াছেন। তাঁহারা এ বিষয়েও একমত হইয়াছেন যে, ন্যায়পরায়ণ সর্বাধিনায়ক, যিনি আল্লাহর আদেশ বলবৎ করিবেন এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) যে সংবিধান সহকারে আগমন করিয়াছেন, জনমণ্ডলীকে তদনুসারে শাসন করিবেন, তাঁহার আনুগত্য উম্মতের জন্য ওয়াজিব।

اتفق جميع اهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الامامة - وان الامة واجب عليها الانقياد لامام عادل يقيم فيهم احكام الله ويسوسهم باحكام الشريعة التى اتى بها رسول الله صلے الله عليه وسلم حاشا النجدات من الخوارج ' فانهم قالوا : لايلزم الناس فرض الامامة وانما عليهم ان يتعاطوا الحق بينهم -

এই বিষয়ে কেবল খারেজীগণের অন্যতম দল 'নজ্‌দাত'গণ ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, মানুষের জন্য ইমামত ফরয নয়, পরস্পরের ন্যায্য দাবী দাওয়া, কেবল তাহাই পূরণ করা ওয়াজিব। *

উমর ফারূক বলেন জামাঅত্‌হীন ইছ্‌লামের অস্তিত্ব নাই এবং অধিনায়কত্ব ব্যতীত সংহতির অস্তিত্ব নাই। *

لااسلام الا بجماعة ولا جماعة الا بامارة —

আলী মুর্তযা বলেন, জনমণ্ডলীর জন্য অধিনায়ক অবশ্যই চাই, সে সাধু হউক কিংবা অসাধু। বিশ্বাসীগণ তাঁহার শাসনাধীনে কার্য করিবে, কাফেররা—তাঁহার শাসন দ্বারা উপকৃত হইবে। তাঁহার শাসন ব্যবস্থা দ্বারা আল্লাহর বিধান কার্যকরী হইবে, রাজস্ব ইত্যাদি সংগৃহীত এবং শত্রুদের সংগে সংগ্রাম পরিচালিত হইবে, পথেঘাটে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। সবলের নিকট হইতে দুর্বলের দাবী আদায় করা হইবে, সাধুসজ্জনরা শান্তিলাভ করিবে এবং দুষ্টের হাত—হইতে রক্ষা পাইবে। ✣

কোর্‌আন, হাদীছ ও ইজ্‌মায়ে উম্মতের সাহায্যে ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের অধিনায়কত্ব ওয়াজিব সাব্যস্ত—হওয়ার পর অন্য কাহারো অভিমত উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় নয়। তথাপি ইহার গুরুত্ব প্রতিপাদন কল্পে ইছ্‌লাম জগতের মাত্র চারিজন বিশিষ্ট রাষ্ট্রনীতি বিশারদ বিদ্বানের সিদ্ধান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করা—হইতেছে।

শয়খুল ইছ্‌লাম ইব্‌নে তয়মিয়হ বলেন, ইহা অবগত হওয়া আবশ্যক যে, জনমণ্ডলীর রাষ্ট্রীক—অধিনায়কত্ব দীনের ওয়াজিব কার্যাবলীর মধ্যে যেগুলি প্রধানতম, তাহাদের অন্যতম। বরং প্রকৃতপক্ষে উহা ব্যতিরেকে দীনের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নয় ❋

হুজ্‌জাতুল ইছ্‌লাম ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহ্‌লভী বলেন, বিভিন্ন কারণে কিয়ামত পর্যন্ত মুছলমানদের জন্য কতিপয় যোগ্যতা সম্পন্ন খলীফা নির্বাচন করা ওয়াজিবে কিফায়া। কারণ ছাহাবাগণ রছুলুল্লাহ (দঃ) কে সমাধিস্থ করার পূর্বেই এই অশেষ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, খলিফা নিযুক্তকরার কাজ শরীঅত অনুসারে ওয়াজিব মনে নাকরিলে রছুলুল্লাহর (দঃ) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মত প্রয়োজনীয়

* ইব্‌নে হয্‌ম – মিলল ওয়াননহল (৪) ৮৭ পৃঃ।

* মুছ্‌নদে দারমী।

✣ নিহ্‌জ্‌জুল বলাগত (১) ১০০ পৃঃ।

❋ ছিয়াছতে শরঈয়া ৭৭ পৃঃ।

কার্য অপেক্ষা তাঁহারা উহাকে অগ্রগণ্য করিতেননা। ইহা হইল মোটামুটি প্রমাণ আর বিস্তারিত প্রমাণ এইযে, হাদীছে কথিত হইয়াছে, যাহার মৃত্যু হইল; অথচ তাহার স্কন্ধে (ইমামের আনুগত্যের) বয়আত নাই, তাহার মৃত্যু জাহেলী মৃত্যু হইল। তৃতীয়,—আল্লাহ জিহাদ, বিচার, ধর্মীয় বিদ্যার পুনরুজ্জীবন; ইছলামের আরকানের প্রতিষ্ঠা এবং ইছলামী রাষ্ট্রে কাফের দলের অভিযানকে ব্যর্থ করা ফরযে কিফায়া করিয়াছেন এবং এই সকল কার্য ইমামের নিয়োগ ছাড়া সম্পাদন করা সম্ভবপর নয়। *

মুজাদ্দীদে ইছলাম ইছমাঈল শহীদ বলেন, সমুদয় মুছলমানের পক্ষে ইমাম নিয়োগ করা ফরয এবং এ বিষয়ে অবহেলা মহাপাপ এবং ইমামকে তাহার কার্য সম্পাদনের উপযোগী ক্ষমতাসম্পন্ন—করিয়া তোলাও জাতির পক্ষে ফরয। †

ত্রয়োদশ শতকের মুজতাহিদ মোহাম্মদ বিনে আলী শওকানী রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিন অথবা তিনের অধিক সংখক লোক কোনস্থানে বাস করিলে তাহাদের পক্ষে তাহাদের মধ্য হইতে একজন নেতা মনোনীত করা শরীঅতের বিধান। ভূপৃষ্ঠের কোন প্রান্তে বাসকারী অথবা প্রবাসী তিনজনের পক্ষে যাহা ওয়াজিব, যাহারা গ্রাম ও নগরসমূহে বসবাস করে, তাহাদের পক্ষে উহা অধিকতর ওয়াজিব। যাঁহারা বলেন যে, ইছলামী রাষ্ট্রে ইমাম, শাসক এবং প্রদেশপাল নিযুক্ত করা ওয়াজিব, তাঁহারা এই হাদীছ হইতে দলীল গ্রহণ করিয়াছেন, সমুদয় বিদ্বান ইহাকে ওয়াজিব বলিয়াছেন। আশআরীরা বলেন অধিনায়ক নিয়োগ করা ওয়াজিব হওয়া শরীঅত ও যুক্তি উভয় দিকদিয়া প্রমাণিত, আহলে—বয়েত ও মুতাযেলীরা বলেন, শুধু শরীঅতের দিকদিয়া ওয়াজিব, জাহিয, বলখী ও হছন বছরীর বিবেচনায় যুক্তির দিক দিয়া ওয়াজিব। ‡

যোগ্যতার মান,

ইছলামী রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কের পক্ষে যে সকল যোগ্যতা আবশ্যক, অতঃপর তাহাই আলোচিত—হইবে।

১। সর্বাধিনায়ককে মুছলিম হইতে হইবে। কোন অমুছলমান ইছলামী রাষ্ট্রে সর্বাধিনায়কত্বের আসন কোন ক্রমেই লাভ করিবার অধিকারী বিবেচিত হইবে না। যে আদর্শ [Ideology] কে ভিত্তি—করিয়া ইছলামী রাষ্ট্র স্থাপিত, সেই আদর্শের—প্রতি যে আস্থাসম্পন্ন নয়, সে কেমন করিয়া সর্বাধিনায়কত্বের আসন লাভ করিবে? কম্যুনিস্ট স্টেটে যেরূপ ফাশিস্ট বা পুঁজিবাদীর স্থান নাই, ইছলাম তাহার আদর্শবিরোধী দলকে সেরূপ ভাবে রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত বা তাহাদের নাগরিক অধিকার—হইতে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা প্রদান করে নাই, তাহাদিগকে সাধারণ পরামর্শের অনধিকারীও স্থির করে নাই যাহারা ইছলামী আদর্শ ও জীবন পদ্ধতিকে বিশ্বাস করেনা, তাহাদিগকে শুধু ইছলামী আদর্শের রূপায়ণের দায়িত্ব প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়াছে এবং তাহার এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। যাহাদের কোন আদর্শের বালাই নাই গড্ডালিকা—প্রবাহে ভাসিয়া যাওয়াকেই যাহারা কৃতিত্ব মনে করে তাহাদের কাছে যোগ্যতার এই মান বিস্ময়কর—বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। এই দলটী প্রকৃতপক্ষে শুধু যে ইছলামী আদর্শের প্রতি আস্থাশূন্য, তাহা নয়, ইহারা কোন আদর্শবাদের প্রতিই বিশ্বস্ত নয়, এমন কি যাহাদের অন্ধ অনুকরণ করাকেই তাহারা জীবনের কাম্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে তাহাদের রাষ্ট্রসংবিধানের খোঁজ খবর গ্রহণ করাও ইহারা—আবশ্যক মনে করে না। রাষ্ট্রাধিনায়কের পক্ষে মুছলিম হওয়ার অপরিহার্যতা সম্বন্ধে কোরআন ও ছুন্নাহর কতিপয় নির্দেশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

১ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولى الامر منكم -

আল্লাহর আদেশ, হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রছুলুল্লাহর (দঃ) অনুগত হও এবং তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা শাসনের অধিকারী। এই আয়তে নির্দিষ্ট ভাবে মুছলিম সমাজ সম্বোধিত হইয়াছেন এবং তাহাদের মধ্য হইতে যাঁহারা শাসন কর্তৃত্বের অধিকার লাভ করিয়াছেন শুধু তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করার জন্য ইছলামী রাষ্ট্রের মুছলিম নাগরিকগণ আদিষ্ট হইয়াছেন, সুতরাং এই আয়ত দ্বারা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, ইছলামী রাষ্ট্রে কোন অমুছলমান যেরূপ অধিনায়কত্ব লাভ—করার অধিকারী নয়, তেমনি তাহার আনুগত্যও মুছলমানদের জন্য আবশ্যক নয়।

শয়খ মোহাম্মদ আবদুহু বলেন, কেহ কেহ উপরি-উক্ত আয়তের সাহায্যে সকল শ্রেণীর শাসনকর্তার আনুগত্য ওয়াজিব করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তাহারা

---

* ইযালাতুল খাফা (১) ৩পৃঃ।

† হায়াতে তৈয়েবা, ২৫৫ পৃঃ।

‡ নয়লুল আওতার (৮) ৪৯৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আল্লাহর আদেশ 'মিন্‌কুম' অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যকার" কথাটা ভুলিয়া গিয়াছেন। আমি অনেক দিন ধরিয়া চিন্তা করার পর বুঝিতে পারিয়াছি যে,— মুছলমানগণের মধ্যে যাহারা 'আহলুল হল্লে ওয়াল্ আক্‌দ' অর্থাৎ অধিনায়ক, শাসক, বিদ্বান, সেনাপতি এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ, যাহাদের নিকট সর্বসাধারণ জনস্বার্থ সম্পর্কিত কার্যব্যপদেশে গমন করিয়া— থাকে, তাঁহারাই 'উলুল্ আম্‌র'। ইহারা কোন বিষয়ে বা ব্যবস্থায় একমত হইলে ইহাদের আনুগত্য ওয়াজিব হইবে, যদি তাঁহারা মুছলমান হন এবং যদি— আল্লাহ ও তদীয় রছুলের (দঃ) সর্বজন বিদিত নির্দেশাবলীর তাঁহারা প্রতিকুলাচরণ না করেন। *

২। কোর্‌আনের নির্দেশ, (যাহারা ইছ্‌লামী আদর্শকে বিশ্বাস করেনা, সেই) অবিশ্বাসী কাফের দিগকে আল্লাহ মুছলমানগণের উপর প্রভুত্ব করার অধিকার প্রদান করেন নাই— ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا — আন্‌নিছা, ১৪১ আয়ত।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই আয়তের তাৎপর্য পারলৌকিক জীবনের জন্য সীমাবদ্ধ, কিন্তু সীমাবদ্ধতার কোন প্রমাণ নাই আর যুদ্ধবিগ্রহ, রাজনৈতিক শক্তি এবং জ্ঞান গরীমার দিক দিয়া কাফেরদের যে প্রভাব, তাহা কাফের হিসাবে নয়, পক্ষান্তরে সৃষ্টিজগতে আল্লাহর ছুন্নত সম্বন্ধে তাহাদের গবেষণা এবং প্রাকৃতিক বিধানের উপর তাহাদের দৃঢ়তা— মুছলমানগণ অপেক্ষা অধিকতর বলিয়াই তাহারা প্রভাবশালী হইয়াছে। নতুবা মুছলমানরাও যদি তাহাদের জ্ঞান ও কর্মশক্তিকে উপরিউক্ত সাধনায় নিয়োজিত করে, তাহা হইলে তাহাদের প্রাধান্য ও প্রভুত্বকে অস্বীকার করার মত কোন ক্ষমতা পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকিবেনা।

৩। মুছ্‌লিম জাতির অভিভাবকত্ব শুধু মুছলমানের জন্যই নির্দিষ্ট, অমুছলমান মুছলমানের ওলী (অভিভাবক) হইতে পারে না। আল্লাহ বলেন,— শুধু আল্লাহ তদীয় রছুল এবং যাহারা ঈমানদার তাহারাই তোমাদের অভিভাবক— انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا — আল্‌মায়েদাহ্; ৫৫ আয়ত।

৪। বুখারী, মুছ্‌লিম ও ছুননের সংকলয়িতাগণ সমবেত ভাবে উবাদা বিনুছ্‌ ছামিতের বাচনিক— বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) — আমাদের নিকট নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে বয়অত গ্রহণ করিলেন; সুখে দুঃখে স্বচ্ছলতায় ও অভাবে শ্রবণ ও আনুগত্য— স্বীকার করার জন্য بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا ويسرنا واثرة علينا وان لا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا عند كم من الله فيه برهان ! এবং আমরা শাসনকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবনা; যতক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্ট কুফর লক্ষ না করিব, যাহা— আল্লাহর নিকট স্পষ্ট প্রমাণ রূপে গ্রাহ্য হইতে পারে। *

কাযী ঈয়ায বলেন, সমুদয় বিদ্বান এবিষয়ে ইজ্‌মা করিয়াছেন যে, কাফেরের ইমামত কদাচ বলবৎ হইতে পারে না। যদি রাষ্ট্রাধিনায়ক কুফ্‌রকে বরণ করে, তহাহইলে তাহাকে অবশ্যই অপসারিত করিতে হইবে। যদি অধিনায়ক কুফরকে বরণ করে কিংবা শরায় বিধান (ব্যবহারিক অথবা রাষ্ট্রীক) পরিবর্তিত করে, অথবা বিদ্‌অৎ প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে সে অভিভাবকত্ব হইতে খারিজ এবং তাহার আনুগত্য বাতিল হইয়া যাইবে। মুছলমানগণের এরূপ অধিনায়কের বিরুদ্ধে উত্‌থান করা এবং— তাহার আনুগত্যের নাগপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া ওয়াজিব। অমুছলমান রাষ্ট্রাধিনায়কের বিরুদ্ধে— উত্‌থান করা অসম্ভব হইলে মুছলমানদিগকে তাহার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে †

হাফিয ইব্‌নেহজরও কুফ্‌রের জন্য ইমামকে পদচ্যুত করা সম্বন্ধে বিদ্বানগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত সংকলিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, প্রত্যেক মুছলমানের জন্য এরূপ অবস্থায় বিদ্রোহ করা ফরয। যে ব্যক্তি এবিষয়ে সাফল্য লাভ করিবে, সে পুণ্যের অধিকারী এবং ক্ষমতা সত্ত্বেও যেব্যক্তি অবহেলা— করিবে সে পাপী হইবে এবং অসমর্থদিগকে সে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। †

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ বলিয়াছেন, খলীফা যদি দীনের কোন অত্যাবশ্যক মতবাদকে অস্বীকার করে, তাহাহইলে তাহার সহিত সংগ্রাম করা ওয়াজিব হইবে, অন্য কারণে নয়। কারণ সেরূপ খলীফার দ্বারা খিলাফতের উদ্দেশ্যই পণ্ড হইয়া যাইবে, বরং জাতির জন্য গুরুতর ক্ষতির আশংকা উপস্থিত হইবে। ইছ্‌লামত্যাগী শাসনকর্তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা আল্লাহর পথে জিহাদের সমতুল্য। ¶

(আগামী বারে সমাপ্য)

* তফছীর আলমানার (৫) ১৮০ ও ১৮১ পৃঃ।

* বুখারী (৪) ১৪২ ; মুছ্‌লিম (২) ১২৫ পৃঃ।

† শর্‌হে মুছ্‌লিম—নববী (২) ১২৫ পৃঃ।

† ফত্‌হুলবারী (১৩) ২০৭ পৃঃ।

¶ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ৩৭০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নিখিল বংগ ও আসাম জম্ঈয়তে আহ্লেহাদীছ।

বার্ষিক সভার অধিবেশন।

বিগত ২৯ শে মার্চ ১৯৫১ মুতাবিক ১৫ই চৈত্র ১৩৫৭ সাল বৃহস্পতিবার দিবসে সদর দফতর সন্নিহিত জামে মছজিদে নিখিল বংগ ও আসাম জম্ঈয়তে আহলেহাদীছের বার্ষিক সভার অধিবেশন আছরের নমাযের পর হইতে মহাসমারোহে আরম্ভ হয়। পাবনা সদর মহকুমার বাহির হইতে প্রায় আড়াই শত— সদস্য ও দর্শক সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সমুদয় মিহ্মানের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা পাবনা টাউনের আহ্লেজামাআত্গণ করিয়াছিলেন, আকাশের অবস্থা দুর্যোগপূর্ণ হইলেও তাঁহারা সাধ্যপক্ষে কোনরূপ ত্রুটী হইতে দেন নাই। ঝড় বৃষ্টির জন্য মিহ্মানদিগকে কিছুটা অসুবিধা ভোগ করিতে হইলেও তাঁহাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার তীব্রতা মন্থর হয়নাই। যাঁহারা এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন মোটামুটি ভাবে তাঁহাদের নামের যিলাওয়ারী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

রাজশাহী, হযরত মওলানা মোহাম্মদ আব্বাছ আলী, হযরত মওলানা মোহাম্মদ হুছইন বাসুদেবপুরী, জনাব মওঃ আবদুল আযীম আযীমুদ্দীন আষ্হারী, মওলানা আবুছঈদ মোহাম্মদ, মওঃ— মন্ছুরুর রহমান, মওঃ মোহাঃ আবদুন্নুর, মওঃ মোহাঃ ছঈদ, মওঃ মোহাঃ তাহের, মোঃ দবীরুদ্দীন, আবদুল হামীদ মষ্হরুল ইছ্লাম, মওঃ মোঃ জব্বীছ, মওঃ আতিকুর রহমান, আন্ওয়ার হুছইন, আবদুর রহমান, মওঃ আবদুর রশীদ রহীম বখ্শ, মওঃ হাজী ইয়ার মোহাম্মদ, উম্মীদুল্লাহ— মোল্লা, হারানুল্লাহ মোল্লা, হাছান আলী ছর্দার, আবদুর রহমান মণ্ডল, নমীরুদ্দীন মণ্ডল, ডাঃ আযীযুর রহমান, মওঃ রহীমুদ্দীন, মওঃ ফয়েযুদ্দীন, মোঃ শম্ছুল হক, যমীরুদ্দীন সরকার, খেযের আলী মিয়াঁ, মওঃ আবদুল বছীর, মোঃ আবদুর রহমান, আকবর আলী মিয়া, কায়েমুদ্দীন, উছমানগনী।

রংপুর, মওলবী মোহাঃ ইছ্হাক, ডাঃ মোঃ ইছ্হাক আন্ছারী, মওঃ মোঃ ইদ্রীছ, মওঃ মোঃ মীরুল হাছান, মওঃ মোঃ আবদুল কাদের।

দিনাজপুর, মওলানা আবদুল আযীষ, মওলানা মুজিবর রহমান মুঃ মোঃ আবদুল আষীষ মোঃ— নছীরুদ্দীন।

বগুড়া, মওলানা জহীরুদ্দীন মওঃ শাহ জছীমুদ্দীন, হাজী মোঃ ছৈয়দ আলী, মওঃ মষ্হরুদ্দীন, মওলবী মোঃ আন্ছারুর্রহমান (সোন্দাবাড়ী), আহ্মদ আলী আখন্দ, মওঃ ফহীমুদ্দীন আখুন্জী, মোঃ আবদুল গফ্ফার, মওঃ মক্ছুদ আলী।

পাবনা; মওলানা মোহাম্মদ আলী খান, প্রোফেসর মওঃ হাছান আলী, মওঃ ইছ্হাক এম. এ; মওঃ আবদুর রশীদ, হাজী শয়খ আফযল হুছইন, মুঃ মোঃ যরাফত হুছয়ন, হাজী রিয়াযুদ্দীন আহ্মদ, হাজী আবদুছ্ছুবহান মওঃ খবীরুদ্দীন আহ্মদ, আহ্মদ আলী মিয়া, হাজী আছীরুদ্দীন, মওঃ আবদুল করীম, মওঃ মযকুর আহমদ, আবদুল— মিন্নৎ মোল্লা, হাজী হুছয়ন আলী আহমদ, হাজী মোঃ আবদুল জলীল, হাজী শাকুরুল্লাহ, হাজী কিয়ামুদ্দীন, হাজী মুজিবুর রহমান, মোঃ তোরাব আলী মুছল্লী, মোঃ আয়েতুল্লাহ, মুঃ জছীমুদ্দীন, মওঃ— হাকীম আবুল বশর, মওঃ মোঃ আকবর খান, হাজী আষ্মত আলী, খন্দকার যহীরুদ্দীন, হামেদ আলী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছরদার, ডাঃ মক্‌বুল হুছইন, মোঃ মুহ্‌ছিন আলী, হাজী মোঃ আবুবক্‌র, মোঃ বিলায়েত আলী বিশ্বাস, মোহাঃ মুছা বিশ্বাস, মুঃ হাজী আলীমুদ্দীন, মোঃ হাছান আলী বিশ্বাস, বাবর আলী প্রাং, ডাঃ হারুণ-রশীদ, মওলানা কাযী ইয়াকুব, মওঃ রহীম বখশ, মওঃ দাউদ হুছইন, আবদুল আযীয, আফাযুদ্দীন,— আবদুলবারী, মুছলিমুদ্দীন, মওঃ ছুলায়মান, মুন্‌শী মোঃ আবু ছঈদ, মুঃ জছীমুদ্দীন, মওঃ ছুলায়মান হাজী আলিফুদ্দীন, শয়খ মোঃ ছুলায়মান, ইউছফ আলী মালীথা, মুঃ মোহাম্মদ আলী, মুফায্‌যল আলী, মোঃ নুর হুছইন, মুঃ ছামেদ আলী, আব্বাছ আলী খান, মওঃ কুদ্‌রুতুল্লাহ খান, শয়খ গোলাম ছুব্‌হান, ছেকেন্দার আলী বিশ্বাস, রফাতুল্লাহ খান, মোঃ ইব্‌রাহীম, হাফীযুর রহমান খান, কাছিম আলী মালীথা, মোঃ মুযাফফর আলী, মোঃ শাহেদ আলী, আব্বাছ আলী জোওয়ার্দার, মুঃ মোঃ ইছমাঈল মালীথা প্রভৃতি।

ময়মনসিংহ; মওলানা যমীরুদ্দীন আহমদ, মওলানা হাফিয ছয়ফুলইছলাম, মওলানা কাযী মোঃ ইছমাইল, মওঃ খন্দকার বিলায়েত হুছইন,— মওঃ মোঃ আবদুল মান্নান, মওঃ মতীউর রহমান খান, মওঃ মোঃ ইয়াছীন, মওঃ মোঃ আবদুল— হাকীম, মিঃ মোহাম্মদ ইছহাক, মওঃ তালেবআলী আহ্‌মদ মোঃ আবদুছ ছবুর বেপারী, মওঃ আবদুল আলী।

কুষ্টিয়া, মওঃ মোহাঃ ইছ্‌হাক্‌।

খুলনা, মওলানা মতীউর রহমান, মওঃ আব-দুল মান্নান।

ত্রিপুরা, মওলানা আলীমুল্লাহ খান, মওঃ ছলী-মুদ্দীন।

ঢাকা, মওলানা মোহাম্মদ আবুল কাছিম রহমানী।

কাছাড়, মওলানা মুনতাছির আহমদ রহমানী।

সদর দফতরের পক্ষ হইতে— মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী, মওলানা মোহাম্মদ মওলাবখ্‌শ নদ্‌ভী, মওলবী মোহাম্মদ আবদুর— রহমান বি, এ-বি, টি, মওলানা আবদুল হক হক্কানী, মওলানা যিল্লুররহমান আনছারী এবং বহু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক উপস্থিত ছিলেন।

মওলানা মুনতাছির আহ্‌মদ রহমানী কর্তৃক কোর্‌আনে-হাকিমের তেলাওয়াতের পর জম্‌ঈয়তের স্থায়ী সভাপতি মওলানা মোঃ আবদুল্লাহেল কাফী ছাহেবের সভাপতিত্বে সভার কাজ আরম্ভ হয়।

ময়মনসিংহ হইতে মওলানা আবদুল আযীয, মওলানা তমীযুদ্দীন ও মওঃ কফীলুদ্দীন, হুগ্‌লী হইতে মওঃ আবদুল খবীর রহ্‌মানী, ত্রিপুরা হইতে মওঃ আবদুল আযীয ও রাজসাহী হইতে মওঃ শুজাউদ্‌দীন রহমানী ছাহেবান জম্‌ঈয়তের বার্ষিক সভায় যোগ-দান করিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন সেগুলি পঠিত হয়।

সভাপতি তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় সমাগত মেহ্‌মানদিগকে নিখিল বংগ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ ও পাবনার জামাআতে আহ্‌লে-হাদীছের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং রাজসাহী কন্‌ফারেন্সের পর বিগত দুই বৎসরকালের ভিতর কোনস্থানে কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন না হও-য়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। বর্তমান ভাংগা গড়ার যুগসন্ধিক্ষণেও আহ্‌লেহাদীছগণ তাঁহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণরূপে সজাগ হইতে পারিতেছেননা, ইহার বিষময় ফল সম্বন্ধে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

অতঃপর জম্‌ঈয়তের সেক্রেটারী মওলবী— আবদুর রহমান বি, এ-বি-টি ১৯৫০ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৫১ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত মোট সাড়েতের মাসের কার্যবিবরণী ও আয়ব্যয়ের হিসাব উপস্থিত করেন। প্রকাশ থাকে যে, ১৯৫০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আয়ব্যয়ের হিসাব বাংলা ১৩৫৬ সালের ৫ই ফাল্গুন তারীখে অনুষ্ঠিত জম্‌ঈয়তের সভায় উপস্থিত করা হইয়াছিল এবং— মন্‌যুরীর পর উহা তর্জুমানুলহাদীছের প্রথম বর্ষের ৬ষ্ঠ-৭ম যুগ্মসংখ্যায় প্রকাশলাভ করিয়াছিল।

আলোচ্য সময়ের ভিতর ৫ই ফাল্‌গুন (১৩৫৬), ৩১শে ভাদ্র (১৩৫৭) ও ২০শে কার্তিক (১৩৫৭)

www.ahlehadeethbd.org

তারীখ সমূহে নিখিল বংগ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের কার্যকরী সংসদ ও লোকাল অর্গানাইজিং কমিটীর তিনটা যুক্ত সভার অধিবেশন হইয়াছিল: প্রথমোক্ত সভায় ১লা মার্চ ১৯৪৯ হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ পর্যন্ত জমঈয়তের—মোট সাড়ে এগার মাসের আর আল্‌হাদীছ প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাব্‌লিশিং হাউসের ২৪শে এপ্রিল ১৯৪৯ হইতে ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ পর্যন্ত মোট সাড়ে নয় মাসের হিসাব উপস্থাপিত, আলোচিত এবং পরিগৃহীত হয়। বগুড়া জিলার জনৈক ব্যক্তি নিখিল বংগ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের শীলমোহর ও রসিদপত্রাদি জাল করিয়া যে টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল, বগুড়ার অস্থায়ী যিলা জমঈয়ত তাহার নিকট হইতে উহার কতকাংশ বুঝিয়া লইয়া কেন্দ্রীয় জমঈয়তের বিনানুমতিতে অপরাধীকে ক্ষমা করায় কেন্দ্রীয় জমঈয়তের দ্বিতীয় সভায় উক্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয় এবং বগুড়া যিলার অস্থায়ী জমঈয়তের আচরণ নিন্দিত হয়। এই সভায় প্রচারকগণের বেতনবৃদ্ধি সম্বন্ধে অনেক — আলোচনার পর উহা স্থগিত রাখা হয় এবং প্রেসের ম্যানেজারকে তাঁহার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করা হয়। মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার নির্দ্ধারণ কমিটীদ্বয়ের বিরচিত পাকিস্তানের শাসন সংবিধানের ছুফারিশ সমূহের বিচার ও বিবেচনার জন্য তৃতীয় সভা আহুত হয়. এই সভায়—কমিটীর সভ্যগণ ব্যতীত টাউনের সকল দলের প্রায় আড়াইশত জন বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন। মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার নির্ধারণ কমিটীর ছুফারিশগুলি সম্বন্ধে ১২টী সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং পাকগণপরিষদের সেক্রেটারী, প্রধান মন্ত্রী এবং প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রীর নিকট পরিগৃহীত প্রস্তাবাবলীর অনুলিপি প্রেরিত হয়। পাকগণপরিষদ সেগুলির প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন এবং ওগুলির কতকাংশ সংশোধনী প্রস্তাব সমূহের তালিকায়—স্থানলাভ করিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত পাবনা যিলা মুছ্‌লিম লীগের সদস্যবৃন্দের মধ্যে যে মনোমালিন্য দীর্ঘকাল যাবত চলিয়া আসিতেছিল, তাহার মীমাংসার জন্য জমঈয়তের সভাপতি উভয় পক্ষের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে—তাঁহার বাসভবনে ১৩ই ফাল্গুন (১৩৫৬) তারীখে একত্রিত করেন এবং সুদীর্ঘ আলোচনা ও বিতর্কের পর এই কলহ মীমাংসিত হয়। টাউনে জমঈয়তের উদ্দেশ্যের প্রচার এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য ২৮শে ফাল্গুন তারীখে স্থানীয় সাহিত্যিক ও কর্মীগণকে সভাপতির বাসভবনে একটি পার্টিতে আমন্ত্রিত করা হয়। ১০ই চৈত্র তারীখে—দোগাছী ইউনিয়নবোর্ডের কলহ নিষ্পত্তি করার উদ্দেশ্যে লীগ নেতাগণের সমবায়ে জমঈয়তের সভাপতি এক শালিশী সভায় যোগদান করেন। ১৭ই চৈত্র জমঈয়তের সভাপতি মুহাজেরগণের সাহায্যার্থে অনুষ্ঠিত স্থানীয় টাউনহলের সভায় সভাপতিত্ব করেন। ২২শে চৈত্র তারীখে সরকারী ডিফেন্স কমিটীর সভায় জমঈয়ত সভাপতি আমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করেন। ৩০শে চৈত্র তারিখে ভারত ও পাকিস্তানের সংখালঘুদের প্যাক্ট সম্বন্ধে টাউনহলের একসভায় জমঈয়ত-সভাপতি সভাপতিত্ব করেন। ৮ই বৈশাখ জমঈয়তের কর্মীগণ ইকবাল দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত টাউনহলের সভায় যোগ দেন এবং জমঈয়তের সভাপতি উহার সভাপতিত্ব করেন। ২২শে মে তারিখে পূর্বপাক—সরকারের মন্ত্রী মাননীয় মওলবী হাছানআলী ছাহেব জমঈয়তের দফ্‌তর ও প্রেস পরিদর্শন করেন। সভাপতির বাসভবনে তাঁহাকে জমঈয়তের কর্মীগণের পক্ষ হইতে ক্ষুদ্র একটী টি-পার্টি দেওয়া হয়। বিগত রামাযানে জমঈয়তের পক্ষ হইতে টাউনের বিভিন্ন জুমা মছ্‌জিদে কর্মীগণ জুমা পড়েন এবং ছিয়াম ও তারাবীহ সম্বন্ধে সকলকে উৎসাহিত করেন। ১০ই আষাঢ় তারীখে স্থানীয় ইছ্‌লাহুল মুছ্‌লিমিনের সভায় জমঈয়তের কর্মীগণ বিনা আমন্ত্রণেই যোগদান করেন। ৭ই শ্রাবন তারীখে পি, এন্ জী ও মুছ্‌লিম লীগ দলের পক্ষ হইতে আমন্ত্রিত হইয়া জমঈয়তের সভাপতি তাঁহাদের টি-পার্টিতে যোগ দেন এবং পিঃ এন্ জীদের সম্বন্ধে যে বিরুদ্ধ মনোভাব টাউনে—

www.ahlehadeethbd.org

স্বার্থবাদীরা সৃষ্টি করার চেষ্টা করিতেছিল তাহার প্রতিকার মানসে টাউনহলে অনুষ্ঠিত ১২ই শ্রাবন তারীখের সভায় জমঈয়ত-সভাপতি বক্তৃতা প্রদান করেন। ২৩ শে আশ্বিন তারীখে মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার নির্ধারণ কমিটীর ছুফারিশ সমূহের আলোচনা এবং উদ্দেশ্য-প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে—পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ইছলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার দাবী উপস্থিত করার জন্য জমঈয়তের প্রচেষ্টায় টাউন হলে এক বিরাট সাধারণ সভা আহ্বান করা হয়। মওলবী রজবআলী বি, এল উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। ৩০শে আশ্বিন তারীখে পূর্বপাক জমঈয়তে উলামায়ে ইছলামের সভাপতি মওলানা আতহার আলী ও সেক্রেটারী প্রোফেসর মওলানা আবদুর রহীম ছাহেব পাবনায় আগমন করায় ইছলামী—রাষ্ট্রের আদর্শ ও পাকিস্তানে উহার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রচারণার জন্য টাউনহলে একটী সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য জমঈয়তের কর্মীগণ বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেন এবং সে চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়।

পাবনা হইতে সকল দল ও শ্রেণীর পক্ষ হইতে যাহাতে ইছলামী রাষ্ট্র স্থাপন করার দাবী গণপরিষদে উত্থিত হয় তজ্জন্য জমঈয়তের পক্ষ হইতে সভাপতি স্থানীয় সবকমিটীর বিভিন্ন অধিবেশনের ২১শে, ২২শে ও ২৩শে কার্তিক তারীখের বৈঠকগুলিতে যোগদান করেন এবং পাবনা হইতে যে সিদ্ধান্ত প্রেরিত হয়, তাহাতে উদ্দেশ্য প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ইছলামী রাষ্ট্র গঠনের সর্বসম্মত দাবী জানান হয়। সর্বশ্রেণীর মুছলমান ও ধর্মীয় আন্দোলনের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের কর্মীগণ আনজুমানে ইছলাহুল মুছলেমীনের সভাপতি পাবনা ও কুষ্টিয়ার সেশন জজ মওলানা রশীদুল হাছান ছাহেবকে ১লা অগ্রহায়ণ তারীখে সদর দফতর সন্নিহিত জামে মছজিদে জুমা আদা করার এবং তাঁহাদের পয়গাম আহ্‌লেহাদীছ জামাআতকে শুনাইবার জন্য আহ্বান করেন। জজ ছাহেব পাবনার উকিল মওলবী—তোরাব আলী ছাহেব সমভিব্যবহারে আগমন করেন এবং নমাযের জামাআত ও ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ করার জন্য জুমার পর বক্তৃতা দেন। জমঈয়তের পক্ষ হইতে তাঁহাদের জন্য নাশ্‌তার ব্যবস্থা করা হয়।

জমঈতের অন্যতম স্থায়ী মুবাল্লিগ মওলানা—আবদুল হক ছাহেব আলোচ্য বৎসরে পাবনার ১১টী গ্রাম, রাজশাহীর ১৪, বগুড়ার ২১টী এবং রংপুরের তেরটী মোট ৪৯টী গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়া জমঈয়তের উদ্দেশ্য প্রচার এবং অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। দ্বিতীয় মুবাল্লিগ মওলানা আবু ছঈদ মোহাম্মদ ছাহেব রাজশাহী যিলার মোহনপুর, বাগমারা, নাটোর, মাধনগর, শিবগঞ্জ ও বাসদেবপুর অঞ্চলের প্রায় শতাধিক গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং ছোট বড় পঁচিশটী সভায় বক্তৃতা দিয়াছেন।

মুবাল্লিগ মওলানা যিল্লুর রহমান ছাহেবের গতিবিধি প্রধানতঃ পাবনা টাউনে সীমাবদ্ধ, টাউনের আদায় কার্য তাঁহার দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে,—আলোচ্য বৎসরে টাউন অঞ্চলের প্রায় সকল গ্রামেই তিনি গমন করিয়াছেন।

জমঈয়তের সভাপতি ছাহেব তাঁহার পুরাতন অম্লপিত্ত ব্যাধির প্রকোপে প্রত্যেক মাসেই শয্যাশায়ী থাকেন, তদুপরী আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র তর্জুমানুল হাদীছের অধিকাংশ পৃষ্ঠা তাঁহাকেই পূরণ করিতে হয়, ফত্‌ওয়ার জওয়াব লিখিতে হয়, জমঈয়তের পক্ষ হইতে যে সাপ্তাহিক কোরআন ক্লাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাও তাঁহাকেই পরিচালিত করিতে হয়। এ সব কাজ সত্ত্বেও তিনি আলোচ্য বৎসরে জমঈয়তের প্রচার কার্যে রাজশাহী টাউনে দুইবার গিয়াছেন, রংপুরের হারাগাছ ও বগুড়ার বানিয়াপাড়ার সভায় সভাপতিত্ব ও বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। পাবনা টাউনস্থ কুলুনীয়া, কুঠিপাড়া, পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা যিলা স্কুল ও জি, সি, ইন্‌স্টিটিউশনের সভাগুলিতে যোগদান করিয়াছেন ও বক্তৃতা দিয়াছেন।

নিখিল বংগ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীছের তিনটী কার্যের কথা প্রসংগতঃ আলোচিত হইলেও একটু বিশদ ভাবে বলা আবশ্যক।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হই-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তেছে— কোরআন ও বিশুদ্ধ ছুন্নতের তবলীগ এবং প্রকৃত ইছলামী জীবনপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা। আকায়েদ ইবাদাত, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের জন্য কোর্‌আন ও ছুন্নাহর আদর্শ ও শিক্ষাকে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরার যে আন্দোলন, তাহার নাম আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন। এই আন্দোলন দলাদলি ও ফির্কাবাযীকে কোন দিন প্রশ্রয় দেয় নাই, দিতে পারে না, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দীর্ঘকাল হইতে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের এই বৈশিষ্ট বিলুপ্ত হইয়াছে। স্বয়ং আহ্‌লেহাদীছরাই তাহাদের জীবনাদর্শ ও লক্ষপথ ভুলিয়া ফির্কাবন্দীর অভিশাপে পতিত হইয়াছে, বিশৃংখলা, দলাদলি ও আদর্শহীনতা তাহাদের আচরণে পরিণত হওয়ায় তাহারা আত্মবিস্মৃত ও আত্মসম্মান বিবর্জিত হইয়া পড়িয়াছে। ইছ্‌লামের বিশুদ্ধ আদর্শ ও শিক্ষা প্রচার করার কোন সঠিক ও কার্যকরী ব্যবস্থাই তাহাদের মধ্যে ছিলনা।— নিখিল বংগ ও আসাম জম্‌ঈয়তে-আহলেহাদীছ এই উদ্দেশ্যে বিগত দেড় বৎসরকাল হইতে একটী উচ্চাংগের ইছ্‌লামী ভাবধারার মাসিক পত্র 'তর্জুমানুল-হাদীছ' নামে প্রকাশ করিতেছে। এই মাসিক পত্রে কোর্‌আন, হাদীছ ও ইছলামী রাজনীতির যে ব্যাখ্যা প্রচার করা হইতেছে, তাহা শিক্ষিত সমাজকে ইছলামের সঠিক আদর্শের পথে ক্রমশঃ আকর্ষণ— করিতেছে।

পূর্বপাকিস্তানে ব্যবহারিক বিষয়সমূহের তহ্‌কীকি ফত্‌ওয়া লেখার কোন ব্যবস্থা ছিলনা, — নিখিল বংগ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহলে হাদীছ তর্জুমানের মধ্যস্থতায় এই গুরুতর অভাব মোচন করার কার্যে ব্রতী হইয়াছে এবং বিনা পারিশ্রমিকে গুরুতর ও প্রয়োজনীয় ফত্‌ওয়ার জওয়াব লেখার ব্যবস্থা করিয়াছে।

শিক্ষিত ও বয়স্কদের মধ্যে কোর্‌আন প্রচার করার জন্য নিখিল বংগ ও আসাম জম্‌ঈয়তে — আহ্‌লেহাদীছ তাহার সদর দফ্‌তরে নিয়মিত— সাপ্তাহিক কোর্‌আন ক্লাসের ব্যবস্থা প্রবর্তিত —— করিয়াছে।

জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ বিগত এক বৎসর কালের মধ্যে যতটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল, কিন্তু জম্‌ঈয়তের সম্মুখে যে বিরাট ও বিপুল কার্য্যতালিকা রহিয়াছে, তাহার তুলনায় এই বিবরণ অতিশয়— অকিঞ্চিৎকর। যে টুকু কাজ জম্‌ঈয়ত আরম্ভ করিয়াছে তাহাই সুষ্ঠু ভাবে সমাধা করার জন্য যোগ্য ব্যক্তি ও উপযুক্ত অর্থের একান্ত অভাব। সকলের সমবেত সহযোগ ও সাহায্য ছাড়া এই আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করা অসম্ভব।

কিন্তু সহযোগ ও সাহায্যের অবস্থা কি রূপ? রাজশাহী কন্‌ফারেন্সে বাংলা ও আসামের উল্লেখযোগ্য উলামা, পীরছাহেবান এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন এবং— সকলেই জম্‌ঈয়তকে সর্বতোভাবে শাক্তিশালী করিয়া তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কিন্তু গভীর পরিতাপ ও লজ্জাসহকারে একথা বলিতে হইতেছে যে, তাঁহারা আংশিক প্রতিশ্রুতিও এযাবৎ প্রতিপালন করেন নাই। জম্‌ঈয়তের প্রচারক ও কর্মীগণ যাহা ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ করেন, তাহা ছাড়া দু একটী স্থান ব্যতীত অন্যান্য স্থানের সাহায্য অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। আয়ের যিলাওয়ারী তালিকায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। অর্থাভাবের জন্য মুবাল্লিগগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেমন সম্ভবপর হইতেছেনা, তেমনি প্রচার কার্যও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। অন্ততঃ প্রতি যিলার জন্য একজন করিয়া মুবাল্লিগ হওয়া চাই এবং তাঁহাদের ট্রেনিং এর জন্য 'দারুত্‌ তব্‌লীগ' আবশ্যক। বর্তমানে সবেতন মাত্র তিনজন এবং কমিশনে দুইজন মুবাল্লিগ কাজ করিতেছেন, ফলে কোনরূপ শৃংখলা করিয়া উঠা সম্ভবপর হইতেছে না, যে মুবাল্লিগ যাহা আদায় করেন, তাঁহার বেতন ও এলাউন্সেই তাহা ফুরাইয়া যায়। দারুল ইফ্‌তা ও কোর্‌আন ক্লাসের জন্য একজন অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ— মুহাদ্দীছের প্রয়োজন, অর্থাভাবে সে ব্যবস্থাও সম্ভবপর হইতেছে না। তর্‌জুমানের অধিকাংশ প্রবন্ধ শুধু সম্পাদককে লিখিতে হয়, আধুনিক তথ্যবহুল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সহিত পরিচিত ইছলামী বিদ্যায় পারদর্শী লেখকগণের অভাব থাকিলেও এরূপ লেখক একেবারে বিরল নহেন, কিন্তু তাঁহাদের ঔদাসীন্যের ফলে ইছ্লামী আদর্শের উচ্চাংগের সৎ-সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভবপর হইতেছে না। বর্তমানে সম্পাদনাবিভাগে জমঈয়তের জেনারেল সেক্রেটারী মওলবী আবদুর রহ্মান—বি, এ-বি, টি কতকটা সাহায্য করিয়া থাকেন, কিন্তু এরূপ ভাবে জমঈয়তের আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া 'তর্জুমান'কে আত্মপ্রতিষ্ঠ করিয়া তোলা—অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। উপযুক্ত লেখক ও অর্থাভাব বিশেষ করিয়া সম্পাদকের স্থায়ী ও দুঃসাধ্য পীড়ার জন্য তর্জুমানকে নিয়মিত করিতে পারা—যাইতেছে না।

এতদ্ব্যতীত শুধু একখানা মাসিক পত্রের সাহায্যে আন্দোলনকে তীব্র ও ব্যাপকতর করিয়া তোলাও সম্ভবপর নয়। ইছ্লামী আদর্শের গ্রন্থ ও পুস্তিকা লেখা, অনুবাদ করা ও প্রকাশ করা আবশ্যক, আন্দোলনের মন্থরতাকে বিদূরিত করিতে হইলে একখানা সাপ্তাহিক পত্র চাই। এই সকল কার্যের জন লেখক-সংঘ গঠন করা এবং প্রেসকে উন্নত করা অপরিহার্য এবং তজ্জন্য প্রচুর অর্থ ও কর্মী আবশ্যক।

জমঈয়তের নিজস্ব লাইব্রেরী নাই। জমঈয়তের সভাপতি তাঁহার ব্যক্তিগত বহিপুস্তকের—সাহায্যে ফত্ওয়া ও প্রবন্ধাদি লেখার কাজ কোন—ক্রমে চালাইতেছেন, কিন্তু আধুনিক গ্রন্থসমূহের একান্তই অভাব, বিদ্যোৎসাহী ও বদান্য ব্যক্তিগণ এদিকে লক্ষ না করিলে কোনই উপায় নাই।

জমঈয়তের অভাব অভিযোগের কাহিনী সুদীর্ঘ হইলেও নৈরাশ্যের কারণ নাই। জমঈয়ত ধনবান ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত হইলেও দরিদ্র জনসাধারণ এবং শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তিগণের স্নেহ ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত নয়। বহু প্রকার ত্রুটী বিচ্যুতি সত্ত্বেও তর্জুমানের গ্রাহক সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং জনসাধারণের সাহায্যেই মাসিক প্রায় ১২ শত টাকা ব্যয়ের এই প্রতিষ্ঠানটী ক্রমশঃ উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে। পার্থিব কোন রূপ স্বার্থোদ্ধারের সম্ভাবনা না থাকিলেও জমঈয়তের আহ্বানে সব-সময়েই কিছু না কিছু সাড়া পাওয়া যাইতেছে। আজিকার এই সম্মেলনেও বাংলা ও আসামের এগারটী—যিলা হইতে প্রায় আড়াই শত মেহ্মান যোগদান করিয়াছেন। আহ্লেহাদীছ আন্দোলনের প্রতি—ঐকান্তিক অনুরাগ ছাড়া তাঁহাদের এই উৎসাহের আর কি কারণ থাকিতে পারে? কাজেই সকলের সমবেত প্রচেষ্টা দ্বারা জমঈয়তকে শক্তিশালী করিয়া তোলা যে আদৌ অসম্ভব নয়, জমঈয়তের কর্মীগণ এখনও সে বিশ্বাস পোষণ করিতেছেন।

নিখিল বংগ ও আসাম জমঈয়তে আহ্লেহাদীছ।

জমার হিসাব

১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ (৪ঠা ফাল্গুন) হইতে মার্চ ১৯৫১ (১৭ই চৈত্র) পর্য্যন্ত।

	ফিত্রা	কুরবানী	যাকাত	ওশর	এককালীন	মাসিক	অজ্ঞাত	অন্যান্য	সভারজন্য	মোট
পাবনা—	১০৬২/০	৪১৮॥০	৭৬০৸৶১০	১৭৲	১৮৯৸/০	৬৫২৲	×	২২॥১৫	৪৫০৲	৩৫৭২৸৵৫
রাজশাহী—	৮২২॥/০	২০১৲	৮৯৸০	৯৫॥০	৬৮৩৸৵০	২৸	৩২॥০	×	×	১২২৭৸৶০
দিনাজপুর—	১০০॥৶০	×	×	×	২৲	১০০৲	১৬৲	×	×	২১৮॥৶০
রংপুর—	৩৪৮॥০	১০১॥০	১৫৲	×	৭৩/০	×	৪০৲	×	×	৫৭৮।/০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

	ফিত্‌রা	কুরবানী	যাকাত	ওশর	এককালীন	মাসিক	অজ্ঞাত	অন্যান্য	সভারজন্য	মোট
বগুড়া—	২৪০৸/০	৮৪৷৷/০	১০৲	×	৩৪২৲/০	×	২৭৲	×	×	৭০৪৷৷০
ময়মনসিংহ—	৩১১৷৷১০	৯৯৸/০	৬৪৲/০	×	৪০৲/০	×	×	×	×	৫১৫৷৷৲/১০
ঢাকা—	৭৫৲	×	৫৲	×	×	×	×	×	×	৮০৲
ফরিদপুর—	৪১৸৲/০	×	১৲	৫২৸০	৷৷০	×	৫৩৷৷/০	×	×	১৪৯৷৷৵০
শ্রীহট্ট—	১০৲	×	×	×	২০৲	×	×	×	×	৩০৲
যশোহর—	৫৲	×	×	×	১৪৷৷/০	×	×	×	×	১৯৷৷/০
খুলনা—	৩৸০	৮৲	×	×	৩৯৲	×	×	×	×	৫০৸০
২৪ পরগনা	×	১০৲	১০৲	×	×	×	×	×	×	২০৲
কুষ্টিয়া—	৪৫৲	×	২৫৲	×	+	×	×	×	×	৭০৲
করাচী—	×	×	×	×	২০৲	×	×	×	×	২০৲
কামরূপ—	১৩৭৷৷৵০	১২৪৷৷৵০	১৫৲	৯৯৷৷৲/০	×	×	+	×	×	৩৭৭৲
অজ্ঞাতনামা—	৪৲	৬১৵১০	৩০৲	৫৲	৩০৲	×	×	২৫৷৷/০	×	১৫৫৸৲/১০
	৩২০৮৵১০	১১০৩/০	১০৩২৵০	২৬৯৸৲/০	১৪৫৫৸৲/০	৭৫৪৸০	১৬৯/০	৪৮/১৫	৪৫০৲	৮৪৯০৸৲/৫

আলোচ্য সাড়ে তের মাসে মোট আয় হইয়াছে আট হাজার চারিশত নব্বুই টাকা চৌদ্দ আনা এক পয়সা। ইহা গত বৎসরের আয়ের তুলনায় কম। গত বৎসরে ১লা মার্চ ১৯৪৯ হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ পর্যন্ত সাড়ে এগার মাসে মোট আয় হইয়াছিল আট হাজার দুই শত তিরানব্বুই টাকা—তিন আনা তিন পয়সা। অর্থাৎ গত বৎসরের সাড়ে এগার মাসের আয় এ বৎসরের সাড়ে তের মাসের সমতুল্য। ইহার তাৎপর্য্য যে, এবৎসরে দুই মাসের আয় কমিয়া গিয়াছে। গতবৎসরে মুর্শিদাবাদ,—ময়মনসিংহ, দিনাজপুর ও রংপুর হইতে যথাক্রমে ৬৩৫৷৷০, ৯৮৭৵১০, ৫৬৫/১০ ও ৬৮৭৲ আদায় হইয়াছিল, এবারে হইয়াছে যথাক্রমে ১২০৲, —৫১৫৷৷৵১০, ২০৯৷৷৵০ ও ৫৭৮৷৷/০ আনা মাত্র। অর্থাৎ উল্লিখিত চারিটী যিলা হইতেই আলোচ্য বৎসরে প্রায় দেড় হাজার টাকা কম আদায় হইয়াছে।—পশ্চিম বাংলা ও আসাম হইতে পূর্বেই সাহায্যের পরিমাণ ছিল নগণ্য, এবারে একরূপ বন্ধই হইয়া গিয়াছে। হুগ্‌লী, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া হইতে পূর্বে কিছু কিছু পাওয়া যাইত, এবারে কিছুই পাওয়া যায় নাই। ২৪ পরগণা ও মুর্শিদাবাদের সাহায্য বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা, শ্রীহট্ট, নোয়াখালী, ত্রিপুরা ও বাকেরগঞ্জের শুভদৃষ্টি আজ পর্যন্ত জমঈয়তের উপর পতিত হয় নাই। খুলনা, যশোহর, ফরীদপুর ও কুষ্টিয়ার সাহায্য উল্লেখযোগ্য নয়। প্রধানতঃ উত্তর বাংলা ও ময়মনসিংহ যিলার সাহায্যেই এযাবৎ জমঈয়ত চলিতেছে, তন্মধ্যে পাবনা টাউনের সাহায্যই সমধিক উল্লেখযোগ্য। পাবনা টাউন ও উপকণ্ঠে ক্ষুদ্রবৃহৎ কুড়িটী মাত্র আহ্‌লে জামাআতের মহল্লা ও গ্রাম রহিয়াছে, তন্মধ্যে দু, একটী মহল্লার নেকনযর হইতে জমঈয়ত এ যাবৎ বঞ্চিত, অবশিষ্ট পাড়াগুলির মধ্যে রাঘবপুর ও শালগাড়িয়া জমঈয়তকে সর্বাধিক ও নিয়মিত সাহায্য করিয়া থাকেন। দোগাছি ইউনিয়নের সাহায্যও নিয়মিত এবং মূল্যবান। ইঁহাদের মত যদি সকল স্থানের জামাআত্‌ হইতে জমঈয়ত সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে অর্থের অভাব জনিত কোন অসুবিধাই জমঈয়তকে ভোগ করিতে হইত না। আদায়ী টাকার মধ্যে তিন—হাজার চৌত্রিশ টাকা মুবাল্লিগ ছাহেবানের প্রচেষ্টায়

www.ahlehadeethbd.org

সংগৃহীত হইয়াছে, কিছু টাকা জম্‌ঈয়তের প্রেসিডেন্ট আদায় করিয়াছেন। ইঁহাদের সংগৃহীত এবং টাউনের সাহায্যের টাকা বাদ দিলে বাহির হইতে দুহাজার টাকার বেশী আদায় হয় নাই। এই—অবস্থার পরিবর্তন আবশ্যক এবং জম্‌ঈয়তকে যাঁহারা বাঁচাইয়া রাখা উচিত মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষে আল্লাহর ওয়াস্তে ইহার জন্য সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করা কর্তব্য। প্রত্যেক গ্রামের সাহায্য যদি সরাসরি ভাবে সদর অফিসে ডাকযোগে প্রেরিত হইতে থাকে, তাহা হইলে অনাদায়, আত্মসাৎ এবং অন্যান্য বহু গোলযোগের হাত হইতে রেহাই পাওয়া যাইতে পারে। জম্‌ঈয়তের চনদ প্রাপ্ত আদায়কারী যাঁহারা, কেবল তাঁহাদের নিকট হইতে জম্‌ঈয়তের শীলমোহর যুক্ত রসিদ লইয়া টাকা দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু বর্তমানে এরূপ আদায়কারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা জম্‌ঈয়তের অসাধ্য।

খরচের হিসাব।

বর্তমানে জম্‌ঈয়তের নিম্নলিখিত কর্মীদিগকে নিম্ন বর্ণিত হারে মাসিক ওযীফা দেওয়া হইতেছে।

১। সেক্রেটারী মওলবী মোহাম্মদ আবদুর্ রহমান বি, এ-বিটি। জম্‌ঈয়তের দফতর রক্ষা করার কাজ ছাড়া ইনি তর্জুমানুল হাদীছের সম্পাদনাতেও সাহায্য করেন— ১৭৫৲

১। প্রথম মুবাল্লিগ মওলানা আবদুল হক হক্কানী। ইনি হেড্ কোয়ার্টারে অবস্থানকালে দফ্তরের কার্যে সহায়তা করেন। তাঁহার বেতনের উর্দ্ধে আদায়ী [illegible]শত করা ১২॥০ কমিশন— ৭৫৲

২। দ্বিতীয় মুবাল্লিগ— মওলানা আবুছঈদ মোহাম্মদ, ইনি শুধু মফঃস্বলে প্রচার করেন— ৭৫৲

৪। তৃতীয় মুবাল্লিগ— মওলানা যিল্লুর রহমান—আনছারী। ইনি পাবনা টাউনের অধিবাসী এবং টাউনেই ইহার গতিবিধি সীমাবদ্ধ— ৫০৲

৫। চতুর্থ মুবাল্লিগ মওলানা মুতীউর্‌রহমান মুহাজির। ইনি আপাততঃ শুধু কমিশনের উপর নিযুক্ত হইয়াছেন।

৫। ৫ম মুবাল্লিগ— মওলানা মোহাম্মদ আবদুল—আযীয রংপুরী। ইনি নামমাত্র কমিশনে নিযুক্ত।

১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ হইতে মার্চ ১৯৫১ পর্যন্ত খরচ।

(ক)	কর্মীদের বেতন—	৪৪০৫।৵০
(খ)	কমিশন—	২৬॥৵০
(গ)	রাহা খরচ—	২৬৯৸১০
(ঘ)	কাগজ ও খাতা—	৬৫৸০
(ঙ)	অফিস সরঞ্জাম—	১৮/১০
(চ)	ডাক খরচ—	১৬০৸০
(ছ)	পত্রিকা—	৯০৸৴/১০
(জ)	জেনারেল কমিটীর সভার জন্য—	৫২৲
(ঝ)	বিবিধ—	৬।/০
		৫০৯৫।৵১০

মোট ব্যয় পাঁচ হাজার পঁচানব্বই টাকা ছয় আনা দুই পয়সা মাত্র।

আলোচ্য হিসাবের উদ্বৃত্ত তহ্‌বীল— ৩৩৯৫৴/১৫
১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ তারীখের উদ্বৃত্ত— ৪৮৬১।/০

৮২৫৬৸১৫

৩১ শে মার্চ ১৯৫১ সালের মোট উদ্বৃত্ত আট হাজার দুইশত ছাপ্পান্ন টাকা বার আনা তিন—পয়সা মাত্র।

স্থাপিত
পোঃ খোর্দ মোহ

আহ্‌লেহাদীছ প্রেণ্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস

জমাখরচের হিসাব

১৩৫৬ সালের ৫ই ফাল্গুন মুতাবিক ইংরাজী ১৯৫০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারীখে নিখিল বংগ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের সাধারণ সমিতির বিশেষ সভায় ১৩৫৬ সালের ২৯শে মাঘ পর্যন্ত প্রেস বিভাগের জমাখরচের হিসাব উপস্থাপিত হইয়া সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং মুন্‌যূরীকৃত হিসাব—তর্জুমানুল হাদীছের প্রথমবর্ষের ৬ষ্ঠ ও সপ্তম যুগ্মসংখ্যায় প্রকাশ লাভ করে। অদ্যকার সভায় ১৩৫৬ সালের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১লা ফাল্গুন হইতে ১৩৬৭ সালের ৩০শে ফাল্গুন পর্যন্ত প্রেস বিভাগের মোট তের মাসের হিসাব প্রদর্শিত হইতেছে।

জমার বিবরণ

১। চাঁদা বা এককালীন সাহায্য—

মওঃ কারামতুল্লাহ, পার্বতীপুর, দিনাজপুর	৯৲
মোহাঃ আখ্‌তারুয্‌যমান পাবনা—	৫০৲
„ আবদুর রয্‌যাক বেপারী, বল্লা, ময়মনসিংহ—	৫০৲
মওঃ আবদুল লতীফ, ইনস্‌পেক্টর, কুড়িগ্রাম, রংপুর—	৫৲
মোহাঃ ইর্‌ফান আলী, উন্‌চরখী বগুড়া—	৪৲
আযীযুর রহমান মিয়াঁ, চাঁচকৈড়, রাজশাহী	১৩॥০
সেক্রেটারী জীবনপুর মছজিদ, মহিমাগঞ্জ, রংপুর—	৫৲
মওলবী আবদুর রহমান, যশোহর /০ হিসাবে ৯ দফায়—	॥/০
মওঃ মোহাঃ ইছহাক, বাতুল্লাপুর, পাবনা	৫৲
হারাগাছ ধর্ম সভা, রংপুর—	১৫৯॥৵০
ঐ যুবক সমিতি „	১৯৮।৶১০
মওঃ আবদুল আযীয মিয়াঁ, সারাই, রংপুর—	১০৲
হাজী আবদুল গফুর, আঁখিরাপাড়া, রাজশাহী—	১॥০
মোহাম্মদ বদন মণ্ডল, শিকারপুর, মশিন্দা, রাজশাহী—	৫০৲
হাজী মোহাম্মদ ইউছফ, ঐ	২০৲
এম, মোহাম্মদ আলী, তছলীম প্রেস জয়পুরহাট, বগুড়া—	১৲
মোট—	৫৮২॥৵১০
২। প্রিন্টিং চার্জ—	১৮৯৭।৵০
৩। তর্জুমানুল হাদীছের মূল্য—	৭৯৫।।০
৪। তর্জুমানের বিজ্ঞাপন—	২৯৫৲
	১০৭২৬।১০

সর্বশুদ্ধ আয় দশ হাজার সাত শত ছাব্বিশ—টাকা চারি আনা দুই পয়সা।

খরচের বিবরণ

১। টাইপ ও ব্লক ইত্যাদি—	১০৬।/১০
২। বিল্‌ডিং মেরামত ইত্যাদি	৫২।০
৩। কাগজ—	৩৩২৫৸/১০
৪। কালী—	৩৯৸/১০
৫। কর্মচারীগণের বেতন—	৬১৬৪।৶/১০
৬। ডাক খরচ—	৪৫৬।৫
৭। সংবাদ পত্র ক্রয়—	৩৪৶/০
৮। ষ্টেশনারী—	৯৸৵০
৯। প্রেস মেরামত—	২০৮॥৵০
১০। ইলেক্‌ট্রিক চার্জ, সোডা ও কেরোসিন ইত্যাদি—	১৯০॥৶৫
১১। বাবুর্চিখানার খরচ ও বিবিধ—	৭৭৬॥/০
১২। গাড়ী ভাড়া—	১।০
	১১৩৬৬৶/১০

সর্বশুদ্ধ ব্যয় এগার হাজার তিন শত ছষট্‌টি টাকা তিন আনা দুই পয়সা মাত্র।

প্রদর্শিত হিসাবে জানা যায় যে, মোট জমার মধ্য হইতে এককালীন সাহায্যের ৫ শত বিরাশি—টাকা সাড়ে দশ আনা বাদ দিলে তের মাসে প্রেসের নীট আয় হইয়াছে ১০ হাজার এক শত তিতাল্লিশ টাকা দশ আনা, আর ব্যয় হইয়াছে ১১ হাজার ৩ শত ছষট্‌টি টাকা তিন আনা দুই পয়সা। অর্থাৎ—আলোচ্য বৎসরে প্রেস বিভাগে এক হাজার ২ শত বাইশ টাকা সাড়ে নয় আনা ক্ষতি হইয়াছে। প্রিন্টিং চার্জ বাবত যে টাকা পাওয়া গিয়াছে, তাহার—কতক কাজ অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। ইহা সম্পন্ন করিতে না পারিলে ক্ষতির পরিমাণ ন্যূনাধিক মোট দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত গড়াইবে।

বর্তমানে প্রেস বিভাগের কর্মচারীগণের সংখ্যা ছয় জন। ম্যানেজারকে মাসিক ২ শত, হেড কম্পোজিটরকে ষাট, দুইজন কম্পোজিটরকে ৪৫৲ টাকা হিসাবে নব্বুই টাকা, প্রেসম্যানকে চল্লিশ আর একটী বয়কে ১৫ টাকা মোট মাসিক চারি শত পাঁচ টাকা।

www.ahlehadeethbd.org

দেওয়া হইতেছে। এই হিসাবে তের মাসে কর্মচারীদের বেতন বাবত ব্যয় হওয়া উচিত ছিল ৫ হাজার ২ শত পঁয়ষট্টি টাকা, কিন্তু বেতন দেওয়া হইয়াছে ৬ হাজার ১ শত চৌষট্টি টাকা সাড়ে সাত আনা। অর্থাৎ ৮ শত নিরানব্বুই টাকা সাড়ে সাত আনা তের মাসে নাইট ডিউটি, এক্‌স্ট্রা ও এলাউন্স বাবত অতিরিক্ত দিতে হইয়াছে। ফলকথা বাহিরের কাজ করিয়া যে টুকু আয় হইয়াছিল, তাহার অর্ধাংশ—এক্‌স্ট্রাতেই ফ্‌রাইয়া গিয়াছে।

কাগজের দুর্মূল্যতার জন্য বর্তমানে তর্জুমানের শুধু কাগজের খরচ মাসিক হইতেছে প্রায় চারিশত টাকা। তদুপরি কাগজ সংগ্রহ করাও—অতিশয় দুঃসাধ্য হইয়াছে।

তের মাসে তর্জুমানুল হাদীছের গ্রাহকের চাঁদা ও বিজ্ঞাপন বাবৎ যে আয় হইয়াছে তাহার—মাসিক গড় হইতেছে ছয় শত চৌত্রিশ টাকা আর উহার জন্য বিগত তের মাসে মাসিক পৌনে নয় শত টাকা হিসাবে ব্যয় হইয়াছে। প্রেসের সমস্ত আয় তর্জুমানের জন্য নিয়োজিত করিয়াও প্রেসকে বিপুল ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে। অথচ তর্জুমানুল হাদীছের সম্পাদন বিভাগের জন্য বিগত—তের মাসে কিছুই ব্যয় করিতে হয় নাই কিন্তু এই ব্যবস্থাই বা কতদিন চলিবে?

বিগত ১৩৫৬ সালের বৈশাখ হইতে মাঘ পর্যন্ত আট মাসে প্রেস বিভাগের ক্ষতি হইয়াছিল ৩—হাজার ১ শত একুশ টাকা সাড়ে চারি আনা আর বিগত ১৩৫৬ সালের ফাল্‌গুন হইতে ১৩৫৭ সালের ফাল্‌গুন পর্যন্ত তের মাসের ক্ষতির পরিমাণ বেশীর বেশী দেড় হাজার টাকা, অর্থাৎ মাসিক ক্ষতির গড় ৩ শত নব্বুই হইতে একশত পনের টাকায়—নামিয়া আসিয়াছে। ইহা আশার কথা এবং ইহার জন্য আমরা আল্লাহর শোক্‌র করিতেছি।

প্রেস বিভাগকে শক্তিশালী করিতে পারিলে শুধু যে ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে, তাহা নয়, আল্‌হাদীছ প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাব্‌লিশিং হাউস আত্মপ্রতিষ্ঠ ও উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারিবে। ইহার উপায় দ্বিবিধ, তর্জুমানুল হাদীছের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রেসের উন্নতিসাধন। কর্মী এবং মহানুভব ব্যক্তিগণের চেষ্টা ও সদাশয়তার—সাহায্যেই ইছলাম প্রচারের এই গণপ্রতিষ্ঠান আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিবে এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াই জমঈয়তের খাদিমগণ তাঁহাদের—কর্তব্য পালন করিয়া যাইতেছেন।

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী

প্রেসিডেণ্ট, নিখিল বংগ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ ও সম্পাদক, তর্জুমানুলহাদীছ।

মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ বি, টি,

সেক্রেটারী, নিখিল বংগ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ।

মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদ্‌ভী

ম্যানেজার, আল্‌ হাদীছ প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাব্‌লিশিং হাউস।

জমঈয়ত ও প্রেস বিভাগের রিপোর্ট পঠিত ও গৃহীত হওয়ার পর ভাবী ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হয়। রাজশাহীর মওলানা আব্বাছ আলী ও মওলানা আয্‌হারী, দিনাজপুরের মওলানা আবদুল আযীয, ময়মনসিংহের মওলানা ছয়ফুল ইছ্‌লাম, প্রেস ম্যানেজার মওলানা নদ্‌ভী, খুলনার মওঃ—মতীউর রহমান, জমঈয়তের মুবাল্লেগগণ এবং আরও অনেকেই আলোচনায় যোগদান করেন। সমাগত সকলেই সমবেতভাবে জমঈয়তের পয়গামের তব্‌লীগ, ও জমঈয়তের জন্য নিজ নিজ ইলাকা হইতে বয়তুলমালের অংশ প্রেরণ এবং তর্জুমানুল হাদীছের—গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধিকরার প্রতিশ্রুতি দান করেন। রাজশাহী বাসুদেবপুরের মওলানা মোহাম্মদ হুছইন এবং কাছাড়ের মওলানা মুন্‌তাছির বলেন যে, প্রেসিডেণ্ট ছাহেব বিগত তিনবৎসরকাল পর্যন্ত নিজের ভরণপোষণের জন্য জমঈয়ত এবং প্রেস হইতে একটী কপর্দকও গ্রহণ করেননাই, অধিকন্তু সম্পাদনার দফ্‌তর, বিজলীর আলো, মেহ্‌মানদারী, আবশ্যক পত্রিকাদির মূল্য এবং অন্যান্য বহু খরচ স্বয়ং চালা-

www.ahlehadeethbd.org

ইহা আসিতেছেন সুতরাং তাঁহাকে জমঈয়ত ফণ্ড হইতে দেড়শত ও প্রেস ফণ্ড হইতে দেড়শত একুনে মাসিক ৩ শত টাকা খরচ নির্বাহের জন্য দেওয়া হউক। চারিদিক হইতে এই প্রস্তাব সমর্থিত হইলে প্রেসিডেণ্ট ছাহেব ধন্যবাদ সহকারে উহা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বেতনভুক সভাপতিরূপে জমঈয়তের কাজ—করিতে তাঁহার দৃঢ় অসম্মতি জানান। অনেক বাদানুবাদের পর সম্পাদনার অফিস ও আলোর ভাড়া জমঈয়ত ফণ্ড হইতে প্রদত্ত হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়।

জমঈয়তের ভাবী কর্তব্য, আয়ব্যয় সমস্যার—সমাধান এবং প্রেসের উন্নতি বিধানের উপায় নির্ধারণের জন্য মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী, মওলানা আবদুল আযীম আযহারী, মওলানা আবুল কাছেম রহমানী, মওলানা মোহাম্মদ হুছইন বাসুদেবপুরী, স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কমিশনার মওলবী খবীরুদ্দীন আহমদ এবং মার্চেণ্ট আলহাজ্ব আবদুছছুবহান ছাহেবানের সমবায়ে এক সবকমিটী গঠিত হয়।

প্রেসের সাহায্যের জন্য সভার উপস্থিত সদস্যবৃন্দ একশত সাতচল্লিশ টাকা আট আনা নগদ দান করেন।

অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব—গৃহীত হয়।

নিখিল বংগ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের ১৯৫০ সালের ৬ই নবেম্বর তারীখের ওয়ার্কিং কমিটীর সভা পাকিস্তান রাষ্ট্রের মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার সম্পর্কীয় সরকারী সুফারিশ সমূহ সম্বন্ধে যে সংশোধনী প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন এবং উহার ব্যাখ্যা স্বরূপ তর্জুমানুলহাদীছে যে ধারাবাহিক প্রবন্ধ বাহির হইতেছে, নিখিলবংগ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের এই বার্ষিক সভা উহাকে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিতেছে।

মধ্যরাত্রে দোআর পর সভা ভংগ হয়।

পর দিবস জমঈয়ত এবং স্থানীয় আহ্‌লে-জামাআতের উদ্যোগে দফ্‌তর সংলগ্ন প্রাংগণে এক আযীমুশ্‌শান মহফীলে ওয়াজের অনুষ্ঠান হয়। জামে-মছজিদের বারান্দা ষ্টেজ রূপে ব্যবহৃত এবং চতুষ্পার্শ্ব ১৩ টী শামীয়ানা ও উজ্জ্বল বিদ্যুতালোক ও মাইক দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। অন্যূন সাত—হাজার পুরুষ ও পাঁচ শত মহিলা এই মহফিলে যোগদান করিয়াছিলেন, মহিলাদের পর্দাসহকারে পৃথক শামিয়ানার বন্দোবস্ত ছিল। এমন শান শওকত—পূর্ণ ওয়াজ্‌ মহ্‌ফিল পাবনা সহরে কোন দিন অনুষ্ঠিত হয় নাই। পাবনা ও কুষ্টিয়ার যিলা জজ মওলানা রশীদুল হাছান ছাহেব এম, এ-বি, এল সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। জমঈয়তের বার্ষিক সভায় যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই মহ্‌ফিলে উপস্থিত ছিলেন, টাউনের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা এই মহফিলে তশরীফ আনিয়াছিলেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবৃন্দের নাম উল্লেখযোগ্য, জনাব মওলানা মোহাম্মদ আলী ছাহেব, যিলা ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর জনাব মাহতাবুদ্দীন আহ্‌মদ, এস্‌, ডি, ও মিঃ এম, এ, ছমদ, মওলবী তোরাব-আলী, বি, এল, মওলবী রজব আলী বি, এল, সাহিত্যিক মওলবী আবদুল জব্বার, কবি মওঃ আবুল হাশেম, অধ্যাপক মওঃ তজম্মুল হুছইন, অধ্যাপক কবি মুফাখ্‌খরুল ইছলাম, সুলেখক মওঃ আবুবক্‌র, মওঃ আবদুল লতীফ রাযী, সুরাজ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সারদাচরণ পণ্ডিত, সাংবাদিক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মৈত্র, যিলা পাবলিসিটি অফিসর, মওলানা রঈছুদ্দীন এম, এ, মওঃ মুহ্‌ছিন আলী মুখ্‌তার, মিঃ তকী—উদ্দীন আহ্‌মদ প্রভৃতি।

মওলানা আবদুল আযীয দিনাজপুরী, খন্দকার মওঃ বিলায়েত হুছইন আকালুবী, মওঃ রঈছুদ্দীন আহ্‌মদ, মওঃ তোরাব আলী ছাহেবান ইছলামের শিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক দিয়া আলোচনা করেন। মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী ছাহেবের বক্তৃতার মধ্যপথে তুমুল বেগে বৃষ্টি নামিয়া পড়ায় দোআর পর তাড়াতাড়ি সভার কাজ শেষ করা হয়।

www.ahlehadeethbd.org

ادارية

সাময়িক প্রসংগ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

আমীরুল মুজাহেদীনের ওফাত,

আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, ওযীরাবাদের বিখ্যাত মুজাহিদে-ইছ্লাম হযরত মওলানা ফয্লেইলাহী ছাহেব আর ইহ জগতে—নাই। সুদীর্ঘ দেড় বৎসর কাল রোগভোগের পর ৫ই মে তারীখে ঝিলমে তিনি শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন; — ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। মর্হুমের ওছীয়তসূত্রে তাঁহার জানাযা পাকভারতের কার্বালা বালাকোটের সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার আদর্শ গুরু আমীরুল মুমেনীন ছৈয়দ আহ্মদ ব্রেলভী ও মুজাদ্দিদে ইছ্লাম আল্লামা ইছ্মায়ীল শহীদের মক্বারাতে স্থানান্তরিত হইয়া সমাহিত হইয়াছে। ছৈয়দ ছাহেবের প্রবর্তিত—পাক-ভারতে ইছলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাচীনতম—আন্দোলন মন্থর হইয়া পড়ায় তিনি উহাতে নূতন জীবন ও প্রেরণা সৃষ্টি করিতে কৃতসংকল্প হন এবং ১৯০৮ হইতে গোপনে ইংরাজী শাসনের বিরুদ্ধে মুছলমানদিগকে সংঘবদ্ধ করিতে লাগিয়া যান। ১৯১৩ সালে গেরেফ্তার হইয়া তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত জালন্ধর জেলে কারারুদ্ধ থাকেন। মুক্তিলাভ করার পর তিনি পুনরায় পূর্ণোদ্যমে তাঁহার আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিশালী করিতে ব্রতী হন, কিন্তু তাঁহার জনৈক সহকর্মী ফিরোজপুরে ধৃত হওয়ায় এবং পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারে সমস্ত গুপ্ত—ব্যাপার ব্যক্ত করিয়া ফেলায় মওলানার বিরুদ্ধে গেরেফ্তারী ওয়ারেণ্ট বাহির হয় এবং তাঁহাকে জীবন্ত বা মৃত ধরাইয়া দিতে পারিলে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। মওলানা ছাহেব গোপনে সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত ভাবে জিহাদ চালাইতে থাকেন। কাবুল যুদ্ধে তিনি স্বয়ং সক্রিয় অংশ—গ্রহণ করেন এবং পাক ভারতের মুক্তিসংগ্রাম সম্বন্ধে সীমান্ত ও আফ্গানিস্তানে প্রচার কার্য চালাইতে থাকেন। ১৯৪০ সালে তিনি গোপনে ভারতে আগমন করিয়া তিন বৎসর পর্যন্ত বিহার প্রদেশে অবস্থান করেন এবং নূতন ভাবে মুজাহেদীনের দল সংগঠিত করেন। বাংলার বিভিন্ন স্থানেও তাঁহার আন্দোলনের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ১৯৪৪ সালে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে যোগদান—করেন এবং বাংলা ও আসামের অনেক স্থান তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার দলের কর্মীরা পরিভ্রমণ করেন। এই সময়ে বাংলা ও আসাম আহ্লেহাদীছ কন্ফারেন্সের রংপুর—হারাগাছ অধিবেশনে তিনি গোপনে যোগদান করেন এবং উক্ত স্থানেই ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার এবং তাঁহার চিন্তাধারা, কর্মশক্তি, ঐকান্তিকতা ও ধর্মপরায়ণতার সহিত পরিচয় লাভ করার সুযোগ ঘটে। কাশ্মীর যুদ্ধেও এই বৃদ্ধ সিংহ স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। যুদ্ধ বিরতির পর তিনি—তাঁহার জন্মভূমি ওযিরাবাদে গিয়া পীড়িত হন এবং প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে তাঁহার আদর্শ ও মহান কর্মজীবনের অবসান ঘটে। তাঁহার বিয়োগ আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত না হইলেও একজন সত্যকার আলেমে বা-আমল এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের যে বীর সেনাপতির স্থান শূন্য হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নয়। আমরা সকলকে মরহুমের জন্য জানাযায় গায়েব পড়িবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

পাবনার প্রবীণতম আলিমের ওফাত,

পাবনা রাধানগর নিবাসী জনাব মওলানা—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মোহাম্মদ আলী ছাহেব বিগত ১লা এপ্রিল শনিবার সকালে আনুমানিক ৮৫ বৎসর বয়সে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় ইন্‌তিকাল করিয়াছেন,—ইন্‌নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। মর্‌হুম পাবনায় আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের পুরাতন প্রচারক দলের শেষ স্মৃতিচিহ্ন ছিলেন। তাঁহার পিতা মরহুম মুন্‌শী আবদুর্‌ রহমান উর্‌ফে পাদল খান পাটনার বিখ্যাত আমীরুল মুজাহেদীন হযরত মওলানা বিলায়েত আলী ছাহেবের শিষ্য ছিলেন।—তাঁহার ইন্‌তিকালে পাবনা তাহার প্রবীণতম আলেম, ওয়ায়েয এবং ধর্মগুরুকে হারাইয়াছে। আমরা মর্‌হুমের আত্মীয় স্বজন, পরিবারবর্গ ও মুরীদ মুতাকিদ দিগকে আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

মওলানা হছ্‌রত মুহানীর মহাপ্রয়াণ,

ভারত সাম্রাজ্যের অধিবাসী উত্তর প্রদেশের স্বনামখ্যাত জননেতা ও কবি মওলানা ফয্‌লুলহাছান হছ্‌রত মুহানী দীর্ঘকাল রোগে শয্যাশায়ী থাকার পর ১৩ই মে তারীখের দ্বিপ্রহরে ৭৫ বৎসর বয়সে অনন্ত পথের যাত্রী হইয়াছেন। কংগ্রেস ও স্বদেশী আন্দোলনে মুছলমানদিগকে সমষ্টিগত ভাবে যাঁহারা যোগ দিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন, মওলানা হছ্‌রতের নাম তাঁহাদের পুরোভাগে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯১২ হইতে ১৯৩০ পর্যন্ত তিনি একনিষ্ঠ কংগ্রেসী এবং গান্ধী মতবাদের বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। কিছুকাল সোশ্যালিষ্ট দলের সহিত সম্পর্কিত থাকিয়া অবশেষে তিনি মুছ্‌লিমলীগে যোগদান করেন। দেশ বিভক্ত হওয়ার পর তিনি ভারতীয় কংগ্রেসে এক উন্নতিশীল দল গঠন করিতে প্রয়াস পান। নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার দিকদিয়া তাঁহার সমকক্ষ নেতা পাক-ভারতে অতি অল্পই আছেন, এই আদর্শপ্রীতির জন্য তাঁহাকে বহুবার কারাগারে গমন করিতে হইয়াছে, অভাব ও আড়ম্বরহীনতার ভিতর তিনি—তাঁহার সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। উর্‌দু সাহিত্যে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে। তাঁহার কবিতা যুগান্তকারী, অবিমিশ্র রস ও উদ্দীপনী সুরে পরিপূর্ণ। আমরা তাঁহার অভাবে এক বিরাট—শূন্যতা অনুভব করিতেছি।

কুফ্‌রের জীবন্ত জ্রণ্ট,

কোর্‌আন তার অবতরণ যুগেই ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিল যে, খ্রীষ্টান, ইয়াহুদ ও বহুঈশ্বরবাদী মুশরিকদের নিকট হইতে মুছলমানদিগকে বহু প্রকার মর্মভেদী, অত্যাচারজনক, ঘৃণিত ও অকথ্য কটূক্তি শ্রবণ করিতে হইবে। (আলে ইম্‌রান : ১৮৬ আয়ত) সত্যগ্রন্থ রূপে কোর্‌আনী ভবিষ্যদ্‌বাণীর সত্যতা—সকল যুগেই সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইয়া আসিয়াছে। পৃথিবীতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা ও গবেষণার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইলেও গ্রন্থধারী ও মুশরিকদের মুছলিম জাতির বুকে আঘাত হানিবার এই নীচ মনোবৃত্তি ইব্‌নে ছাবা ও আবুলহবের—যুগের মতই সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রহিয়াছে। হিন্দুস্থান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈশ্বরীদয়াল নামক জনৈক অধ্যাপক 'বিশ্ব ইতিহাস কি রূপ রেখা' নামক হিন্দী পাঠ্য পুস্তকে বিশ্ব মুছ্‌লিমের হৃদয়মণি রছুলুল্লাহর (দঃ) পুণ্য চরিতকে কলংকিত ও মসীলিপ্ত করার যে ভাবে ব্যর্থপ্রয়াস পাইয়াছেন, এবং উক্ত পুস্তককে উত্তর প্রদেশের পাঠ্য তালিকা ভুক্ত করিয়া উক্ত প্রদেশের শিক্ষা বিভাগ যে চরম ধর্মনিরপেক্ষতার (!) পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে বিদ্যা-বুদ্ধি, রুচিজ্ঞান ও সত্য পরায়ণতার লেশমাত্র প্রমাণ না থাকিলেও মুশ্‌রিকদের ইছলাম-বিদ্বেষের সনাতন ঐতিহ্যের গৌরব পূর্ণ মাত্রাতেই রক্ষা পাইয়াছে। শ্রীবাস্তবের অলীক, ঝুট, প্রতিক্রিয়াশীল ও অবাস্তব গবেষণার সারমর্ম এই যে, "রছুলুল্লাহ (দঃ)—রাগী, লোভী, স্বার্থপর ও অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন এবং মুছলমানরা তাঁহাকে যতটা মহান বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে তিনি সে-রূপ—মহান ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন প্রতারক আর কোর্‌আন তাঁর ব্যক্তিগত কল্পনার সমষ্টি মাত্র।" কোরআনের ভাষা ও আলোচনাভংগী যাহার অনুপম সৌন্দর্য আরব ও ইউরোপের অতীত ও বর্তমান যুগের কোন কাট্টা কাফেরই অস্বীকার করিতে পারে

www.ahlehadeethbd.org

নাই, শ্রীবাস্তবের মত হস্তিমূর্খ ও আরাবী ভাষার অনভিজ্ঞ মহাপণ্ডিতের পছন্দসই হয় নাই। তিনি আরও গবেষণা করিয়াছেন যে, "পৃথিবীর যাবতীয় রক্তারক্তি ও কলহের জন্য এক মাত্র রছুলুল্লাহই (দঃ) দায়ী। তিনি বিশ্বাস ঘাতক ও প্রতারক ছিলেন ইত্যাদি।"

বাস্তব বাবু যে অবাস্তব প্রহসন রচনা করিয়াছেন, তার জন্য কাশী বা সারদা বিদ্যাপীঠ হইতে তিনি সরস্বতীর ডিগ্রী লাভ করার উপযোগী বিবেচিত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষকদের জানিয়া রাখা উচিত যে, ইছ্‌লাম ধর্মের ইতিহাস রচনা করার জন্য শিলালিপি উদ্ধার করিবার কিংবা কোন স্তূপ খনন করার প্রয়োজন হয় না। পৃথিবীতে শুধু একটী ধর্মের শিক্ষাদর্শ আর একজন মাত্র রছুলের (দঃ) জীবনী ঐতিহাসিক-স্বতঃসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ইছ্‌লাম ধর্ম আর ইছলামের—রছুল (দঃ) ছাড়া পৃথিবীর কোন ধর্ম ও ধর্ম প্রবর্তকের জীবনীর ঐতিহাসিকতা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে—যাচাই করিয়া দেখার উপায় নাই। ইছলাম ধর্মের নীতি এবং উহার বাহক ও ধারকের চরিতামৃত কিংবদন্তী ও অনুমানের ছায়াচিত্র হইতে সংগৃহীত হয় নাই, কল্পনা, ভাববিলাস, বিদ্বেষ ও অনুমানের পরিবর্তে উহার প্রত্যেকটী উপাদান প্রত্যক্ষ, প্রমাণিত, নিরপেক্ষ ও সুদৃঢ় ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর—প্রতিষ্ঠিত। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় জীব বিশেষের—মত চীৎকারের তাণ্ডব কীর্তন তুলিলে পূর্ণিমার সুষমা ম্লান হইবার নয়। প্রভাকরের জ্যোতি সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণী বিশেষের মত অরণ্যের—অন্ধকার ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলে সূর্য্যের জ্যোতি নিষ্প্রভ হইবে না। রছুলুল্লাহর (দঃ) মহিমামণ্ডিত জীবন কথা সূর্যের জ্যোতি অপেক্ষা উজ্জ্বল, পূর্ণিমালোকের চাইতে স্নিগ্ধ ও সুষমামণ্ডিত। আমরা ইচ্ছা করিলে লিঙ্গ ও যোনি পূজক দেবতাগণের অহিংস প্রতিহিংসা এবং নিষ্কাম বামাচার ও আশ্রম জীবী মহাপুরুষগণের সেবাদাসীদের তত্ত্বকথা শুনাইতে পারিতাম আর কাঁচের ঘরে বাস করিয়া যাহারা লৌহদুর্গে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে, তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিফল দিতে পারিতাম কিন্তু কটুক্তি ও মিথ্যাচারের জওয়াবে আমাদের হৃদয়মণি মহারছুল (দঃ) আমাদিগকে এরূপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং ছবর ও তক্‌ওয়ার আশ্রয় লইতে বলিয়াছেন বলিয়াই আমরা শুধু তাঁহার আদেশে আত্মসম্বরণ করিতেছি এবং আমাদের ইছ্‌লামী রাষ্ট্রের শাসকবর্গকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, হিন্দুস্থান রাষ্ট্রের সহিত মিত্রতা রক্ষা করার জন্য রছুলুল্লাহর (দঃ) অপমানও কি পাকিস্তানের নাগরিকদিগকে নির্বিবাদে হজম করিয়া যাইতে হইবে?

এতো গেল মুশরিকদের আচরণের কথা, ইহার পর এই দলের অগ্রজ তথাকথিত আহলে-কিতাবদের সত্যপরায়ণতা ও ভদ্রতারও যৎকিঞ্চিৎ নমুনা শ্রবণ করা হউক। করাচীর সংবাদে প্রকাশ যে, নিউইয়র্ক পাবলিকেশনের 'সেক্‌শোলজী' নামক একটী ম্যাগাজিন বিগত রজবের চাঁদে প্রধানতম ইছ্‌লামী—রাষ্ট্রের রাজধানীতে প্রচার লাভ করিয়াছে। এই ম্যাগাজিনে বিশ্ব মুকুট রছুলুল্লাহর (দঃ) কল্পিত—যৌন জীবনের নারকীয় চিত্র প্রকাশ করা হইয়াছে। "মুছলিম আচার" শীর্ষক নিবন্ধে লেখা হইয়াছে যে, "রছুলুল্লাহ (দঃ) বেশ্যাবৃত্তি নিবারণে কোনই অংশ গ্রহণ করেন নাই, বরং তাঁহার কার্যাবলী বিশ্লেষণ করিলে হযরতের (দঃ) যৌনজীবনের অবৈধ ও অবাধ প্রশ্রয় পরিলক্ষিত হইবে।" লেখক রেনে—গুয়নের আবিষ্কার যে, "ইছলামী রাষ্ট্রগুলি চির দিন বেশ্যাবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছে। কোর্‌আনে বেশ্যাবৃত্তির নিরোধ সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চবাচ্য করা হয় নাই, ইছ্‌লামের ওযু ও গোছলের ব্যবস্থা—ব্যভিচারের জন্য লোভজনক ইংগিত মাত্র! ইছ্‌লাম তার অনুসারীদের দিয়াছে মৃত্যুর পরও ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করার চরম প্রতিশ্রুতি"। মুছ্‌লিম মহিলাদের সম্বন্ধে এই মনীষীলেখকের গবেষণার ফল এই যে, "এমন কোন অবিবাহিতা মুছলিম—কিশোরী নাই, যিনি বিবাহের পূর্বেই যৌন সংযোগ ব্যাপারে অনভ্যস্ত, তাঁহাদের সকলে এই—

www.ahlehadeethbd.org

শাস্ত্রে বিশেষ ভাবে অভিজ্ঞ। মরক্কোর কাছাব্লাং-কাতে আধুনিক সুসজ্জিত গণিকালয় স্থাপিত হইলে আরবদের সমস্ত নারীরাই তথায় বসবাস করার স্বপ্নে বিভোর হইবে"!

ওয়ং তাঁহার নিজস্ব সমাজ জীবনের যে বিষ্ঠা চতুর্দিকে ছড়াইয়াছেন, মুছ্‌লিম জাহানকে তাহা কতটুকু স্পর্শ করিবে কে জানে? কিন্তু কুফ্‌রের এই মিলিত ফ্রন্ট কোর্‌আনী ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতাই অবিসম্বাদিত ভাবে ঘোষণা করিতেছে। আলমে-ইছ্‌লামের বিরুদ্ধে এই সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র যে ভাবে নিয়োজিত হইয়াছে, তাহাতে পাকিস্তানের আদর্শ-প্রিয়তা ও শাসন সৌকর্যের যোগ্যতাকে নিষ্ঠুর ভাবে উপহাস করা হইয়াছে। ইহার প্রতিবিধান ব্যবস্থার উপরেই আমাদের শাসকদলের মর্যাদাবোধ ও ইছ্‌লামপ্রীতি পরীক্ষিত হইবে।

পাশ্চাত্যের জারজ রাষ্ট্র,

আরব রাষ্ট্র গুলিতে নবজাগরণের প্রভাত উদিত এবং সুয়েজখালের উভয় উপকুল হইতে শান্তি,—স্বাধীনতা এবং ন্যায় বিচারের দাবী উত্থিত হওয়ায় পাশ্চত্য সাম্রাজ্যবাদের অবস্থা সংকটজনক হইয়া পড়িয়াছে। ষড়যন্ত্র আর চক্রান্তের জাল সৃষ্টি না করা পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে ওছীগিরীর নামে পশ্চিমীদের শোষণ ও লুণ্ঠন পর্ব যে আর বেশী দিন চলিবার নয়, একথা তাহারা উত্তমরূপেই হৃদয়ংগম করিতে পারিয়াছে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যে পাশ্চত্য রাষ্ট্র সমূহের সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণ নীতিকে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যেই খ্রীষ্টান জগতের অভিশপ্ত ইয়াহুদীদের জন্য তাহারা সমবেত ভাবে পবিত্রভূমিতে 'ইছ্‌রাঈল' নামে এক জারজ রাষ্ট্র প্রসব করিয়াছে। এই নবজাত রাষ্ট্রকে জন্ম দেওয়ার উদ্দেশ্য বহুবিধ: আরব রাজ্যগুলিকে সর্বদা সন্ত্রস্ত করিয়া রাখার জন্য তাহাদের মাথার উপর "ইছ্‌রাঈল"কে তরবারীরূপে ঝুলাইয়া রাখা, উহাকে কেন্দ্র করিয়া—পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্র ও লুণ্ঠননীতিকে জিয়াইয়া রাখা আর উহার মধ্যস্থতায় মধ্য প্রাচ্যের উপর তাহাদের রাজনৈতিক মুরুব্বীয়ানা বহাল রাখা "ইছ্‌রাঈল রাষ্ট্র"কে জন্ম দেওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই সকল মতলবে একবার প্রচার করা হইতেছে যে, ইছ্‌রাঈলীরা পবিত্র হিজাযভূমি অধিকার করার জন্য সমর সজ্জা করিতেছে। কখনো বলা হইতেছে,—তাহারা মিছর আক্রমণ করার জন্য সীমান্তে সমবেত হইতেছে, কখনো একথাও শুনা যাইতেছে যে, 'ইছ্‌রাঈল' রাষ্ট্র সিরিয়ার বিরুদ্ধে যে আক্রমণমূলক অভিযান পরিচালিত করিতেছে তাহার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে আরবদের বৃহত্তর শাম আন্দোলনের পরিকল্পনাকে বানচাল করিয়া দেওয়া। ইছরাঈলীদিগকে দস্যুবৃত্তি ও মুছ্‌লিম হত্যার পর্ব উদ্‌যাপিত করারজন্য গোপনে অস্ত্রশস্ত্রও বিতরণ করা হইতেছে। রাষ্ট্রসংঘ শান্তি ও ন্যায়বিচারের অবতার সাজিয়া শাম ও ইছরাঈলের সীমান্তে একটী নিরপেক্ষ অঞ্চল সৃষ্টি করার এবং উক্ত অঞ্চলে যুদ্ধ ঘটিতে না দিবার জন্য সমুচিত ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু স্বয়ং রাষ্ট্র সংঘের চীফ অফ দি স্টাফ জেনারেল রিলে সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, যুদ্ধ বিরতির চুক্তি লংঘন করিয়া ইছরাঈলীরাই নিরপেক্ষ ইলাকায়—হানা দিয়াছে। শামের গভর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে, তিনশত ইছরাঈলী ফওজ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তোপ কামান সহ নিরপেক্ষ অঞ্চলের এক পার্বত্য ভূমিতে আরবদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। এবং—আরবদের বাধা প্রদানের ফলে উভয় পক্ষে বহুলোক হতাহত হইয়াছে। যুদ্ধ বিরতি কমিশনের বিনানুমতিতেই ইছরাঈলরা নিরপেক্ষ ইলাকায় নালা খনন করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় এই সংঘর্ষ ঘটিয়াছে। জেনারেল রিলের বর্ণনার পরও রাষ্ট্র সংঘ ইছরাঈলীদের যুদ্ধ বিরতির অন্যথাচরণ এবং অনধিকার চর্চার জন্য কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক মনে করেন নাই। কারণ ইংলণ্ড ও আমেরিকার উহা অভিপ্রেত নয়। এই ঘটনায় রাষ্ট্র—সংঘের প্রকৃত স্বরূপ, যেরূপ উদ্‌ঘাটিত হইতেছে,—তেমনি পাশ্চাত্য শক্তি সমূহের অধিনায়ক গোষ্ঠিদের মধ্য-প্রাচ্য নীতির ঘোমটাও জগদ্‌বাসীর সম্মুখে নগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস রাষ্ট্র সংঘের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এই আচরণ দ্বারা ইছলাম জগত ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইয়া উঠিলেও তাঁহাদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং বৃথাআশার মোহনিদ্রা টুটিয়া যাইবে।

কলুষ বলদ,

কলুষ বলদ সমস্ত দিন আর সমস্ত রাত চলিবার পর মনে করিতে পারে যে, বহুপথ অতিবাহিত করা হইয়াছে, কিন্তু চোখের পট্টি অপসারিত হইলেই সে বুঝিতে পারে, অতিবাহিত সুদীর্ঘ পথ উহাকে যাত্রার স্থানেই ফিরাইয়া আনিয়াছে। কাশ্‌মীরের অবস্থাও প্রায় এইরূপ। আজ কয়েক বৎসর যাবত রাষ্ট্র সংঘ কাশ্‌মীর-সমস্যার সমাধান করিতে বসিয়াছেন। সম্প্রতি এই উদ্দেশ্যে পুনরায় ডক্টর গ্রেহাম সংঘের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা ভাবিয়াছিলাম, এইবারে বোধহয় কাশ্‌মীর সমস্যার—একটা কূলকিনারা হইবে, ডক্টর গ্রেহামকে শালিশীর অধিকার দিয়াই কাশমীরে প্রেরণ করা হইয়াছে। কিন্তু সিকিউরিটি কাউন্‌সীলে রাষ্ট্র সংঘের ব্রিটিশ প্রতিনিধি তাঁহার বক্তৃতার সাহায্যে আমাদের ভুল ভাংগিয়া দিয়াছেন। তিনি পরিষ্কার ভাবেই বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, ডক্টর গ্রেহাম শালিশ রূপে পাকভারতে পদার্পণ করিতেছেন না, তিনি শুধু কাশমীরে নিরপেক্ষ ভাবে ভোট গ্রহণ করা সম্পর্কে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে আপোষের চেষ্টা চালাইবেন মাত্র। পক্ষান্তরে ভারত-রাষ্ট্র কাশ্‌মীর সমস্যার আপোষের নমুনা স্বরূপ তাহার তিন ডিভিজন সৈন্য আর ৮০টী ট্যাংক কাশমীরে প্রেরণ করিয়াছে। প্রকাশ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহ্‌রু আর হিন্দু মহাসভার সভাপতি ডাঃ খারের মধ্যে যতই মতভেদ দেখানো হউক না কেন, এ বিষয়ে তাঁহারা সকলেই একমত যে, কাশ্‌মীর সম্বন্ধে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যাহার দাবীই ন্যায্য হউক, ভারত তাহার প্রেস্‌টিজ—রক্ষা করার জন্য কাশ্‌মীরের অধিকার কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না। ভারত রাষ্ট্রের নির্দেশক্রমে রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া কাশ্‌মীরের যুবরাজ গণপরিষদ আহ্বান করিয়াছেন।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারত রাষ্ট্রের হঠকারিতা ও দাম্ভিকতার প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও স্বস্তিপরিষদ কোন উচ্চবাচ্য করিতেছেননা। পাক-পররাষ্ট্র সচিব স্যর যফরুল্লাহ্ সম্প্রতি যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চিরাচরিত আশাবাদের সুর আর শুনা যাইতেছে না। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস স্বস্তিপরিষদের নিযুক্ত নিমিট্‌জ ও ডিক্সন কমিশন কাশ্‌মীর সমস্যার যে ভাবে সমাধান করিয়াছেন, ডক্টর গ্রেহামের মিশনের সাফল্য তাহা—অপেক্ষা চুল পরিমাণও অধিক অগ্রসর হইবে না। যে ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা ভারত রাষ্ট্র প্রদর্শন করিতেছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে কাশ্‌মীর সম্পর্কিত ব্রিটিশ ও আমেরিকান নীতির পরিণতি ছাড়া কিছুই নয়। ভারতরাষ্ট্র পাকিস্তানের শুভেচ্ছা ও শান্তি কামনাকে তাহার অক্ষমতার পরিচয় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে আর রাষ্ট্র সংঘ, যাহা ব্রিটিশ ও আমেরিকার সেবাদাসী মাত্র, ভারতকে পাকিস্তানের জন্য অসন্তুষ্ট—করিতে ইচ্ছুক হইতেছেনা এরূপ অবস্থায় কাশ্‌মীর সমস্যার সমাধানের জন্য রাষ্ট্র সংঘের মুখাপেক্ষী—হইয়া থাকার কোনই সার্থকতা নাই। কাশ্‌মীরের মীমাংসার ভার পাকিস্তানের স্কন্ধেই রহিয়াছে আর আল্লাহর উপর নির্ভর করিয়া শুধু তাহাকেই এ সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিতে হইবে এবং সে সমাধান ইন্‌শাআল্লাহ সকলদিক দিয়া মংগলজনক হওয়া সুনিশ্চিত।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়,

ইংরাজী ১৯৫১ সালের সূচনা হইতেই পূর্ব-পাকিস্তানের উপর বিপদের করাল ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। বন্যার প্রকোপে শস্য হানীর সংগে সংগে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য চড়িয়া যাওয়ায় অনেক স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। অনেক স্থানে বসন্ত ও কলেরা মহামারীর আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সম্প্রতি বাংলা বৎসরের শুরু হইতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রচণ্ড মূর্তি ধারণ করিয়াছে। কতক স্থানে বৃষ্টির অভাবে বুনানীর কার্য বন্ধ হইয়া রহিয়াছে আর ঘূর্ণিবাত্যা, ঝড়, শিলাবৃষ্টি ও তড়িৎ প্রবাহের আক্রমণে ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও বগুড়া প্রভৃতি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যিলার বিভিন্ন ইলাকায় যে ধ্বংসলীলা চলিয়াছে, তাহার ফলে শত সহস্র মানুষ ও গবাদিপশু নিহত, অগণিত প্রাণী আহত, শত শত গ্রাম বিধ্বস্ত এবং সে সকল ইলাকার সমুদয় শস্যক্ষেত্র শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। ঘূর্ণিবাত্যা ও ঝটিকার সংগে বিদ্যুৎ—লহরী প্রবাহিত হওয়ায় মানুষ, পশুপ্রাণী ও গাছপালা অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে। মোটের উপর প্রাকৃতিক বিপর্যয় এ দেশের সাধারণ ঘটনা এবং দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অনাবৃষ্টি, ঝড়, বন্যা, শস্যহানি প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাময়িক ভাবে বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য চেষ্টা করা হইলেও—বিপদের ব্যাপকতা ও দুর্দশার ভীষণতার তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে, বিশেষতঃ সকল প্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সর্বতোভাবে প্রতীকার করা—মানুষের সাধ্যায়ত্তও নয়। মানুষের ঔদ্ধত্য, অনাচার ও নির্বুদ্ধিতার ফলেই তাহাকে রুদ্র প্রকৃতির আক্রোশে পতিত হইতে হয়। প্রকৃতির দুর্জয় শক্তির সম্মুখে মানুষের অক্ষমতা প্রমাণিত করাই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য, কিন্তু জড়বাদী মানুষের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই! আর অন্যান্য দেশের জড়বাদী সমাজগুলি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের—সহিত যুঝিবার জন্য যেসকল আয়োজন করিয়া থাকেন, আমাদের কর্তৃপক্ষ সে সকল বিষয়কে তত গুরুত্ব প্রদান করেন না। যুলুম, ব্যভিচার ও আত্মসর্বস্বতাকে প্রশমিত না করা পর্যন্ত রুদ্র প্রকৃতিকে—শান্ত করা সম্ভবপর নয়। ইছলামের আদর্শ শাসকবর্গ দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও ভূকম্পন ইত্যাদি বিপর্যয়কে নিজেদের পাপ ও কুশাসনের ফল মনে করিতেন, তাই এই রূপ অবস্থার উদ্ভব ঘটিলে তাঁহারা তওবা—প্রায়শ্চিত্ত ও আত্ম শুদ্ধির ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন। জনসাধারণের সমবায়ে তাঁহারা বিশ্ব প্রভুর দরবারে কান্নাকাটি আরম্ভ করিয়া দিতেন। আহার্যের বিলাসিতা পরিহার করিতেন। সংগে সংগে বস্তুতান্ত্রিক উপায় অবলম্বন করিতেও তাঁহারা পশ্চাদ্বর্তী হইতেন না। কিন্তু আমাদের অবস্থা কি? ভিতরের—এবং বাহিরের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক সংকট কালেও ব্যভিচার, গীতবাদ্য, শরাব ও কবাব এবং দুর্নীতির প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হইতেছে না। বস্তুতান্ত্রিক দিক দিয়াও আমাদের নেতৃবর্গ সমান ভাবে নিশ্চেষ্ট! রেলওয়ে লাইনগুলির ভ্রান্তিপূর্ণ সংস্থাপনা আর নদীনালাগুলির অপমৃত্যু বৈদেশিক ইংরাজ শাসনের স্মৃতিচিহ্ন, এগুলির বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংস্কার এবং কৃষি প্রধান প্রদেশের জন্য অপরিহার্য পুকুর ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন না ঘটান পর্যন্ত বন্যা ও জল কষ্টের হাত হইতে রেহাই পাওয়ার উপায় নাই। বাৎসরিক লাখ লাখ মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় খাদ্য বস্তুর ঘাটতিকে অনাবাদী ভূমিসমূহের পুনরুজ্জীবন এবং কৃষি নিয়মের উন্নতি সাধন দ্বারা পূরণ করার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। খাদ্য ও পরিধেয়ের সংগে সংগে বিলাসিতা, অপব্যয়, অপচয়, সঞ্চয়, মুনাফাখুরী ও উচ্চ হারের বেতনের কনট্রোল হওয়া উচিত। কোর্‌আনে কথিত 'গারেমীন' বা সর্বস্বান্তদের জন্য সরকারী বাজেটে অংক নির্ধারিত থাকা প্রয়োজন। জনগণের উপরেই রাষ্ট্র নির্ভর—করে। জনমণ্ডলীকে অপঘাত বুভুক্ষা, বিপদ—— ও সন্ত্রাসের হাত হইতে রক্ষা করার উপায় করিতে না পারিলে শুধু কবরস্তান অথবা সর্বস্বান্ত, মৃতকল্প—মানব সন্তান লইয়া রাজত্ব করা সম্ভবপর হইবে কি?

প্রাইমারী বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকগণের দুর্গতি,

আমাদের জাতীয় জীবনের এক বড় অভিশাপ এইযে, যে বিষয়টা আমাদের জীবন মরণের সংগে সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রহিয়াছে, সেইটাই আমাদের কাছে সকলের চাইতে তুচ্ছ ও উপেক্ষিত হইয়া আছে। মানবত্বের বিকাশ, ধর্ম ও নীতি-বোধের স্ফুরণ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সমস্তই মূলতঃ শিক্ষার উপর নির্ভর করে আর যেরকম এবং যত উচ্চধরণের শিক্ষাই হউকনা কেন, প্রাথমিক শিক্ষাই হইতেছে সবগুলির নাভিকেন্দ্র। কিন্তু পরমপরিতাপের বিষয় যে,—জাতির এই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষার যাঁহারা ধারক ও বাহক, সেই প্রাথমিক শিক্ষকগণের জীবন ও মৃত্যুর প্রশ্ন সম্বন্ধে কি সরকার আর কি জন-

www.ahlehadeethbd.org

সাধারণ আমরা সকলেই উদাসীন। জীবন সংগ্রামের এই কঠোর প্রতিযোগিতার দিনে কুলী, মযুরা যাহা উপার্জন করিয়া থাকে, প্রাইমারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে সে উপার্জনের অধিকারীও মনে করা হয়না। এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য আমাদের জাতির স্রষ্টা এবং পিতার দল যতই করুণ আর্তনাদ করিয়াছেন, সমস্তই অরণ্যরোদনে পর্যবসিত হইয়াছে। আমরা নীতিগতভাবে ধর্মঘট ইত্যাদির সমর্থক না হইলেও এই নিরীহ ও উৎপীড়িত শিক্ষক সমাজ নিতান্ত দায়ে ঠেকিয়াই তাঁহাদের—দাবীর যথার্থতা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে অবশেষে ধর্মঘটের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন,—কিন্তু কতিপয় স্কুলবোর্ড 'উল্টা চোর কোত্ওয়াল কো ডাঁটে' প্রবাদবাক্যের অনুসরণ করিয়া শিক্ষক মহোদয়গণকে রক্তচক্ষু দেখাইয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে বর্তরফ করার হুমকী দিয়াছেন। আমরা এই সংবাদে গভীর লজ্জা ও মনঃপীড়া অনুভব করিয়াছি। বস্তুতঃ স্কুলবোর্ডগুলির শিক্ষকগণের সংগত দাবী মানিয়া লওয়ার মতও যদি স্বাভাবিক জ্ঞান নাথাকে, তাহাহইলে তাঁহারা যে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি চালাইবার যোগ্যতা হইতে বঞ্চিত এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদেরই যে বর্তরফ হওয়া দরকার, সেকথা—অপ্রীতিকর হইলেও সত্যের খাতেরে আমরা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছিনা। তবে শিক্ষক মহোদয়গণের নিকট আমাদের একটা বিনীত আরয আছে, তাঁহারা ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা সুখী হইব। শিক্ষা এবং উহার ব্যবস্থা সম্বন্ধে উদাসীনতা আমাদের গোড়ার গলত, গোড়ায় ইহার সংশোধন ঘটাইতে নাপারিলে সমুচিত প্রতিকারের আশা—সুদূরপরাহত। প্রাইমারী শিক্ষার জন্য সরকার বর্তমানে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে পারিতেছেন, তাহা লক্ষ করা তাঁহাদের উচিত আর ধর্মঘটের ফলে সমগ্র জাতি, এবং শিক্ষক মহোদয়রাও যাহার একটী অংশ, যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, তাহা অনুভব করা কর্তব্য। তাঁহাদের আন্দোলনের ন্যায্যতা ও দৃঢ়তা তাঁহারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ইহাকে আরও শক্তিশালী ও দুর্বার করিয়া তুলিতে হইবে এবং যতদিন এরূপ না হয়, অন্ততঃ ততদিনের জন্য তাঁহাদিগকে জাতির মুখের দিকে তাকাইয়া আপনাপন কার্যে—প্রত্যাবর্তন করা উচিত।

ন্যাংটা কন্ফারেন্স,

বিগত ২৭শে এপ্রিল তারীখে আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের অন্তর্গত সিড্নী সহরে ধুমধামের—সহিত ন্যাংটা কন্ফারেন্সের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, গ্রেটব্রিটন ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ হইতে হাজার হাজার ন্যাংটা ন্যাংটির দল এই মহাসভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় যেসকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুইটী—বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: "প্রথম, ন্যাংটা থাকার বৈজ্ঞানিকতা এবং স্বাস্থ্যের উপর উহার সুফল সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করা, দ্বিতীয়, ন্যাংটা থাকা সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে যে অহেতুকী লজ্জা ও সংকোচ পরিলক্ষিত হয়, তাহা বিদূরিত করা"। ইউরোপ ও আমেরিকার অন্ধ উপাসকের দল পাকিস্তানে যে সভ্যতার প্রতিষ্ঠাকল্পে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছেন, তাহার পরিণতি কোথায়, আমরা মুছলমানদিগকে তাহা গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

গজদন্ত,

হস্তীর মুখের দুই পার্শ্বে বৃহৎ যে দুইটী দাঁত দেখিতে পাওয়া যায়, সে গুলি চিবাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়না, তাহার চিবাইবার দাঁতগুলি ভিন্ন, সে সব বাহির হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সকল রাষ্ট্র প্রকাশ্যতঃ ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ—করিয়াছেন, আমাদের প্রতিবেশী ভারতরাষ্ট্র তন্মধ্যে অন্যতম। ধর্মের সমর্থন বা বিরোধ উভয়বিধ ভাব বিবর্জিত যে রাষ্ট্র, তাহাকেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা হইয়া থাকে কিন্তু ভারতরাষ্ট্রে এই নিরপেক্ষতার প্রকৃত তাৎপর্য কি, হিন্দু মহাসভার সাম্প্রতিক জয়পুর অধিবেশনে বিগত ২৮শে এপ্রিল তারীখে ডাঃ খারে সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলেই পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইবে।

www.ahlehadeethbd.org

তিনি বলিয়াছেন,— "হিন্দু মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই হিন্দু মহাসভার প্রকৃত উদ্দেশ্য। বৈদেশিক ধর্মীয় মতবাদগুলিকে হিন্দুস্থান হইতে বিতাড়িত করিয়া তাহাদের অনুসরণকারীদিগকে হিন্দুমতে— বিলীন করাই হইতেছে হিন্দুমহাসভার লক্ষ্য। — অহিন্দু যাহারা, তাহাদিগকে তাহাদের কৃষ্টির আদর্শ আরব, ইউরোপ, ইরাণ ও প্যালেস্টাইনে খুঁজিলে চলিবেনা, তাহাদিগকে ভারতীয় কৃষ্টিগ্রহণ করিতে হইবে। ভারতে ইছলাম, খ্রীষ্টধর্ম, মেজিয়ান ও ইয়াহুদী প্রভৃতি বৈদেশিক ধর্মগুলিকে শুধু এই টুকু সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে যে, হিন্দুসমাজকে— খানিকটা প্রসারিত করিয়া উক্ত ধর্মগুলিকে সেই সমাজের অন্তরভুক্ত হইবার অনুমতি দেওয়া হইবে। ইছলামের নাম বদলাইয়া নিরাকার হিন্দু সমাজ, খ্রীষ্টধর্মকে প্রেম সমাজ, ইয়াহুদীকে পবিত্র সমাজ আর মেজিয়ানকে হিন্দু অগ্নিসমাজ নাম দেওয়া— যাইতে পারে। তাহাদের উপাসনা পদ্ধতি বর্তমানের ন্যায় থাকিবে বটে, কিন্তু তাহাদিগকে— তাহাদের পুস্তক সমূহের বহির্ভূত কতকগুলি ধার্মিক-নীতির অনুসরণ করিয়া হিন্দু বলিয়া পরিচয়— দিতে হইবে। হিন্দুস্থানের ইতিহাসকে তাহাদের ইতিহাস আর হিন্দুস্থানের অবতারদিগকে তাহাদের নিজস্ব অবতার রূপে গ্রহণ করিতে হইবে।" ভারত রাষ্ট্রের মুছলমানদের প্রতি ডাঃ খারের শুভ-দৃষ্টি সর্বাপেক্ষা অধিক। তাহাদের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "ভারতের অধিবাসী মুছলমানদের বিশ্বস্ততাকে কোনক্রমেই বিশ্বাস করা যাইতে পারেনা! তাহাদিগকে ভারতে থাকিতে হইলে হিন্দু হইয়া থাকিতে হইবে।" পাকিস্তান সম্বন্ধে ডাঃ খারে— ঘোষণা করিয়াছেন,— "হিন্দু মহাসভা ভারত — বিভাগকে কোন দিন স্বীকার করে নাই, সে এই বিভাগের ঘোর বিরোধী, আমরা পাকিস্তানকে— হিন্দুস্থানের সহিত যুক্ত করিয়া অখণ্ড ভারত পুনর্গঠন করার জন্য সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিবই।"

হিন্দু মহাসভার এই ঘোষণার কোন প্রতিকার বা প্রতিবিধান ভারতসরকার করিয়াছেন— বলিয়া আমরা অবগত নই, বরং ভারত সরকারের— কাশ্মীরে সমর সজ্জা, উর্দু সম্বন্ধে তাহার উৎকট শত্রুতাভাব এবং জুনাগড় মুছলিম রাজ্যে সোমনাথ মন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যাপার মিঃ খারের ঘোষণারই প্রতিক্রিয়া বলিয়া সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ভারত সরকারের এই গজদন্ত নীতির ফলেই ভারতীয় মুছলমানরা অদ্যাবধি একদিনের— তরেও ভারত রাষ্ট্রে নিঃশংক ও সম্মানিত জীবন— যাপন করিতে পারিতেছেনা। পাকিস্তান সরকারকে একথা অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, ভারতে প্রত্যাগত মুহাজেরীনের সুব্যবস্থা করার মত মনোভাব ভারত সরকারের নাই, বরং যাহাতে উক্ত রাষ্ট্রের মুছলমানগণ পাকিস্তানে চলিয়া আসিতে— বাধ্য হন, ভারত সরকারের আচরণ দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হয়। ভারত হইতে ইতোমধ্যেই আবার হাজার হাজার মুছলমান পাকিস্তানে হিজ্‌রত — করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

পক্ষান্তরে পাকিস্তান ইছলামীরাষ্ট্র হইবার দাবী আগাগোড়াই করিয়া আসিয়াছে, তাহার গণপরিষদে যে ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যপ্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, বিশ্বের চক্ষে তাহা গোপন নাই। ইছলামীরাষ্ট্রের — বৈশিষ্ট রূপে আজ পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সমাজ তাহাদের ধর্মাচরণ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার যে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে, তাহার নযীর পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রেই পাওয়া যাইবেনা। শতকরা ৯০ জন বাস্তুত্যাগী হিন্দু পাকিস্তানে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং তাহারা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরুদের তুলনায়— অধিকতর সুবিধা ও স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে।

হিন্দুস্থানে হিন্দুধর্মকে বলবৎ করাই যে ভারত সরকারের উদ্দেশ্য তাহা গোপন করিয়া লাভ নাই কিন্তু যে ধর্মে পরমত সহিষ্ণুতার বালাই নাই, যে মতবাদ অনুদার ও সংকীর্ণ, একদেশদর্শী ও বিদ্বেষ-পরায়ণ তাহার প্রতিষ্ঠা কোন রাষ্ট্রেই সম্ভবপর নয়। হিন্দুরা ব্রাবীড় ও বৌদ্ধদের মত ভারতীয় মুসলমানদিগকে নিশ্চিহ্ন করিতে চায় বটে, কিন্তু এ বিদ্বেষাগ্নি শুধু মুছলমানদিগকে পোড়াইয়াই নির্বাপিত

www.ahlehadeethbd.org

হইবেনা, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সি, খ্রীষ্টান ও ইয়াহুদীদের ঘরেও আগুন লাগিবে এবং পরিশেষে এই অগ্নিকুণ্ডে স্বয়ং হিন্দুজাতি ও হিন্দুরাষ্ট্রকেও পুড়িয়া ছারখার হইতে হইবে।

পশ্চিম বংগ আন্‌জুমানে আহ্‌লেহাদীছ,

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, কলিকাতায় পশ্চিম বংগ আনজুমানে আহ্‌লে হাদীছ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই আনজুমানের উদ্‌দেশ্য ও কর্মসূচী—সম্বন্ধে আমরা কিছুই অবগত হইতে পারিনাই। আমরা বলিতে চাই যে, যাত্রা আরম্ভ করার পূর্বেই লক্ষস্থল এবং পথের সন্ধান অবধারিত—হওয়া আবশ্যক। নিখিল বংগ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ পশ্চিম বাংলাকে বাদদিয়া গঠিত হয়নাই, ইহার প্রথম দফ্‌তর কলিকাতাতেই—স্থাপিত হইয়াছিল এবং কর্মীগণের অনেকেই পশ্চিম বংগের অধিবাসী ছিলেন। বর্তমানে রাজনৈতিক পরিস্থিতির তারতম্যের জন্য পশ্চিম বাংলায় স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা যদি বিবেচিত হইয়া থাকে, তাহাহইলে সেসম্পর্কে নিখিল বংগ প্রতিষ্ঠানের সহিত পরামর্শ করিয়া অবস্থাগতিক কর্মসূচী নির্ধারণ করা কর্তব্য ছিল বলিয়া আমাদের ধারণা হয়। শুধু জামাআতের সংহতি রক্ষা করার উদ্‌দেশ্যেই এযাবত—নিখিল বংগ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছকে পূর্বপাকিস্তান জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছে রূপান্তরিত করা আমরা উচিত মনে করিনাই এবং এখনও—আমরা ইহা বিশ্বাস করি যে, রাজনৈতিক স্বার্থের বৈষম্য সত্ত্বেও আদর্শবাদের দিকদিয়া সকল রাষ্ট্রের আহ্‌লেহাদীছরাই আন্তর্জাতিকভাবে একটী মিলিত কেন্দ্রে সমবেত হইতে পারেন। ইউরোপ এবং এশিয়ার বহু আন্দোলনে ইহার নযীর বিদ্যমান—রহিয়াছে।

তর্জুমানের আত্মকথা,

জমাদীলআখেরা ও রজবের তর্জুমান যুগ্মসংখ্যার আকারে শাবানের মধ্যভাগে বাহির হইতেছে, ইহার জন্য যে মনোকষ্ট ও লজ্জা তর্জুমানের কর্মীগণ ভোগ করিতেছেন, গ্রাহক ও পাঠকদের পক্ষে তাহা অনুভব করা মুশ্‌কিল! পত্রিকাকে নিয়মিত করার যত চেষ্টাই আমরা করিতেছি, সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। তর্জুমানের দীন সম্পাদককে জমঈয়তের বার্ষিক সভার পর কয়েকবার গুরুতর—ভাবে বেদনা ও জ্বরে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী থাকিতে হইয়াছে। বার্ষিক সভার আয়োজনে—পূর্বেও কয়েকদিন নিয়োজিত হইয়াছিল তদুপরী এই রোগভোগ এবং একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাবনা হইতে দুইবার বাহিরে যাইতে বাধ্য হওয়ায়—পত্রিকা প্রকাশ করিতে অপ্রত্যাশিতভাবে বিলম্ব ঘটিয়া গেল। অন্যদিকে প্রেস ম্যানেজার তাঁহার—ব্যক্তিগত ও সাংসারিক অসুবিধার জন্য পদত্যাগ করায় এবং কম্পোজিটরগণ পর্যায়ক্রমে অসুস্থ হইয়া পড়ায় বিপদের উপর বিপদ বর্ধিত হইল। পাবনার মত ক্ষুদ্র মফস্বল টাউন হইতে তর্জুমানুল হাদীছের মত একখানি উচ্চাংগের মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা যে কিরূপ কষ্টকর ও অসুবিধাজনক, অভিজ্ঞদের পক্ষে তাহা অনুমান করা সহজ, হঠাৎ কোন কিছুর অভাব ঘটিলে এস্থানে তাহার প্রতিকার দুঃসাধ্য। এতদ্‌ব্যতীত ছাপিবার কাগজ বাজার হইতে উধাও হইয়া গিয়াছে, দ্বিগুণ মূল্যে আমাদিগকে কাগজ সংগ্রহ করিতে হইতেছে। উনিশ টাকার পরিবর্তে আটত্রিশ টাকা রিম হিসাবে কাগজ ব্যবহার করা হইয়াছে আর তার জন্যও প্রতিমাসে ঢাকা ও চট্টগ্রামে—দৌড়িতে হইয়াছে। কি উপায়ে যে তর্জুমানকে নিয়মিত করাযায়, সত্যই আমরা তাহা চিন্তা—করিয়া স্থির করিতে পারিতেছিনা। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থায় প্রভূত ক্ষতি ও অসুবিধা সহ্য করিয়া বহু কষ্টে আমরা তর্জুমান প্রকাশ করিয়া যাইতেছি। যাঁহারা ত্রুটীবিচ্যুতি সত্ত্বেও পত্রিকার গ্রাহক হইয়াছেন এবং হইতেছেন শেষ পর্যন্ত আমরা ইন্‌শাআল্লাহ তাঁহাদের হস্তে পত্রিকা পৌছাইবই, কিন্তু সম্পাদকের শারীরিক উন্নতি কিংবা তাহার পরিবর্তন অথবা পত্রিকার মান অবনত না করা পর্যন্ত তর্জুমানকে নিয়মিত করার সম্ভাবনা নাই। প্রথমোক্ত বিষয়টী শুধু—গ্রাহক ও অনুগ্রাহকগণের আন্তরিক দোআর উপর, দ্বিতীয় বিষয়টী যোগ্যব্যক্তির অগ্রসর হইয়া আসার উপর আর তৃতীয় বিষয়টী পাঠকদের রুচির উপর নির্ভর করিতেছে।

জিজ্ঞাসা ও উত্তর,

পত্রিকায় স্থানাভাব বশতঃ এবারে জিজ্ঞাসার উত্তর প্রকাশ করা সম্ভবপর হইলনা। ইন্‌শাআল্লাহ আগামী সংখ্যায় গুরুতর প্রশ্নগুলির জওয়াব প্রদত্ত হইবে।

www.ahlehadeethbd.org